ষোড়শ বর্ষ [কার্ত্তিক, ১৩৩৫] সপ্তম উপন্যাস

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

'রহস্য-লহরী'
উপন্যাস-মালার
১৩৭ নং উপন্যাস

রূপসী সর্ব্বনাশী

[প্রথম সংস্করণ]

২৮ নং শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা
'রহস্য-লহরী বৈদ্যুতিক মেসিন-প্রেসে'
শ্রীদিব্যেন্দ্রকুমার রায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

'রহস্য-লহরী' কার্য্যালয়—
মেহেরপুর, জেলা নদীয়া।

সাজ সংস্করণ পাঁচ শিকা,—সুলভ সাধারণ, বার আনা মাত্র।

রূপসী সর্ব্বনাশী

প্রথম কল্প

স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তন

আমরা রূপসী আমেলিয়া কার্টারের এই নূতন আখ্যায়িকায় যে সময়ের কথা বলিতেছি—সেই সময় সুজলা সুফলা অষ্ট্রেলিয়ার একাংশে ভীষণ অনাবৃষ্টি নিবন্ধন আর্ত্তনাদ উত্থিত হইয়াছিল। পাঠক পাঠিকাগণের অনেকেই বোধ হয় জানেন—অষ্ট্রেলিয়া পশুচারণ-ক্ষেত্রের জন্য জগদ্বিখ্যাত। মেষাদি পশুর ব্যবসায় করিয়া অষ্ট্রেলিয়ার অনেক লোক কোটীপতি হইয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়ার এক একজন পশু-ব্যবসায়ী আমাদের দেশের কুড়ি পঁচিশটা টুপিওয়ালা চা-কর বা 'কোলিযারী'র মালিককে চাকর রাখিতে পারেন। তাঁহাদের বাসগৃহ কুঠীগুলি যেন কমলার পীঠতল, সুখ স্বচ্ছন্দতার লীলা-নিকেতন। সেই সকল কুঠীর চতুর্দ্দিকের কুড়ি পঁচিশ বা ততোধিক বর্গ মাইল ব্যাপী তৃণপূর্ণ শ্যামল প্রান্তর—তাঁহাদের অধিকার-ভুক্ত। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর সহস্র সহস্র মেষাদি পশু সেই সকল প্রান্তরে চরিয়া বেড়ায়। বলা বাহুল্য, সেই সকল পশুর রক্ষণাবেক্ষণেরও যথাযোগ্য ব্যবস্থা আছে। তাঁহাদের আয় যেমন বিপুল, ব্যয়ও সেইরূপ বিশাল।

কিন্তু সেবার অনাবৃষ্টির জন্য অধিকাংশ মেষ-ব্যবসায়ীকে মাথায় হাত দিয়া বসিতে হইয়াছিল। সহস্র সহস্র বর্গ মাইল ব্যাপী (Thousand of square miles) তৃণশ্যামল পশুচারণ-ক্ষেত্র বৃষ্টির অভাবে মরুক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। প্রখর রৌদ্রে তৃণরাশি জ্বলিয়া গিয়াছিল, এবং সেই সকল তৃণহীন ক্ষেত্র 'কাঁকুড়-

ফাটা' হইয়া ফাটিয়া গিয়াছিল। সেখানে ধূলা ও বালি ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইত না। ইহার উপর যেদিন উত্তর হইতে ঝড় বহিত, সেদিন সেই ঝড়ে ধূলা ও বালি উড়িয়া দিঙ্‌মণ্ডল অন্ধকারাচ্ছন্ন করিত; যেন প্রলয় কাল সমুপস্থিত! একে তৃণের অভাব, তাহার উপর পানীয় জলের অভাব। খাল বিল প্রভৃতি জলাশয় শুকাইয়া গিয়াছিল। মেষব্যবসায়ীদের মেষগুলি ক্ষুৎপিপাসায় দলে দলে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। সেই অঞ্চলের অধিকাংশ মেষব্যবসায়ী সর্ব্বস্বান্ত হইবার আশঙ্কায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আমোদ প্রমোদ, খেলা-ধূলা স্ফূর্ত্তি ও শিকার শিকায় উঠিল!

বিভিন্ন পশুচারণ-ক্ষেত্রের অধিস্বামীদের মধ্যে বিনাগঙ্গ কুঠীর মালিকের অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শোচনীয় হইল। এক সময় তাঁহারই অবস্থা অন্য সকল মেষব্যবসায়ীর অবস্থা অপেক্ষা উন্নত ছিল। এই বিনাগঙ্গ কুঠী এক সময় মিস্ আমেলিয়া কার্টারের পিতা জন কার্টারের সম্পত্তি ছিল। সুবিস্তীর্ণ পশুচারণ ক্ষেত্র ব্যতীত জন কার্টার স্বর্ণখনিরও মালিক ছিলেন; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কর্ম্মচারীরা সেই বিস্তীর্ণ জমিদারী ও সোনার খনি কিরূপ বিশ্বাসঘাতকতা ও চাতুর্য্যের সাহায্যে হস্তগত করিয়া বালিকা আমেলিয়া ও তাহার জননীকে পথে বসাইয়াছিল, এবং আমেলিয়ার মাতা সর্ব্বস্ব হারাইয়া ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলে আমেলিয়া বোম্বেটেদলের অধিনায়িকা হইয়া কি ভাবে সেই শক্তিশালী বিশ্বাসঘাতক প্রবঞ্চকগণকে চূর্ণ ও বিধ্বস্ত করিয়াছিল—তাহার বিবরণ 'রহস্য-লহরী'র বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। মিস্ আমেলিয়া কার্টার শত্রুধ্বংসের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগিনী হইলে বিনাগঙ্গ কুঠী ও তৎসংলগ্ন জমিদারী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির হস্তগত হইয়াছিল। আমরা যে সময়ের বিবরণ লিখিতে বসিয়াছি সেই সময় এই সম্পত্তি যাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, তাঁহার নাম জন ট্রিহারণ।—এক সময় তিনি এই অঞ্চলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সমব্যবসায়ীরা তাঁহার ঐশ্বর্য্যের ও মানসম্ভ্রমের ঈর্ষ্যা করিতেন; কিন্তু দৈব-দুর্ব্বিপাকে এখন তাঁহার অবস্থা অতীব শোচনীয়। তিনি সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও কমলার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহার ক্ষেত খামারগুলি শ্মশানে পরিণত হইয়াছে; বিনাগঙ্গ কুঠী শ্রীভ্রষ্ট।

তাঁহার দুঃসময় দেখিয়া অধিকাংশ কর্ম্মচারী তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। অর্থাভাবে এখন তিনি অপরের অনুগ্রহপ্রার্থী।

*　　*　　*　　*

পূর্ব্বাকাশ উষালোকে সমুজ্জল; অল্পকাল পরেই পূর্ব্বগগনে লোহিত অরুণের আবির্ভাব হইল। বিনাগঙ্গ কুঠীর কর্ম্মচারীরা সভয়ে দুর্দ্দিনের দিনপতির দিকে দৃষ্টিপাত করিল। কারণ এই সময় এক একটি দিন তাহাদের নিকট এক একটি যুগের ন্যায় দীর্ঘ প্রতীয়মান হইতেছিল। সেই প্রভাতে বিনাগঙ্গের যুবক ভূস্বামী তাঁহার উপবেশন-কক্ষে বসিয়া অবনত মস্তকে কি চিন্তা করিতেছিলেন। সেই আসনে বসিয়াই তিনি নিশাযাপন করিয়াছিলেন। কখন প্রভাত হইয়াছে, এবং সূর্য্য উঠিয়াছে—সে দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। তাঁহার বয়স ত্রিশের অধিক না হইলেও চেহারা দেখিলে মনে হইত বয়স পঞ্চাশ পার হইয়া গিয়াছে, তাঁহার এই বয়সেই দেহে জরার চিহ্ন লক্ষিত হইতেছিল। তাঁহার মুখ বিষণ্ণ, চক্ষুতে নিরাশা পরিব্যক্ত। দুশ্চিন্তায় তাঁহার আহারে রুচি নাই, নয়নে নিদ্রা নাই। মনের কষ্ট ভুলিবার জন্য জুয়া ও নেশা এখন তাঁহার প্রধান অবলম্বন!

তাঁহার উপবেশন-কক্ষে সারারাত্রি যে দীপ জ্বলিতেছিল, প্রভাতেও তাহা নির্ব্বাপিত হয় নাই। দিবালোকে দীপালোক নিষ্প্রভ; তাহা সেই কক্ষের দৈন্য ও হীনতা যেন অধিকতর পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছিল। সেই কক্ষের টেবিলের উপর দুইটি পানপাত্র এবং একটি আধ-খালি বোতল। কতকগুলি চুরুটের দগ্ধাবশিষ্ট গোড়া ও ছাই টেবিলের আবরণ-বস্ত্রখানি আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। মেঝের উপর কতকগুলি তাস বিশৃঙ্খল ভাবে বিক্ষিপ্ত। হুইস্কির ও চুরুটের ধূমের গন্ধে সেই কক্ষের বায়ুস্তর ভারাক্রান্ত।

জন টি হারণ ছয়মাস কাল প্রতিকূল দৈবের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; দীর্ঘকাল-ব্যাপী অনাবৃষ্টিনিবন্ধন জলকষ্ট ও তাঁহার সহস্র সহস্র মেষের খাদ্যাভাব ঘটিলে তাহাদের প্রাণ রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। বহুব্যয়ে জলাশয় খনন করিয়াছিলেন, বহুদূর হইতে প্রচুর তৃণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন; কিন্তু অল্প দিনেই তাহা নিঃশেষিত হইয়াছিল। জলাশয়ও শুকাইয়া গিয়াছিল। অবশেষে

তাঁহার আর অর্থব্যয়ের সামর্থ্য রহিল না, তাঁহার সঞ্চিত সমুদয় অর্থ ভাণ্ডস্থিত কর্পূরের মত অদৃশ্য হইল।

জন ট্রিহার্ণের এইরূপ সঙ্কটজনক অবস্থায় তাঁহার প্রতিবেশী ওয়ালাবালা কুঠীর মালিক এডওয়ার্ড জেমিসন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে আসিল। জন ট্রিহার্ণের জমিদারীর ঠিক পাশেই এডওয়ার্ড জেমিসনের জমিদারী। সেই সুবিস্তীর্ণ পশুচারণ-ক্ষেত্রের অধিকারী জেমিসন ট্রিহার্ণের সমব্যবসায়ী।—ইহার জমিদারীতে একটি হ্রদ ছিল; বর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টিতে সেই হ্রদের জল শুষ্ক না হওয়ায় তাহার মেষপালকে জলকষ্ট সহ্য করিতে হয় নাই। হ্রদের চতুঃপার্শ্বস্থ ক্ষেত্রে তৃণেরও অভাব হয় নাই। জেমিসনকে ভগবৎ-প্রেরিত হিতৈষী বন্ধু বলিয়াই ট্রিহার্ণের ধারণা হইল। জেমিসন তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিল—তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার মেষগুলিকে তাহার জমিদারীতে পাঠাইতে পারেন; সেগুলি তাহার তৃণপূর্ণ চারণ-ক্ষেত্রে চরিতে পারিবে, যথেষ্ট পানীয় জলও পাইবে। জন ট্রিহারণ মহানন্দে জেমিসনের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তাঁহার মেষপাল জেমিসনের জমিদারীতে প্রেরিত হইল। ট্রিহার্ণের আশা হইল মেষগুলি ধ্বংশ-মুখ হইতে রক্ষা পাইল। জেমিসনের সহৃদয়তায় তিনি মুগ্ধ হইলেন। ধূর্ত্ত জেমিসন যে কিরূপ সদাশয় প্রতিবেশী (generous neighbour)—তাহা তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন না।

জেমিসন সেই অঞ্চলের কোন দরিদ্র মেষপালকের পুত্র। তাহার পিতা ভয়ঙ্কর লোভী, ধূর্ত্ত ও ফন্দীবাজ লোক ছিল। সে নানা কৌশলে অবস্থার উন্নতি করিয়া স্বয়ং কিছু জোত জমী করিয়াছিল। ক্রমে মেষ-ব্যবসায়ে সে কিছু অর্থ সঞ্চয় করে। তাহার মৃত্যুর পর জেমিসন ওয়ালাবালা কুঠীর ভূতপূর্ব্ব অধিকারীর বিধবা পত্নীকে কিছু টাকা দিয়া সেই কুঠী ক্রয় করিয়াছিল। মেষের ব্যবসায়ে সে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ছলে বলে কৌশলে বিনাগঙ্গের জমিদারীও হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। দীর্ঘকাল হইতে সে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। অবশেষে অনাবৃষ্টির সম্ভাবনা দেখিয়া সে তাহার কতকগুলি মেষ বিক্রয় করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিল, কতকগুলি দূরবর্ত্তী প্রদেশের জলাশয়-সন্নিধানে প্রেরণ করিল।

সে বুঝিয়াছিল জন ট্রিহারণ্ এক দিন তাহার সাহায্যপ্রার্থী হইবেন; সেই সময় নিজের মেষগুলিকে প্রতিপালন করিতে হইলে ট্রিহার্ণের মেষগুলিকে সে আশ্রয়দান করিতে পারিবে না, সেরূপ বিস্তীর্ণ স্থানও তাহার নাই। কিন্তু সে কি উদ্দেশ্যে নিজের মেষগুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া তাঁহার মেষের দলগুলিকে নিজের ক্ষেতে চরাইবার প্রস্তাব করিল, জন ট্রিহারণ্ সে কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন না। জন ট্রিহারণ্ মনে করিলেন, পরোপকারই যাহার ধর্ম্ম তাহার স্বার্থ-চিন্তার অবসর কোথায়?

ট্রিহারণ্ দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পরলোকগত পিতৃব্যের সম্পত্তি লাভ করিয়া ইংলণ্ড হইতে অষ্ট্রেলিয়ায় আসিয়াছিলেন। তিনি জেমিসনের শয়তানী বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার মেষপাল জেমিসনের জমিদারীতে প্রেরিত হইল। মিঃ ট্রিহারণ্ যে পশম ব্যবসায়ীকে মেষের লোম বিক্রয় করিতেন, অর্থাভাবে তাহার নিকট অনেক টাকা ধার লইয়াছিলেন। জেমিসন তাহাকে গোপনে সংবাদ দিল—ট্রিহারণ্ মেষ প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া সমুদয় মেষ তাহার নিকট বিক্রয় করিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া পশমব্যবসায়ী ট্রিহার্ণের নিকট প্রাপ্য সমুদয় টাকা চাহিয়া বসিল। যে টাকা ঋণ দিয়াছিল তাহা সে আর ফেলিয়া রাখিতে সম্মত হইল না।

মেষগুলি বিক্রয় করা ভিন্ন তখন ট্রিহার্ণের ঋণ পরিশোধের অন্য উপায় ছিল না; কিন্তু সেই দুর্ব্বৎসরে মেষের ক্রেতা ছিল না। তিনি প্রত্যেক মেষ দুই তিন শিলিং মূল্যে বিক্রয় করিলে কেহ কেহ হয় ত সেগুলি ক্রয় করিত; কিন্তু তিনি বুঝিলেন—ঐ মূল্যে মেষ বিক্রয় করিলে তাঁহার ভবিষ্যতের সকল আশা বিলুপ্ত হইবে। বিশেষতঃ মেষগুলি ঐ মূল্যে বিক্রয় করিলে যে টাকা পাইতেন—তাহাতে ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনা ছিল না; এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিতে না পারিয়া এক দিন তিনি অশ্বারোহণে জেমিসনের কুঠীতে উপস্থিত হইলেন। জেমিসন তাঁহাকে চিন্তাকুল দেখিয়া তাঁহার দুশ্চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিল, এবং সকল কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিল, "এই সামান্য বিষয়ের জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছ কেন? আমি তোমাকে টাকা দিতেছি, তুমি পশমওয়ালার ঋণ পরিশোধ কর।"

জেমিসন এই বিপদ হইতেও তাঁহাকে রক্ষা করিল। কিন্তু তাঁহার ত এই একটি উত্তমর্ণ নহে, তখন "দেশ জুড়ে বসে' আছে পাওনাদার দুর্দ্দান্ত!" অন্যান্য পাওনাদারেরাও টাকার জন্য জুলুম আরম্ভ করিল। মিঃ ট্রিহারণ্ পুনর্ব্বার জেমিসনের দ্বারস্থ হইলেন। তিনি জানিতেন না, যে হস্ত তাঁহার অভাব পূর্ণ করিতেছিল, সেই হস্তই তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য তাঁহার উত্তমর্ণদের খোঁচাইতেছিল!

জেমিসন তাঁহার এই অভাবও পূর্ণ করিল, তাঁহার প্রার্থিত অর্থ প্রদান করিল। কিন্তু এবার সে বলিল, "অনাবৃষ্টি চিরস্থায়ী হইবে না, আবার সুসময় আসিবে, তখন তুমি অনায়াসে আমার প্রদত্ত ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে; কিন্তু তুমি আমার বন্ধু হইলেও বৈষয়িক কাজ কর্ম্ম দস্তুরমত হওয়াই উচিত। টাকাগুলি বিনা-দলিলে আমারও দেওয়া উচিত হয়, তোমারও লওয়া উচিত নয়—অতএব একটা দলিল লিখিয়া দাও। দলিলের সর্ত্ত এই যে, এই ঋণের জন্য তোমার মেষপাল এবং তালুক সহ ঐ বিনাগঙ্গ কুঠী আমার নিকট বন্দক রাখিবে। কিছু দিন পরে তুমি যখন তোমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে তোমার দলিল তখন তোমাকে ফেরত দিব।"

জন ট্রিহারণ্‌কে অগত্যা এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল।—বন্ধু জেমিসন দেখিল দলিল লিখিয়া দিয়া ট্রিহারণ্ বড়ই বিষণ্ণ ও ব্যাকুল হইয়াছেন। তখন সে তাহার সঙ্গে তাসের জুয়া খেলিয়া তাঁহাকে প্রফুল্ল হইতে উপদেশ দান করিল। ট্রিহার্ণের ঘরেই জুয়া খেলা আরম্ভ হইল। প্রথমে অল্প টাকার বাজি ধরা হইল। প্রত্যেক বাজিতেই ট্রিহারণ্ জিতিতে লাগিলেন। তখন তিনি জুয়ার নেশায় উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। ট্রিহার্ণের গৃহে সন্ধ্যা হইতে সারারাত্রি তাস-খেলা চলিতে লাগিল। ট্রিহার্ণের জুয়ার নেশা বেশ পাকিয়া আসিয়াছে দেখিয়া, জেমিসন বড় বড় বাজি ধরিতে লাগিল; সেই সকল বাজিতে ট্রিহারণ্ পরাজিত হইলেন। পরাজয়ে তাঁহার জিদ আরও বাড়িয়া গেল। সুযোগ বুঝিয়া জেমিসন তাঁহাকে বলিল, "এবার বাজি ধরিলাম—তোমার মেষপাল, বিনাগঙ্গ কুঠী, আর এই জমিদারী। যদি তুমি জিতিতে পার—তাহা হইলে আমার প্রাপ্য টাকা না লইয়া

তোমার দলিল ফেরত দিব, এক ফার্দ্দিংও তোমাকে দিতে হইবে না। কিন্তু যদি তোমার পরাজয় হয়, তাহা হইলে মেষপালসহ কুঠী ও জমিদারী আমার; অর্থাৎ ভবিষ্যতে ঋণ পরিশোধ করিতে চাহিলেও মেষপাল, বিনাগঙ্গ ও জমিদারী কিছুই ফেরত পাইবে না।"—জন ট্রিহারণ্ এই বাজিতেই সম্মত হইয়া পণ ধরিলেন; কিন্তু পরাজিত হইলেন। জেমিসন জুয়ায় জয়লাভ করিয়া সানন্দ মনে ওয়ালাবালার কুঠীতে চলিয়া গেল। জন ট্রিহারণ্ টেবিলের কাছে জড়ের মত বসিয়া রহিলেন। সারারাত্রি কোথা দিয়া চলিয়া গেল, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না; প্রভাতেও সেই ভাবে বসিয়া রহিলেন।—আমরা যে প্রভাতের উল্লেখ করিয়াছি—ইহা সেই প্রভাত।

সেই দিন প্রত্যুষে অশ্বারোহণে কুঠীতে প্রত্যাগমনের সময় জেমিসনের চক্ষু লোভে উজ্জ্বল হইয়াছিল, এবং দীর্ঘকালের আশা পূর্ণ হওয়ায় মুখে পৈশাচিক হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু মিঃ ট্রিহারণ্ তখন ক্ষোভে দুঃখে অধীর। 'বন্ধু'র মুখের দিকে তাঁহার দৃষ্টিপাত করিবার অবসর ছিল না। মিঃ ট্রিহারণ্ যে সর্ত্তে জুয়া খেলিতে বসিয়াছিলেন, সেই সর্ত্তে পরাজিত হইয়া একখানি কাগজে তাঁহার জমিদারী, কুঠী, মেষপাল সমস্তই জেমিসনকে সমর্পণ করিলেন—ইহা লিখিয়া দিয়াছিলেন। জেমিসন সেই দলিল লইয়া গৃহে ফিরিল।

মিঃ ট্রিহারণ্ অতঃপর কি করিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি অবনত মস্তকে বসিয়া ছিলেন, কোন দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না; কিন্তু দূরে কি একটা শব্দ শুনিয়া তিনি জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন দুইজন অশ্বারোহী প্রান্তর-পথে তাঁহার কুঠীর দিকেই আসিতেছিল। অশ্বারোহীদ্বয় দূরে থাকায় তিনি তাহাদিগকে চিনিতে পারিলেন না; আগন্তুকদ্বয়ের পরিচয় জানিবার জন্যও তাঁহার আগ্রহ হইল না। তাঁহার ধারণা হইল—তাহারা তাঁহার উত্তমর্ণ, তাঁহার নিকট টাকার তাগাদায় আসিতেছে। দুই একজন উত্তমর্ণ প্রত্যহই টাকার তাগাদা করিতে আসিত; এজন্য আগন্তুকদ্বয়কে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন না।

কুঠীর কর্ম্মচারীরাও আগন্তুকদ্বয়কে দূর হইতে দেখিতে পাইল; তাহারা

দেখিল—যে অগ্রে আসিতেছিল সেই অশ্বারোহিণী রমণী; কিন্তু তাহার অশ্বচালন-কৌশল দেখিয়া তাহারা বুঝিতে পারিল—সে সাধারণ নারী নহে। এই কুঠীতে সে নূতন আসিতেছে বলিয়াও তাহাদের মনে হইল না। যেন এই কুঠীর পথ ঘাট তাহার সুপরিচিত।

মিঃ ট্রিহার্ণের খানসামা রবার্টস্ আগন্তুকদ্বয়কে দেখিয়া বৃদ্ধ সর্দ্দার জিনিকে ডাকিল। জিনি মিঃ কার্টারের সময় হইতে এই কুঠীতে মেষপালের রাখালদের সর্দ্দারী করিয়া আসিতেছে। মিঃ কার্টারের সে অনুগত ভৃত্য ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর এই কুঠী ভিন্ন ভিন্ন মালিকের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাকে পদচ্যুত হইতে হয় নাই। সে সকল মনিবেরই মনোরঞ্জন করিয়াছিল; কিন্তু মিঃ কার্টারের ন্যায় মনিব সে আর পায় নাই। দীর্ঘকাল পরেও সে তাঁহার কথা ভুলিতে পারে নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নীর দুঃখ ও বিপদের কথা স্মরণ করিয়া সে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিত; তাঁহার কন্যা বালিকা আমেলিয়ার কথা মনে পড়িলে কষ্টে তাহার বুক ফাটিয়া যাইত, তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইত। সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিত, "মিস্ কার্টারকে কি আর কখন দেখিতে পাইব?—সে কি এখনও বাঁচিয়া আছে?—বুড়া হইয়াছি, মৃত্যুর পূর্ব্বে যদি আর একবার তাহাকে দেখিতে পাই, তাহা হইলে এত দিন আমার বাঁচিয়া থাকা সার্থক হইবে। তাহার সম্পত্তি ফাঁকি দিয়া লইয়া কেহই ভোগ করিতে পারিল না!"

জিনি রবার্টসের আহ্বানে ঘরের বাহিরে আসিলে রবার্টস্ আগন্তুকদ্বয়ের দিকে অঙ্গুলী প্রসারিত করিয়া বলিল, "দেখিয়াছ বুড়া, দুই জন লোক এদিকে আসিতেছে। যে আগে আসিতেছে সে স্ত্রীলোক নয় কি? কিন্তু স্ত্রীলোকটি যে পথে আসিতেছে কুঠীর ঐ পথ ত বাহিরের কোন লোক চেনে না! আমি এক বৎসর কুঠীতে চাকরী করিতেছি, বাহিরের কোন লোককে ঐ পথে আসিতে দেখি নাই। অথচ ঐ পথ স্ত্রীলোকটির পরিচিত বলিয়াই মনে হইতেছে। স্ত্রীলোকটি কে? উহাকে তুমি পূর্ব্বে কখন দেখিয়াছ কি? আমাদের সাহেবের সঙ্গে অনেক পুরুষ দেখা করিতে আসে,—কোন দিন কোন স্ত্রীলোককে ত এখানে

আসিতে দেখি নাই! ঐ যে উহারা দেউড়ীর কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। উহারা দুই জনেই আমাদের অপরিচিত।"

বৃদ্ধ সর্দ্দার জিনি বলিল, "ঐ ভাবে ঘোড়ায় চড়িয়া মাঠ ঘুরিতে, কুকুরের পাল লইয়া ভেড়া তাড়াইতে কেবল এক জনকে দেখিয়াছি। সে ঐ পথেই সর্ব্বদা কুঠীতে আসিত। বহু দিনের কথা, কিন্তু আজও তাহাকে ভুলিতে পারি নাই।"

রবার্টস্ বলিল, "কে সে?—ব্যাপার কি?—তোমার চোখে যে জল আসিয়া পড়িল বুড়া! ক্ষেপিলে না কি?"

কিন্তু জিনি তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া চাকরদের ঘরের দিকে দৌড়াইয়া গেল, এবং উচ্চৈঃস্বরে উৎসাহভরে বলিল, "জো, পিট, হ্যারিস, মন্টি, কার্লি, কোথায় আছিস্ তোরা? এখনও ঘুমাইতেছিস্ না কি? আমাদের ছোট মিসি (little missie) আসিতেছে রে!—শীঘ্র উঠিয়া আয়। হাঁ, ছোট মিসিই বটে!"

সর্দ্দারের কথা শুনিয়া পাঁচ জন ভৃত্য তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া দেউড়ীর নিকট উপস্থিত হইল। ইহারা সকলেই মেষপালক। তাহারা আমেলিয়াকে চিনিত, কারণ মিঃ কার্টারের আমলে ও ইহারা তাঁহার বিভিন্ন মেষপালের রাখালী করিত।

জিনি সেই সকল রাখালকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "এতকাল পরে 'মিসি' আমাদের এখানে আসিতেছে, আর তোরা যে পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিলি! আমাদের পুরানো মনিবের অভ্যর্থনা করিতে হইবে না?—মিসি যে আসিয়া পড়িল!"

মন্টি বলিল, "বুড়ো, তোমার মাথা খারাপ হইয়াছে, না হয় চোখে ছানী পড়িয়াছে। কোথায় আমাদের পুরানো মনিব? ও কোন্ অপরিচিত স্ত্রীলোক। মিসি কি এতদিন বাঁচিয়া আছে?—তোমার যেমন কাজ নাই, যাহাকে-তাহাকে দেখিয়া পুরানো মনিব ভাবিয়া হাঁকাহাঁকি করিতেছ!"

কিন্তু বৃদ্ধ জিনির এক ধমকেই তাহার মুখ বন্ধ হইল। জিনি তাড়াতাড়ি ছয়টি বন্দুক আনিয়া পাঁচটি পাঁচজন রাখালের হাতে দিল, একটি নিজের হাতে

রাখিল। যুবতী দেউড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্র ছয়টি বন্দুক হইতে এক সঙ্গে গম্ভীর নির্ঘোষ উত্থিত হইল। অশ্বারূঢ়া রমণী আমেলিয়া কার্টার।

আমেলিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া হাসিমুখে তাহার বাল্যকালের বন্ধুগণের করমর্দ্দন করিল; কিন্তু তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। বৃদ্ধ জিনি ও রাখাল পাঁচজন আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বিস্ফারিত নেত্রে আমেলিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহা দেখিয়া আমেলিয়া বলিল, "জিনি, তুমি ভাল আছ ত? আর আমার এই সব বন্ধু—মণ্টি, হ্যারিস, জো, পিট, কার্লি. তোমাদের দেখিয়া আমার কি আনন্দ হইয়াছে তাহা তোমাদিগকে বুঝাইতে পারিব না। কিন্তু বিনাগঙ্গের অবস্থা এ রকম শোচনীয় হইয়াছে কেন? মনে হইতেছে আমি কোন শ্মশানে আসিয়াছি! এই কি আমাদের সেই সুখ শান্তি ও ঐশ্বর্য্যের লীলা-নিকেতন বিনাগঙ্গ? কিন্তু প্রথমে আমার মামার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়া দিই, ইঁহাকে তোমরা পূর্ব্বে দেখ নাই। মামা. ইহারা আমার বাল্যকালের বন্ধু, আমার বাবার আমলের বিশ্বাসী পরিচারক। উঃ, কতকাল পরে ইহাদের সঙ্গে আমার দেখা হইল! তথাপি সকলেই আমাকে চিনিতে পারিয়াছে, আমাকে দেখিয়া সকলেই খুসী হইয়াছে। সেই সুখ শান্তির কথা স্মরণ হওয়ায় আমার চোখে জল আসিতেছে মামা!"

আমেলিয়ার মাতুল গ্রেভিস্ পুরাতন ভৃত্যদের করমর্দ্দন করিল। তাহার পর জিনি বলিল, "মিসি, তুমি সেই নীল ঘোড়ায় চড়িয়া চাবুক হাতে লইয়া মাঠে মাঠে ভেড়া তাড়াইতে, তোমার কাল কুকুরটা ঘোড়ার পাশে পাশে দৌড়াইত; সে যেন সে দিনের কথা! সকলই চোখের উপর ভাসিয়া উঠিতেছে। এতদিন কোথায় ছিলে, কেমন ছিলে জানি না; কিন্তু তোমার মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিনাগঙ্গের লক্ষ্মী ছাড়িয়া গিয়াছে। সে দিন আর নাই! আমরা এই কয়জন এখনও এখানে পড়িয়া আছি; কতবার চলিয়া যাইবার ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু বিনাগঙ্গের মায়া কাটাইতে পারি নাই।—যদি আবার সুদিন ফিরিয়া আসে—এই আশায় মাটী কামড়াইয়া পড়িয়া আছি। ইহার অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতেছে। কত মালিক আসিল, চলিয়া গেল; কিন্তু কেহই সেই সুখের দিন ফিরাইয়া আনিতে

পারিল না। বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীগণের প্রবঞ্চনায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া তোমার পিতা ভগ্ন হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন, তোমার মা তোমাকে পথে বসাইয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তুমি দেশত্যাগিনী হইয়া কোথায় আশ্রয় লইলে জানি না। আমরা ভাবিলাম নূতন মালিকের হাতে আসিয়া বিনাগঙ্গের উন্নতি হইবে; কিন্তু দিন দিন ইহার অবনতি হইতে লাগিল। অবশেষে মিঃ ট্রিহারণ্ উত্তরাধিকার-সূত্রে ইহার মালিক হইলেন। তিনি টাকার মানুষ, ইংলণ্ড হইতে নূতন আসিয়াছিলেন; আমাদের আশা হইল তিনি বহু অর্থব্যয় করিয়া ইহার উন্নতি করিবেন। তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু বিধাতার ক্রোধ অনাবৃষ্টির আকার ধারণ করিয়া মুলুক দগ্ধ করিতে লাগিল। দৈব প্রতিকূল, তিনি কি করিবেন?—অনাবৃষ্টিতে তাঁহার সর্ব্বনাশের যে টুকু বাকি ছিল, আর একটি উপসর্গে তাহা শেষ হইয়াছে। বিনাগঙ্গের আর রক্ষার আশা নাই মিসি!"

আমেলিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আর একটা উপসর্গ! সেই উপসর্গটা কি জিনি?"

জিনি বলিল, "মানুষ, কিন্তু অতি ভয়ঙ্কর মানুষ মিসি!—মানুষের মত হাত পা-ওয়ালা শয়তান; ভয়ঙ্কর ধূর্ত্ত। দুর্দ্দিনে হিতৈষী বন্ধুর মত দরদ দেখাইয়া সে মিঃ ট্রিহার্ণকে পথে বসাইয়াছে, আর তাঁহার রক্ষা নাই মিসি! মেষের পাল, এত বড় জমিদারী, এই সোনার কুঠী বিনাগঙ্গ সে গ্রাস করিয়াছে।"

আমেলিয়া বলিল, "বটে! লোকটা কে জিনি?"

জিনি গম্ভীর স্বরে বলিল, "মিঃ ট্রিহার্ণের প্রতিবেশী—তাহার নাম এডওয়ার্ড জেমিসন! শয়তান, শয়তান!"

আমেলিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "যাহার বাপ এক সময়ে আমাদের রাখালগুলার সর্দ্দার ছিল? মিঃ ট্রিহার্ণকে কি সে মুঠায় পুরিয়াছে?"

জিনি বলিল, "মুঠায় কি?—একদম বদনে। মিঃ ট্রিহার্ণের অস্থি মাংস সে চিবাইতে আরম্ভ করিয়াছে! আমাদের ভেড়ার পালগুলাকে ঘাস জল দিয়া বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য তাহার তালুক ওয়ালাবালায় লইয়া গিয়াছে; আর তাহা এখানে ফিরিয়া আসিবে না। জেমিসন ও তাহার বাবা পরের জিনিস লইয়া কখন

ফেরত দিয়াছে—এ দুর্নাম কেহই তাহাদের দিতে পারিবে না। জেমিসনের বাবা মরিয়াছে বটে, কিন্তু জেমিসন বাপ্‌কা বেটা। সে বাপের উপর দিয়া যায়!"

আমেলিয়া বলিল, "সে কথা জানি জিনি! বাবার মৃত্যুর পর হইতে বিনাগঙ্গের উপর তাহার দৃষ্টি ছিল; কিন্তু তখন সে ও তাহার বাপ তেমন গুছাইয়া উঠিতে পারে নাই, এজন্য বিশ্বাসঘাতক ভাইনবার্গের দল আমাদের সর্ব্বনাশ করিলেও উহারা এদিকে ঘেঁসিতে সাহস করে নাই। সে বহু দিনের কথা। আমি মামাকে সঙ্গে লইয়া অতি দুঃসময়ে এখানে আসিয়া পড়িয়াছি; কিন্তু কি করিব বল, আমার জন্মস্থান, আমার শৈশবের রঙ্গভূমি দেখিবার জন্য মন এতই চঞ্চল হইয়াছিল যে, এখানে না আসিয়া থাকিতে পারিলাম না। বাবার সঙ্গে মামার সদ্ভাব ছিল না বলিয়া বাবা যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, মামা এখানে আসেন নাই। একা আসিতে ইচ্ছা না হওয়ায় উঁহাকে ধরিয়া আনিয়াছি। মামা আমার অনুরোধ এড়াইতে পারেন নাই।"

জিনি বলিল, "তোমার সঙ্গে এ জীবনে আবার দেখা হইবে—এ আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম মিসি! এতকাল পরে তোমাকে দেখিয়া আমাদের কি আনন্দ হইয়াছে তাহা বলিতে পারিব না। পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। এখানে তোমাদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা হইবে না ভাবিয়া আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। বিনাগঙ্গ এখন শ্মশান! এখানে কি তোমরা থাকিতে পারিবে? কয়দিন এখানে থাকিবে মনে করিয়াছ?"

আমেলিয়া বলিল, "আমরা এখানে এক সপ্তাহ থাকিব মনে করিয়া আসিয়াছি। আশা ছিল বিনাগঙ্গের বর্ত্তমান মালিক কয়েক দিনের জন্য অতিথি-সৎকারে পরাঙ্মুখ হইবেন না। কিন্তু তোমার কথা শুনিয়া বুঝিলাম—এরূপ বিপন্ন অবস্থায় কোন অতিথিকে আশ্রয় দান করা তাঁহাব পক্ষে কষ্টকর হইবে। তথাপি তাঁহার ঘরে গিয়া তাঁহার সঙ্গে একবার দেখা করিবার জন্য আগ্রহ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আমাদের ত পরিচয় নাই। তুমি চল, তাঁহাকে আমাদের পরিচয় দিবে। তাহার পর তোমাদিগকে সঙ্গে লইয়া একবার মাঠগুলি ঘুরিয়া আসিব।

আর ত সে মেষের পাল নাই, মাঠগুলিও মরুভূমির মত ধূ ধূ করিতেছে। আমার বাল্যের বিচরণ-ক্ষেত্রে ঘুরিয়া আনন্দ পাইব—সে আশা কোথায় ?"

জিনি আমেলিয়া ও তাহার মাতুলকে সঙ্গে লইয়া মিঃ ট্রিহার্ণের ঘরের দিকে চলিল। তাহারা কিছু দূরে থাকিতেই জন ট্রিহারণ্ তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! জেমিসন কি আজই বিনাগঙ্গ দখল করিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছে ? না, উহারা আমার অন্য মহাজন, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিতে আসিয়াছে !"

মিঃ ট্রিহারণ্ চেয়ার হইতে উঠিয়া কম্পিতপদে সেই অট্টালিকার বারান্দায় উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রাতঃসূর্য্য-কিরণোদ্ভাসিত পথের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একটি পরমা সুন্দরী যুবতী একজন দীর্ঘদেহ বলবান প্রৌঢ়ের সঙ্গে তাঁহারই ঘরের দিকে আসিতেছে! তাহাদের অশ্বারোহীর বেশ। রাখালদের সর্দ্দার জিনি তাহাদের পথ-প্রদর্শক।

কে এই সুন্দরী তরুণী ? সে সেই ঘরের বারান্দায় উঠিয়া তাঁহাকে দেখিলেই ত তাঁহার অধঃপতনের পরিচয় পাইবে। তাঁহার কলঙ্কলাঞ্ছিত অসংযত জীবনের সুস্পষ্ট ছাপ যে তাঁহার মুখমণ্ডলে অঙ্কিত রহিয়াছে! অপরিচিতা সুন্দরীকে কি করিয়া তিনি মুখ দেখাইবেন ?—মিঃ ট্রিহারণ্ আর সেখানে না দাঁড়াইয়া অন্ধকারে মুখ ঢাকিবার জন্য ঘরের ভিতর পলায়ন করিলেন।

আমেলিয়ার মাতুল গ্রেভিস যেমন চতুর, লোক-চরিত্রে সেইরূপ অভিজ্ঞ। মিঃ ট্রিহার্ণকে বারান্দা হইতে পলায়ন করিতে দেখিয়া সে তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল; কারণ সে তখনও কিছু দূরে থাকিলেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গৃহস্বামীর ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করিতেছিল। সে আমেলিয়ার কানে কানে কি বলিয়া জিনিকে সঙ্গে লইয়া বারান্দায় উঠিল। আমেলিয়া বারান্দার নীচে দাঁড়াইয়া রহিল।

গ্রেভিস্ জিনির সঙ্গে একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া মিঃ ট্রিহার্ণকে 'পাকড়া' করিল। মিঃ ট্রিহারণ তাহাদের সঙ্গে আমেলিয়াকে না দেখিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইলেন, এবং যথাসাধ্য চেষ্টায় আত্মসংবরণ করিয়া গ্রেভিসের সহিত আলাপ করিলেন। গ্রেভিস তাহার ভাগিনেয়ী—বিনাগঙ্গের ভূতপূর্ব্ব অধিস্বামিনীকে সঙ্গে

লইয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিতে আসিয়াছে শুনিয়া মিঃ ট্রিহারণ্ বলিলেন, "মিঃ গ্রেভিস্, আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় আমি সত্যই সুখী হইয়াছি, কিন্তু ক্ষোভের সহিত আমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে আমাদের দারুণ দুঃসময়ে আপনারা আমার আতিথ্য গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন। সত্য কথা বলিতে বাধা নাই—এখন আর আমি এই কুঠীর মালিক নহি; জানি না আমার এ কথা আপনি বিশ্বাস করিবেন কি না। আমার প্রতিবেশী জেমিসন গত রাত্রে ইহার মালেকান স্বত্ব হস্তগত করিয়াছে; সে কখন আমাকে ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দিবে—প্রতি মুহূর্ত্তে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছি। এ অবস্থায় আপনারা আমার আতিথ্য গ্রহণ করিতে আসায়—"

গ্রেভিস তাঁহার কথায় বাধা দিয়া সোৎসাহে বলিল, "আপনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না মিঃ ট্রিহারণ্! আমি পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি বিনাগঙ্গ কিছুদিন পূর্ব্বে আমার ভাগিনেয়ীর পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। মেয়েটার হঠাৎ কি অদ্ভুত খেয়াল হইল—সে তাহার জন্মভিটা দেখিবার জন্ম ব্যাকুল হইয়া উঠিল! অগত্যা আমাকেও তাহার সঙ্গে আসিতে হইল। এই দূর দেশে তাহাকে ত একা আসিতে দিতে পারি না। আপনি বিপন্ন হইয়াছেন শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম; আপনার এ অবস্থায় কোন মহিলার সম্মুখে উপস্থিত হওয়া একটু কঠিন বটে। আপনাকে অপদস্থ করিতে আমারও আগ্রহ নাই। আপনি স্নান করিয়া সুস্থ হইলে যখন আহারে বসিবেন, সেই সময় আমাদেরও ডাকিবেন; যাহা জুটিবে—তাহাতেই আমাদের ক্ষুধা-নিবৃত্তি হইবে। আহারে বসিয়া আপনার বিপদসংক্রান্ত সকল কথাই শুনিব;—হয় ত আপনাকে কোন সুপরামর্শও দিতে পারিব। যদি আপনার কোন উপকার করিতে পারি সেজন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

মিঃ ট্রিহারণ্ হতাশ ভাবে বলিলেন, "অসম্ভব! আমাকে রক্ষা করা আপনাদের অসাধ্য; তবে যদি আমাকে কোন সৎবুদ্ধি দিতে পারেন তাহা আমি অবশ্যই গ্রহণ করিব। আপনাদের পরামর্শানুযায়ী কাজ করিতেও আমার আপত্তি নাই। আপনার ভাগিনেয়ী বোধ হয় বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন, এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই ভাবিয়া বোধ হয় ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। আপনি তাঁহাকে

বলিবেন, তিনি যেন আমার এই ত্রুটি মার্জ্জনা করেন; আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহার অভ্যর্থনা করিব। আপনারা আসিবেন তাহা ত জানিতাম না, এজন্ত আমি তাঁহার ন্যায় সম্মানিত অতিথির অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইতে পারি নাই। যাহা হউক, আপনি সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া, যাহা প্রয়োজন দেখিয়া-শুনিয়া লউন। আপনার ভাগিনেয়ীর ত ইহা নিজেরই বাড়ী, তিনি নিজেই সুবিধা করিয়া লইতে পারিবেন।"

মাতুল গ্রেভিস্ বলিল, "সে জন্য আপনাকে ভাবিতে হইবে না।"

মিঃ ট্রিহারণ্ গ্রেভিস্কে অভিবাদন করিয়া অন্য দিকে প্রস্থান করিলেন। গ্রেভিস্ জিনিকে বলিল, "তোমার মনিবের সঙ্গে আলাপ করিয়া আমার মনে হইতেছে আমরা এ সময় এখানে আসিয়া ভালই করিয়াছি। তোমার মনিবের মনের অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, তাহা দেখিয়া মনে হইল—পিস্তলের গুলীতে মাথার খুলি উড়াইয়া আত্মহত্যা করা উঁহার অসাধ্য নহে। যাহারা আত্মহত্যার সঙ্কল্প করে তাহাদের দৃষ্টি ঐ রকমই হইয়া থাকে।"

জিনি বলিল, "আপনি খাঁটি কথাই বলিয়াছেন সাহেব! কয় দিন হইতেই আমি উঁহার চোখের ঐ ভাব লক্ষ্য করিতেছি। জেমিসন উঁহার কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহা ঠিক জানিতে পারি নাই; কিন্তু আমার বিশ্বাস, সে উঁহাকে জোঁকের মত শোষণ করিয়াছে।"

গ্রেভিস্ বলিল, "জেমিসন লোকটা বুঝি তেমন সুচারু নয়? তাহার সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি রকম?"

জিনি বলিল, "সে মানুষ কি শয়তান—ঠিক ঠাহর করিতে পারি না হুজুর! আমাদের মনিবের বন্ধু সাজিয়া আসিয়া তাঁহার ঘাড়ে চাপিয়াছে, আর নামিতেছে না কাল সারারাত্রির মধ্যে জুয়ার আড্ডা ভাঙ্গে নাই;—আর হরদম সরাপ চলিয়াছে! আমাদের ছোট মুখে বড় কথা সাজে না।—মিসি বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাকে এখানে লইয়া আসিব কি?"

জিনি চলিয়া গেল। গ্রেভিস্ ঘুরিতে ঘুরিতে মিঃ ট্রিহার্ণের বসিবার ঘরের দ্বারের নিকট আসিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করিল। সেই কক্ষে মিঃ ট্রিহারণ্

জেমিসনের সহিত বাজি রাখিয়া তাস খেলিয়াছিলেন। গ্রেভিস্ দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল কি চিন্তা করিল, তাহার পর সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া জানালা খুলিয়া দিল। মুহূর্ত্তপরে আমেলিয়া সেই কক্ষে তাহার মাতুলের নিকট উপস্থিত হইল, এবং সে সেই কক্ষের মেঝের উপর নিক্ষিপ্ত তাসগুলির দিকে চাহিয়া রহিল; বিস্ময়ে তাহার চক্ষু বিস্ফারিত হইল।

গ্রেভিস্ আমেলিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি দেখিতেছ মা!"

"আমেলিয়া বলিল, "মিঃ ট্রিহার্ণের চোথ মুখ দেখিয়া মনে হইতেছিল—লোকটা মনের কষ্টে হয় ত ক্ষেপিয়া যাইবে! বোধ হয় সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে; ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম মামা!"

গ্রেভিস্ বলিল, "হাঁ, জুয়া খেলিয়াই বেচারা ফতুর হইয়াছে।"

আমেলিয়া বলিল, "সে ফতুর না হইলেই বিস্মিত হইতাম!"—আমেলিয়া মেঝের উপর হইতে কয়েকখানি তাস তুলিয়া লইল, এবং তাসগুলি উল্টাইয়া ধরিয়া তাহাদের উল্টা পিঠ (their backs) তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিতে লাগিল। তাসের পিঠে যে নক্সা ছিল, তাহা পরীক্ষা করিতে করিতে তাহার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর হইল। সে আরও কতকগুলি তাস কুড়াইয়া লইয়া সেগুলিরও পিঠের নক্সা দেখিতে লাগিল; তাহার পর হঠাৎ মুখ তুলিয়া গ্রেভিসের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মামা, তুমি ত ওস্তাদ খেলোয়াড়, তাসে তোমাকে কেহ ঠকাইতে পারে না; এইজন্ত তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—এই তাসগুলির পিঠে যে নক্সা আছে—তাহার কোন বিশেষত্ব তুমি লক্ষ্য করিয়াছ কি?"

গ্রেভিস্ সবিস্ময়ে বলিল, "বিশেষত্ব?—দেখি, তাসগুলা আমার হাতে দাও ত।"—সে আমেলিয়ার হাত হইতে তাসগুলি টানিয়া লইল। তাহার পর জানালার কাছে সরিয়া গিয়া প্রত্যেক তাস পরীক্ষা করিতে লাগিল। প্রায় পাঁচ মিনিট সে কোন কথা বলিল না; সে একে একে কুড়ি পঁচিশখানি তাস পরীক্ষা করিয়া আমেলিয়াকে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! আমেলিয়া, তুমি ঠিক ধরিয়াছ; প্রত্যেক তাসই যে চিহ্নিত! কিন্তু এরূপ সুকৌশলে চিহ্নিত করা হইয়াছে যে, পাকা জুয়ারী ভিন্ন অন্ত কেহ তাহা ধরিতে পারিবে না।"

আমেলিয়া বলিল, "হাঁ, নক্সার ভিতর এভাবে চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে যে, সাধারণ খেলোয়াড়েরা উহা নক্সারই অংশ মনে করিবে। পাকা জুয়ারীরা নক্সার উপর কারচুপি করিয়া কি ভাবে কাঁচা খেলোয়াড়দের সর্ব্বনাশ করে—তাহা মিঃ ব্লেক একদিন আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি জুয়ারী না হইলেও তাহাদের ফন্দী ফিকির বেশ ভালই জানেন।"

গ্রেভিস্ গাম্ভীর্য্যের ভান করিয়া বলিল, "তোমার সেই গোয়েন্দা বন্ধুটি তোমাকে অনেক রকম খেলা শিখাইয়াছেন, তাহার মধ্যে এই খেলা একটি!"—গ্রেভিসের কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপের আভাস ছিল; আমেলিয়া তাহা বুঝিতে পারিয়া একটু লজ্জিত হইল, মুহূর্ত্তের জন্য তাহার চোখ মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "তুমি ভাবিয়াছ—আমি তাঁহার সঙ্গে 'প্রেম-আরা' খেলি?"

অর্থাৎ গ্রেভিসের প্রশ্ন, "ঘরে কে?"

আমেলিয়ার উত্তর, "আমি ত কলা খাই নি!"

কিন্তু গ্রেভিস্ আমেলিয়াকে ভয় করিত, আমেলিয়ার প্রত্যেক আদেশ নতশিরে পালন করিত; তাহার মন্তব্যে আমেলিয়া লজ্জিত হইয়াছে বুঝিয়া সে কথাটা চাপা দিয়া বলিল, "এ যে বড়ই ভয়ানক ব্যাপার আমেলিয়া!—এই তাস লইয়া জুয়া খেলিলে একজনের সর্ব্বনাশ অপরিহার্য্য।"

আমেলিয়া বলিল, "ট্রিহারণ্ এই তাসে জেমিসনের সঙ্গে জুয়া খেলিয়াছিল; ট্রিহার্ণের ঘরে খেলা হইলেও তাসগুলি জেমিসনের। এই সকল তাসের সাহায্যেই জেমিসন ট্রিহার্ণকে ফতুর করিয়াছে। যাহা হউক, কয়েকখান তাস তোমার পকেটে রাখ মামা, পরে কাজে লাগিতে পারে। কাঁটা দিয়াই কাঁটা বাহির করিতে হয়।"

গ্রেভিস্ কয়েকখানি তাস পকেটে ফেলিল। পর মুহূর্ত্তেই মিঃ ট্রিহারণ্ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার চোখে মুখে ব্যাকুলতা ও বিষাদের চিহ্ন অঙ্কিত থাকিলেও তিনি তখন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। তিনি যথেষ্ট বিনয় ও সম্ভ্রমসহকারে আমেলিয়ার অভ্যর্থনা করিয়া তাহাকে ও গ্রেভিসকে ভোজন-কক্ষে লইয়া চলিলেন।

আহারে বসিয়া আমেলিয়া দুই চারিটি কথায় ট্রিহার্ণকে এরূপ বশীভূত করিল যে, ট্রিহারণ্ তাহাকে তাঁহার হিতৈষিণী মনে করিয়া তাঁহার বিপদের কাহিনী অসঙ্কোচে আমেলিয়ার গোচর করিলেন, কোন কথা গোপন করিলেন না। পূর্ব্ব-রাত্রে তিনি কি সর্ত্তে জেমিসনের সহিত জুয়া খেলিয়াছিলেন, এবং তাহার কি ফল হইয়াছিল, তাহা শুনিয়া আমেলিয়ার মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল; হঠাৎ তাহার চক্ষু প্রদীপ্ত হইল। তাহা লক্ষ্য করিয়া মিঃ ট্রিহারণ্ সঙ্কুচিতভাবে বলিলেন, "আমার মোহের অথবা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় পাইয়া আপনি বোধ হয় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন মিস্?"

আমেলিয়া বলিল, "আপনার সন্দেহ অমূলক। আমি ভুক্তভোগী; বিশ্বাস-ঘাতকের প্রবঞ্চনাপূর্ণ ব্যবহারে আমাকেও বিনাগঙ্গ হারাইয়া পথে দাঁড়াইতে হইয়াছিল। আজ আপনারও সেই অবস্থা; তবে আমি আপনার মত জুয়ায় বিনাগঙ্গ হারাই নাই।—আপনাদের খেলা সম্বন্ধে আপনাকে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আগ্রহ হইয়াছে।"

মিঃ ট্রিহারণ্ বলিলেন, "আপনার কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার, আপত্তি নাই।"

আমেলিয়া বলিল, "আপনারা আপনার ঘরে বসিয়া খেলিয়াছিলেন, কিন্তু তাসগুলি কাহার?"

মিঃ ট্রিহারণ্ বলিলেন, "আমার ঘরে খেলা হইয়াছিল, সুতরাং বলা বাহুল্য, আমিই তাস দিয়াছিলাম। কয়েক দিন খেলিবার পর আমার তাস অব্যবহার্য্য হইলে আমি হঠাৎ নূতন তাস সংগ্রহ করিতে পারি নাই; কিন্তু তাসের অভাবে খেলা ত বন্ধ থাকিতে পারে না, এইজন্য জেমিসন বাড়ী হইতে তাস লইয়া আসিয়াছিল। শেষ কয়দিন আমরা তাহারই তাসে খেলিয়াছিলাম। সে বোধ হয় পর পর তিন জোড়া তাস আনিয়াছিল।"

আমেলিয়া বলিল, "হাঁ, মিঃ ট্রিহারণ্, আমারও ঐরূপই ধারণা হইয়াছিল।—আমাদের ভোজন শেষ হইলে আপনাকে তাসের এক রকম খেলা দেখাইব, তাহা দেখিয়া আপনি নিশ্চয়ই স্তম্ভিত হইবেন।"

মিঃ ট্রিহারণ্ বলিলেন, "সে আবার কি রকম খেলা মিস্!"

আমেলিয়া হাসিয়া বলিল, "সে খেলার নাম আক্কেলগুড়ুম খেলা! আহারের সময় 'আক্কেকগুড়ুম' খেলার আলোচনা না করাই ভাল। এমন খানাটা নষ্ট করিতে ইচ্ছা হইতেছে না; খানিক পরেই সকল কথা শুনিবেন।"

আহারান্তে মিঃ ট্রিহারণ্ আমেলিয়া ও গ্রেভিস্‌কে সঙ্গে লইয়া তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন; সেই কক্ষেই তিনি জেমিসনের সহিত জুয়া খেলিয়াছিলেন। সেই তাসে জেমিসন যে কৌশলে তাঁহাকে হারাইয়াছিল—গ্রেভিস্‌ও তাঁহাকে সেই কৌশলে হারাইয়া, কিরূপে তাঁহাকে হারাইল তাহা বুঝাইয়া দিল। তখন মিঃ ট্রেহারণ্ বুঝিতে পারিলেন, সত্যই তাহা 'আক্কেলগুড়ুম্' খেলা! তিনি বুঝিতে পারিয়া স্তম্ভিত হইলেন।

অতঃপর আমেলিয়া মিঃ ট্রিহার্ণকে তাহার বাল্যজীবনের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। তাহার পিতার বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীরা কি কৌশলে তাহাদের সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া তাহাদিগকে পথে বসাইয়াছিল, তাহার মাতা স্বামীর বিপুল সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইয়া ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলে আমেলিয়া কিরূপ বিপদে পড়িয়াছিল—তাহার বিবরণ সকলই বলিল। মিঃ ট্রিহারণ্ স্তব্ধভাবে সবিস্ময়ে সকল কথা শ্রবণ করিয়া, অতঃপর তিনি কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবেন—তৎসম্বন্ধে তাহার উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। তখন আমেলিয়া প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার সহিত যুক্তি পরামর্শ করিল।

আমেলিয়ার পরামর্শ শুনিয়া মিঃ ট্রিহারণ্ উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তিনি প্রশংসমান নেত্রে আমেলিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মিস্, আপনি অসাধারণ বুদ্ধিমতী নারী; আমি আপনার হস্তেই আত্মসমর্পণ করিলাম। আপনি আমাকে যাহা করিতে বলিবেন, তাহাই করিব। আপনি ভিন্ন অন্য কেহই আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে না।"

আমেলিয়া বলিল, "উত্তম। আপনার প্রতিবেশী ওয়ালাবালা কুঠার মালিক জেমিসনকে কি উপায়ে শায়েস্তা করিতে পারিব—তাহা শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন। আজ হইতেই আমরা সেজন্য প্রস্তুত হইব।"

দ্বিতীয় কল্প

মণিকাঞ্চন যোগ

'খোঁড়ার পা খালে পড়ে'—এই সর্ব্বজন-বিদিত প্রবাদটি মিথ্যা নহে। লণ্ডনের স্বনামখ্যাত ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। তিনি সুখ শান্তি লাভের আশায় বা অবসর যাপনের উদ্দেশ্যে সুযোগ পাইলেই দেশভ্রমণে যাত্রা করেন। কখন কখন লম্বা পাড়ি, অর্থাৎ ইংলণ্ড হইতে অদূরে ফ্রান্সে বা ইটালীতে নহে—আট্‌লাণ্টিক লঙ্ঘন করিয়া কখন সুদূর আমেরিকায়, কখন আরণ্য প্রকৃতির শোভা সন্দর্শনের জন্য কোন কোন বন্ধুর সহিত আফ্রিকার দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করেন; প্রতিজ্ঞা করেন সে সময় কোন ফ্যাসাদের মধ্যে যাইবেন না, গোয়েন্দাগিরি তাঁহার পেশা—এ কথা ভুলিয়া থাকিবেন; কিন্তু বিদেশে গিয়াও নিস্তার নাই, তাঁহাকে একটা-না-একটা ফ্যাসাদে পড়িতেই হয়! খোঁড়ার পা খালে পড়ে, এবং ঢেঁকি স্বর্গে গিয়াও ধান ভানে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময় হঠাৎ তাঁহার সখ হইল—অষ্ট্রেলিয়ায় বেড়াইতে যাইবেন; দেশভ্রমণ ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

তাঁহার এই সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া তাঁহার বন্ধু ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "পৃথিবীর এতস্থান থাকিতে অষ্ট্রেলিয়ায় যাইবার ঝোঁক হইল কেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "শরীর বড় ভাল নাই; দেশে থাকিতে কাঁধ হইতে জোঁয়াল নামিবে না। দেশান্তরে গিয়া দিনকতক হাওয়া বদলাইয়া আসি।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "ইউরোপের কোনও দেশে বুঝি বিশুদ্ধ বায়ু নাই?"

মিঃ ব্লেক অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "থাকিতে পারে; কিন্তু আমার খুসী।"

ইন্‌স্পেক্টর হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু ও রকম বেমক্কা খুসীর কারণ কি তাহাই জানিতে চাহিতেছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "খুসীর কোন কৈফিয়ৎ নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের টেবিল হইতে একটি উৎকৃষ্ট চুরুট তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "কয়েকদিন পূর্ব্বে নদীর বাঁধের উপর মাতুল গ্রেভিসের সঙ্গে দেখা; সে কথায় কথায় বলিল—আমেলিয়ার সঙ্গে দুই একদিনের মধ্যেই অষ্ট্রেলিয়ায় যাইবে, ক্লোর-ডি-লিজে (আমেলিয়ার জাহাজ) সমুদ্র-যাত্রার আয়োজন চলিতেছে।—আমেলিয়া অষ্ট্রেলিয়ায় চলিয়া গিয়াছে; সুতরাং তোমার খুসীটা অহেতুক নহে।"

মিঃ ব্লেক প্রচণ্ডবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আমি ও সকল খবর জানি না। এক্ষেত্রে তোমার গোয়েন্দাগিরি নিতান্তই নিরর্থক।"

স্মিথ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মুখের দিকে চাহিয়া বিকট মুখভঙ্গি করিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি ফ্যাসাদে পড়িয়া আমার সাহায্য লইতে আসিয়াছ; কিন্তু আমি অষ্ট্রেলিয়া হইতে না ফিরিয়া কোন তদন্তে হস্তক্ষেপণ করিব না। এখন আমার ছুটী; স্মিথকে এবং টাইগারকেও সঙ্গে লইয়া যাইব।"

স্মিথ পুনর্ব্বার মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, "কি মজা! কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছি, জাহাজের ডেকে বসিয়া কর্ত্তার গল্প শুনিতেছি।—স্বপ্ন কি কখন মিথ্যা হয়?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "সপারিষদ যাত্রা! কোন ফেরারী আসামীর সন্ধান পাইয়াছ না কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "একটু আগে আমার খুসীর আর একটা কারণ আবিষ্কার করিয়াছিলে!—কিছুদিন গোয়েন্দাগিরি ভুলিয়া থাকিবার জন্যই দেশত্যাগ করিতেছি।"

মিঃ ব্লেক স্মিথ ও টাইগারকে সঙ্গে লইয়া পরদিন লিভার-পুল বন্দর হইতে অষ্ট্রেলিয়ায় যাত্রা করিলেন। তিনি মেলবোর্ণে উপস্থিত হইয়া 'রবার্ট' নামে আত্ম-পরিচয় দিলেন, নামের শেষাংশটুকু খসিয়া গেল। স্মিথকে তাঁহার 'ভাই' বলিয়া পরিচিত করিলেন।

তাঁহারা মেলবোর্ণের যে হোটেলে বাসা লইয়াছিলেন, সেই হোটেলের নাম "মেন্‌জিওর হোটেল।"—কয়েক দিন সেখানে বাস করিবার পর ঘোড়ার পা খালে পড়িবার উপক্রম হইল!

হঠাৎ একদিন সেই হোটেলে একটি পুরাতন বন্ধুর সহিত মিঃ ব্লেকের সাক্ষাৎ হইল। এই বন্ধুটির নাম কাপ্তেন ওব্রায়েন। কাপ্তেন ওব্রায়েন রাজকার্য্য হইতে দীর্ঘকালের জন্ম অবসর গ্রহণ করিয়া মেলবোর্ণ নগরে বাস করিতেছিলেন; তিনি মিঃ ব্লেকের সহাধ্যায়ী ছিলেন। যৌবনে কলেজে অধ্যয়ন কালে মিঃ ব্লেকের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছিল। কলেজ ত্যাগ করিয়া উভয়ে বিভিন্ন কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন; এজন্ম বহুদিন তাঁহাদের দেখা সাক্ষাতের সুযোগ হয় নাই। সেইদিন মেলবোর্ণের হোটেলে হঠাৎ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে মিঃ ব্লেকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, কাপ্তেন ওব্রায়েন হর্ষাপ্লুত হৃদয়ে উৎসাহ ভরে তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া মিঃ ব্লেক তাড়াতাড়ি তাঁহার পাঁজরে আঙ্গুলের খোঁচা দিয়া চোখ টিপিলেন। চতুর কাপ্তেন মিঃ ব্লেকের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া সতর্ক হইলেন; তাঁহার ধারণা হইল—মিঃ ব্লেক গোয়েন্দাগিরি করিতে আসিয়া ছদ্মনামে সেখানে বাস করিতেছেন।

কাপ্তেন ওব্রায়েন উচ্ছ্বাস দমন করিয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "এখানে কবে আসিয়াছ? কি মতলবেই বা আসিয়াছ?—কত দিন থাকিবে?—বিবাহ করিয়াছ ত? ওটি (স্মিথকে লক্ষ্য করিয়া) কি তোমার ছেলে? ছেলে মেয়ে কয়টি?—নাম ভাঁড়াইবার কারণ কি?"—এক নিশ্বাসে এই সাতটি প্রশ্ন-শর নিক্ষেপ করিয়া কাপ্তেন কৌতূহল-প্রদীপ্ত নেত্রে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "তুমি এক সঙ্গে সাতনলা পিস্তলের গুলী ছাড়িলে, কি করিয়া সামলাই বল ত!—এক কথায় তোমার তিন প্রশ্নের উত্তর দিতেছি—বিবাহ করি নাই। পুত্র না হইলেও এ ছেলেটি আমার পুত্রতুল্য বটে; কিন্তু এখানে গল্প করিবার সুবিধা হইবে না। একটু নিরালায় চল।"

কাপ্তেন উঠিলেন, এবং মিঃ ব্লেককে ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া ধূমপানের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেই কক্ষ হইতে অদূরবর্ত্তী বার্ক ষ্ট্রীট দেখা যাইতেছিল। মিঃ ব্লেক কাপ্তেনের সহিত গল্প আরম্ভ করিলেন। স্মিথ পথের দিকে চাহিয়া ট্রাম-গাড়ী দেখিতে লাগিল। তখন পর্য্যন্ত সেখানে ঘোড়ায় ট্রাম-গাড়ী

টানিতেছিল দেখিয়া তাহার মন অবজ্ঞায় ভরিয়া উঠিল। হঠাৎ কাপ্তেনের একটা কথা শুনিয়া সে কৌতূহলভরে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল।

কাপ্তেন তখন মিঃ ব্লেককে বলিতেছিলেন, "ক্যাম্বেল শিকারের ব্যবস্থা ভালই করিতে পারিবে, সুতরাং তোমাকে ছাড়িতেছি না। সে এদেশে লক্ষ 'একার' জমীর মালিক ; জমীর মত জমী। এবার অনাবৃষ্টির জন্য ঘাস জলের অভাবে বড় বড় কারবারীর ভ্যাড়াগুলা দলকে দল সাবাড়! কিন্তু ক্যাম্বেলের একটি ভ্যাড়াও মরে নাই। সে বলে—নলকূপ করিয়া এবার সে অনাবৃষ্টির অসুবিধা দূর করিয়াছে। আমাকে আট দশ দিনের জন্য সেখানে যাইতেই হইবে। টমি মরিসনও আমার সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল ; কিন্তু গবর্ণরের আদেশে তাঁহার সঙ্গে তাহাকে সফরে বাহির হইতে হইয়াছে। সে বেচারা গবর্ণরের 'এ-ডি-কং' কি না, তোজদান বন্দুক লইয়া তাহাকে গবর্ণরের পার্শ্বরক্ষা করিতে হইবে, নতুবা চাকরী রাখা দায়! তবে ক্যাম্বেলের ছোট ভাইটি সেখানেই আছে, সুতরাং 'ব্রীজ' খেলিবার সঙ্গীর অভাবে আমাদিগকে অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। তুমি 'না' বলিয়া মাথা নাড়িলেই রেহাই পাইবে—এরূপ আশা করিও না। সেখানে তোমার স্ফূর্ত্তির অভাব হইবে না। ক্যাম্বেল বহুকাল পরে তোমার মত তাজা মানুষ দেখিয়া ভারি খুসী হইবে 'র-রবার্ট'!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ক্যাম্বেল! কোন্ ক্যাম্বেলের কথা বলিতেছ? আমাদের পুরাতন বন্ধু—ম্যাগ্‌ডালেনের ডম্পি ক্যাম্বেল না কি?"

কাপ্তেন উৎসাহভরে বলিলেন, "সে ভিন্ন আর কে? তাহার সঙ্গে গল্প করিতে করিতে কত রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছ—তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ? কত কালের কথা ; কিন্তু মনে হইতেছে সে সব যেন সে দিনের ঘটনা! সেই সকল পুরাতন কথার আলোচনায় দিনগুলি কি রকম আনন্দে কাটিবে তাহা বুঝিতেই পারিতেছ। না—ভাই, মাথা নাড়িয়া সব মাটী করিও না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, ক্যাম্বেলের সঙ্গে মিশিয়া এক সময় খুব স্ফূর্ত্তি করা গিয়াছে ; তখন আমাদের প্রথম যৌবন। কি সুখের দিনই ছিল তখন! আর এখন? —'ছিন্নতুষারের প্রায়, বাল্য-বাঞ্ছা দূরে যায়, তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝা-বায়ু-প্রহারে'!"

কাপ্তেন বলিলেন, "সে কালের কথা স্মরণ করিয়া তোমার ভাব লাগিয়াছে দেখিতেছি; কিন্তু কি ঠিক করিলে বল। ক্যাম্বেলকে কি 'তার' করিয়া জানাইব —তোমাকেও সঙ্গে লইয়া যাইতেছি? তুমি যাইতেছ শুনিলে সে তার খোঁয়াড়ের সবচেয়ে বড় গাড়লটা জবাই করিবার হুকুম দিবে।—সে কি রকম গাড়ল জান? যেন একটা ষাঁড়!"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু ষাঁড়ের চেয়ে গাড়ল ভাল।—কবে যাইতে চাও?"

কাপ্তেন বলিলেন, "শুভকার্য্যে কি বিলম্ব করিতে আছে? চল, কা্ল সকালেই রওনা হই। স্পেন্সার ষ্ট্রীট হইতে সকালে ছ'টা পঁচিশ মিনিটের ট্রেণ ধরিব। কেংরাএর পথে আমাদিগকে যাইতে হইবে। বারহামে ক্যাম্বেল আমাদের জন্ম ঘোড়া পাঠাইবে; বাকি পথটুকু অশ্বারোহণে বেশ স্ফূর্ত্তির সঙ্গেই যাওয়া যাইবে। —আমি আজই সকল বন্দোবস্ত শেষ করিয়া রাখিতেছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বেশ। আমার কোন আপত্তি নাই; তবে এক সপ্তাহের বেশী সেখানে থাকিতে পারিব না।"

কাপ্তেন বলিলেন, "আগে ত সেখানে যাওয়া যাক, তার পর ফিরিবার দিন স্থির করিও। সাত দিন ত সাত ঘণ্টার মত কাটিয়া যাইবে। এখন আমি উঠিলাম—ক্যাম্বেলকে এখনই 'তার' করিতে হইবে।"

* * * *

তাহার পর দুই দিন কাটিয়া গিয়াছে। তৃতীয় দিন সায়ংকালে সকলে মিঃ ক্যাম্বেলের সুসজ্জিত ভোজনাগারে ভোজন করিতে বসিয়াছেন। ভোজন-টেবিলে মিঃ ক্যাম্বেল, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা,—সেইবার সে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের জন্ম প্রস্তুত হইতেছিল, কাপ্তেন ওব্রায়েন, মিঃ ব্লেক ও স্মিথ উপবিষ্ট। মিঃ ব্লেক টাইগারকেও সেখানে লইয়া গিয়াছিলেন।

তাঁহারা ভোজন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই অদূরে দ্রুতগামী অশ্বের পদশব্দ শুনিতে পাইলেন; কয়েক মিনিট পরে একজন চায়নীজ্ ভৃত্য একজন প্রকাণ্ড

জোয়ানকে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। জোয়ানটির হাঁড়ি-মুখ দাড়ি গোঁফে আবৃত। চক্ষুদুটি উজ্জ্বল, ধূর্ত্ততা-মাখা।

ক্যাম্বেল উঠিয়া আগন্তুকের অভ্যর্থনা করিলেন; কিন্তু তাহাকে দেখিয়া বিন্দুমাত্র আনন্দ বা উৎসাহ প্রকাশ করিলেন না, এবং তাঁহার মুখ দেখিয়া সকলেই বুঝিলেন—লোকটিকে দেখিয়া মিঃ ক্যাম্বেল খুসী হইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি অতিথির প্রতি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেন না; বন্ধুগণের নিকট আগন্তুককে পরিচিত করিবার জন্ত বলিলেন, "ইনি আমার প্রতিবেশী; আমার জমিদারীর দক্ষিণে ওয়ালাবালা নামক যে কুঠী আছে, ইনি সেই কুঠীর মালিক—মিঃ এডওয়ার্ড জেমিসন।—মিঃ ব্লেক ও স্মিথ মিঃ ক্যাম্বেলের নূতন অতিথি, জেমিসনের সহিত তাঁহাদের পরিচয় ছিল না; এজন্ত ক্যাম্বেল তাঁহাদিগকে ছদ্মনামে জেমিসনের সহিত পরিচিত করিলেন।

আহারের সময় অতিথি আসিয়াছে দেখিয়া মিঃ ক্যাম্বেল ভদ্রতার অনুরোধে জেমিসনকে সেই টেবিলে বসিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু এই অনুরোধে বিন্দুমাত্র আগ্রহ বা আন্তরিকতা ছিল না। মিঃ ব্লেক ও কাপ্তেন ওব্রায়েন অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত তাহার সঙ্গে খাইতে বসিলেন।—দুই একজন লোকের চেহারার এরূপ বিশেষত্ব থাকে যে, তাহাদিগকে দেখিলে মনে স্বভাবতঃই অশ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। জেমিসনের চেহারা সেইরূপ। তাহার মুখ দেখিলেই মনে হইত—লোকটা কুটীল, খল, ইতর এবং অত্যন্ত দাম্ভিক।

সেই সান্ধ্য ভোজনের মজলিসে জেমিসনের উপস্থিতি কাহারও প্রীতিকর হয় নাই। মিঃ ব্লেক ও কাপ্তেন ওব্রায়েন মিঃ ক্যাম্বেলের সহপাঠী সুহৃদ; তাঁহারা তিনজনে সে কালের সুখ দুঃখের গল্প করিতেছিলেন। স্মিথ ক্যাম্বেলের কনিষ্ঠ ভ্রাতার সমবয়স্ক, তাহাদের আলাপও বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। জেমিসনের আকস্মিক আবির্ভাবে সকলেরই রসভঙ্গ হইল; সকলেই মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। জেমিসনের সহিত ক্যাম্বেলের পরিচয় ছিল, উভয়ের কুঠীর ব্যবধান অধিক নহে, এজন্ত জেমিসনের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে তাঁহার দেখা হইত; কিন্তু তিনি কোন দিন তাহার সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে মিশিতে পারেন নাই, তাহার বন্ধুত্ব

তিনি প্রার্থনীয় মনে করিতেন না। উভয়ের রুচি, প্রবৃত্তি, শিক্ষা এবং চিন্তার ধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। এতদ্ভিন্ন জেমিসন সম্বন্ধে তাঁহার উচ্চ ধারণাও ছিল না। তিনি জানিতেন জেমিসন কূট বুদ্ধিবলে ও নানা কৌশলে ধনবান হইয়াছিল। সমাজের যে স্তরে তাহার জন্ম সেই স্তরের লোক ভদ্র সমাজে বসিতে পায় না। কিন্তু জেমিসন ধনবান হইয়া ভদ্র সমাজে মিশিবার চেষ্টা করিত, এবং ভদ্রতার অনুরোধে কেহ তাহাকে উপেক্ষা করিতেন না। তাহার পিতা রাখালের সর্দ্দার ছিল, মাঠে মাঠে ভ্যাড়া তাড়াইয়া বেড়াইত, এবং কোন কুঠীয়াল সাহেব তাহাকে কাছে বসিতে দিতেন না, এ কথা তখন পর্য্যন্ত তাঁহারা ভুলিতে পারেন নাই।

যাহা হউক, জেমিসন আসিলে মিঃ ক্যাম্বেলের বন্ধুগণের সরস গল্প বন্ধ হইয়া অনাবৃষ্টি, তৃণের অভাব, পশুপালে মড়কের আবির্ভাব, ব্যবসায়ের ক্ষতি, প্রভৃতি সাময়িক ও বৈষয়িক প্রসঙ্গের আলোচনা আরম্ভ হইল; যেন মুখরোচক উপাদেয় পোলাও-এর ভিতর এক মুঠা দাঁত-ভাঙ্গা কাঁকর আসিয়া পড়িল! মিঃ ব্লেক কার্য্যোপলক্ষে পূর্ব্বেও অষ্ট্রেলিয়ায় আসিয়াছিলেন; কিন্তু সেই রাত্রেই জেমিসনের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ। তিনি তখন জানিতেন না যে, এই লোকটি কয়েক দিন পরেই তাঁহার খোঁড়া পায়ের খাল হইয়া দাঁড়াইবে, এবং তাঁহার হস্তে তাহার লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনার সীমা থাকিবে না।

ভোজন শেষ হইয়া আসিল. কিন্তু গল্প শেষ হইবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। সাময়িক প্রসঙ্গের আলোচনা হইতে পীতাতঙ্ক, (Yellow peril) সেকালে সোনার খনির হুজুগে ইউরোপীয়গণের অষ্ট্রেলিয়ায় যাত্রা, এবং প্রবাসীগণের অরণ্য-বাসের সুখ দুঃখ প্রভৃতি নানা বিষয়ের অবতারণা হইল।

মিঃ ক্যাম্বেল কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়া বলিলেন, "অরণ্যবাসের সুখ দুঃখের কথা আলোচনা করিতে গিয়া একটা কথা মনে পড়িল। কিছুদিন পূর্ব্বে কাপ্তেন ষ্টারলাইট নামক একজন দস্যু আমাদের এই অঞ্চলে ডাকাতি করিত। তাহার অত্যাচারে আমাদের মত নির্জ্জন-প্রান্তরবাসী পশুপালকগণের ধনপ্রাণ বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। কিছুদিন পরে কাপ্তেন ষ্টারলাইট আমাদের এই অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া উড্‌নাডাটায় গিয়া লুণ্ঠন আরম্ভ করে; কিন্তু আমাদের এ

দিকের লোকের আতঙ্ক দূর না হইয়া তাহাদের বিপদ তাহাতে আরও বাড়িয়া উঠিল। কাপ্তেন তাহার একজন সহকারীকে এদিকে রাখিয়া গিয়াছিল, সে আরও বেশী ভয়ঙ্কর লোক! কাপ্তেন লুঠ তরাজ করিলে কিছু থাকিত; কিন্তু তাহার সেই সহকারীটি যেখানে হাত বুলাইত, সেখানে কুটাগাছটাও পড়িয়া থাকিত না!"

কাপ্তেন ওব্রায়েন চুরুট ধরাইয়া বলিলেন, "বটে! সে কি রকম ব্যাপার?"

মিঃ ক্যাম্বেল বলিলেন,"ব্যাপার বিলক্ষণ জটিল। দস্যুপতি কাপ্তেন ষ্টারলাইটের সেই সহকারীটির নাম ছিল জ্যাকসন। কাপ্তেন ধরিতে বলিলে সে বাঁধিয়া লইয়া যাইত! কাপ্তেন লুঠ করিত—লোকের সোনা, হীরা জহরত; কখন কখন দুই চারিটি ঘোড়াও তাহার কবলে পড়িয়া নিরুদ্দেশ হইত। কিন্তু জ্যাকসন মেষ বা অন্যান্য পশুর পাল সহ অন্তর্দ্ধান করিত, একটি পশুও ফেলিয়া যাইত না। কোন মাঠে এক পাল ভেড়া চরিতেছে, পালে হাজার হাজার ভেড়া আছে; একদিন সকালে মেষরক্ষকেরা দেখিল—কোন দিকে ভেড়ার চিহ্নমাত্র নাই!—ভেড়াগুলি কি ভাবে কোথায় অদৃশ্য হইত—তাহা তাহারা জানিতে না পারিলেও বুঝিতে পারিত ইহা জ্যাকসনেরই কাজ। (Jackson was the man who was doing it.) তাহারা জ্যাকসনকে ধরিবার জন্য পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তাহারা রাত্রি জাগিয়া মেষপালের পাহারা দিতে লাগিল; কিন্তু তাহাদের চোখের উপর হইতেই ভেড়ার পাল অদৃশ্য হইত!

"কাহারও পকেটে টাকা, নোট, কি ঐরূপ কোন মূল্যবান সামগ্রী থাকিলে গাঁটকাটা তাহা হস্তগত করিয়া সরিয়া পড়িতে পারে, অনেক সময় তাহা বুঝিতে পারা যায় না; কিন্তু দুই তিনশত মেষ মাঠে চরিতেছে, প্রহরীরা সতর্কভাবে সেগুলি পাহারা দিতেছে, সেই অবস্থায় কেহ পালের সমস্ত মেষ চুরী করিয়া বহু দূরে লইয়া যাইতেছে, তাহার পর আর তাহাদের সন্ধান নাই,—এ অতি অদ্ভুত ব্যাপার! ইহা অসম্ভব কাণ্ড বলিয়াই মনে হয়, এবং তাহা বিশ্বাস করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। মেষপালের রক্ষীরা চোর ধরিবার জন্য সেই সকল মেষের অনুসরণ করিত। যখন কেহ দুই তিনশত মেষ তাড়াইয়া লইয়া যে কোন

দিকে যায়—তখন অন্ধও অনায়াসে সেই সকল মেষের অনুসরণ করিতে পারে। কিন্তু মেষরক্ষকেরা যতবার জ্যাকসনের অনুসরণ করিয়াছে—ততবারই কিছু দূর গিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। মেষের পাল হঠাৎ কোথায় কিরূপে অদৃশ্য হইয়াছে—তাহা তাহারা বুঝিতে পারে নাই; যেন সেগুলি চলিতে চলিতে বাতাসে মিশিয়া যাইত!—অথচ চুরীর পর ছয় মাস পূর্ণ না হইতেই সেই পালের বিস্তর মেষ এডিলেডে বিক্রয় হইত। বিভিন্ন পালের মেষের অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন অঙ্কিত থাকে; কোন মেষ না 'দাগিয়া' খোঁয়াড় হইতে বাহির করা হয় না; কিন্তু অপহৃত মেষগুলি যখন বিক্রীত হইত তখন তাহাদের অঙ্গের চিহ্ন পরীক্ষা করিলে দেখা যাইত—সেই সকল চিহ্ন বিকৃত হইয়াছে।

"ঐ সকল অপহৃত মেষ কোথায় লুকাইয়া রাখা হইত, এবং কি কৌশলে সেগুলি এডিলেডে বিক্রয়ের জন্য আনীত হইত, তাহা কেহই বুঝিতে পারিত না; এই অদ্ভুত রহস্যভেদের উপায় ছিল না। এখন পর্য্যন্ত কেহ এই রহস্যভেদ করিতে পারে নাই। আপনারা ত সকলেই বুদ্ধিমান, মাথাওয়ালা ভদ্রলোক, (brainy gentlemen) আপনারা এই রহস্য ভেদ করুন। একবার দুইবার নহে—জ্যাকসন বহুবার আচম্বিতে ভেড়ার পাল আক্রমণ করিয়া এক এক পালের দুই তিন শত ভেড়াসহ কি উপায়ে কোথায় অদৃশ্য হইত, এবং কয়েক মাস কোথায় সেগুলি লুকাইয়া রাখিয়া কি কৌশলে অন্যের অজ্ঞাতসারে বিক্রয় করিতে লইয়া যাইত, ইহা কি আপনাদের কেহ বলিয়া দিতে পারিবেন?"

মিঃ ক্যাম্বেল এই সকল কথা বলিয়া নিঃশব্দে ধূমপান করিতে লাগিলেন। তাঁহার অতিথিরা এই অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, এবং কি উপায়ে এই রহস্য ভেদ করিবেন—তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। জ্যাকসনের চাতুরীর কথা চিন্তা করিয়া কাপ্তেন ওব্রায়েনের চক্ষু বিস্ফারিত হইল; তিনি স্থানকাল বিস্মৃত হইলেন। মিঃ ব্লেক নির্নিমেষ নেত্রে টেবিলে সন্নিবদ্ধ করিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন; স্মিথ্ বিহ্বল দৃষ্টিতে হাঁ করিয়া মিঃ ক্যাম্বেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মিঃ ক্যাম্বেলের ভাইটি সোজা হইয়া বসিয়া, দুই হাত বুকের উপর রাখিয়া কি যে ভাবিতে লাগিল, তাহা বোধ হয় সে নিজেই

বুঝিতে পারিল না।—কিন্তু নবাগত জেমিসনের ভঙ্গিটিই সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত!—সে উভয় বাহুমূল টেবিলের উপর রাখিয়া উভয় করতলে গাল ঢাকিয়া বসিয়া রহিল। তাহার দৃষ্টি মিঃ ক্যাম্বেলের মুখের উপর সংস্থাপিত; তাহার চক্ষু হইতে কুটীলতা ও চাতুর্য্য যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। সে তখন কি ভাবিতেছিল, তাহা অন্যের বুঝিবার উপায় ছিল না। সকলেই তখন নির্ব্বাক, কিন্তু জেমিসনই সর্ব্বপ্রথমে কথা বলিল। সে আবেগভরে টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিতে লাগিল, "হুম্! জ্যাকসন সম্বন্ধে এই সকল কথা অনেক দিন আগে আমি আমার বাবার মুখেই শুনিয়াছিলাম। এই ঘটনা যে সম্পূর্ণ সত্য, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। জ্যাকসন সত্যই ঐরূপ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন দস্যু ছিল; কিন্তু আমি আর একটি সত্য ঘটনার কথা জানি—তাহা ইহা অপেক্ষাও অদ্ভুত, অধিকতর বিস্ময়কর, অথচ তাহা আধুনিক ব্যাপার। তাহা গত সপ্তাহেই সংঘটিত হইয়াছিল, এবং এই মুহূর্ত্তেই যদি পুনর্ব্বার সেইরূপ ঘটনা ঘটে তাহা হইলে আমি বিস্মিত হইব না।"

জেমিসনের কথা শুনিয়া সকলেই বিস্ময়ভরে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার কণ্ঠস্বর গম্ভীর, এবং তাহা কি যেন একটা অজ্ঞাত আতঙ্কের সূচনা করিতেছিল। কাপ্তেন তাহার মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "সে কি ব্যাপার মিঃ জেমিসন? আপনার কথা শুনিয়া আমার কৌতূহল সংবরণ করা যে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে! আপনি কি অদ্ভুত ঘটনার কথা জানেন শীঘ্র বলুন।"

মিঃ ক্যাম্বেল বলিলেন, "হাঁ, তাহা শুনিবার জন্য আমারও প্রবল আগ্রহ হইয়াছে। জ্যাকসন সম্বন্ধে যে সকল কথার আলোচনা করিলাম—আপনার গল্পটি যদি তাহা অপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়কর, রহস্যপূর্ণ অথচ সত্য ঘটনার কাহিনী হয়—তাহা হইলে তাহা সকলেরই শুনিবার যোগ্য, এ বিষয়ে বোধ হয় মতভেদ হইবে না।"

জেমিসন বলিল, "হাঁ, নিশ্চয়ই বলিব; তাহা বলিবার জন্যই ত এখানে আসিয়াছি। আপনাদের বোধ হয় সন্দেহ হইয়াছে—কথাটা সত্য নহে। এ বিষয়ে আপনাদিগকে নিঃসন্দেহ করিবার জন্য আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, যদি কেহ

ইহার রহস্যভেদ করিয়া প্রকৃত মর্ম্ম বুঝাইয়া দিতে পারে—তাহা হইলে তাহাকে এক হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হইবে—এইরূপ ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহাও মেষপাল-সংক্রান্ত ব্যাপার। জ্যাকসন কর্ত্তৃক মেষপাল-অপহরণের কাহিনী আমরা সকলেই শুনিলাম; আমি যে কাহিনী বলিব—তাহাও মেষপালের নিরুদ্দেশের কাহিনী। জ্যাকসনের চুরীর সহিত ইহার সাদৃশ্য অল্প নহে।

"দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে আমার মেষপালের রাখালগুলার সর্দ্দারেরা আমার খোঁয়াড়ের সমস্ত মেষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন দিকের চারণ-ক্ষেত্রে চরাইতে লইয়া গিয়াছিল।"

মিঃ ক্যাম্বেল বাধা দিয়া বলিলেন, "কিন্তু কথাটা কি সত্য? আমি শুনিয়াছিলাম—অনাবৃষ্টির আশঙ্কা করিয়া আপনি অনেক দিন পূর্ব্বেই আপনার ভ্যাড়ার পাল এ অঞ্চল হইতে ভিন্ন এলাকায় সরাইয়া দিয়াছিলেন!"

মিঃ ব্লেক নিস্তব্ধ ভাবে সেই ধূর্ত্তের কথাগুলি শুনিতেছিলেন; তিনি হঠাৎ মুখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার চক্ষু হইতে মুহূর্ত্তের জন্য যেন বিদ্যুতের প্রভা বিকীর্ণ হইল। তাহার পর সে মিঃ ক্যাম্বেলকে বলিল, "হাঁ, আপনি যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা সত্যই বটে; কিন্তু আমি নিজের মেষপাল স্থানান্তরিত করিলেও কিছু দিন পূর্ব্বে ট্রিহার্ণের মেষপাল আমার এলাকায় লইয়া গিয়াছিলাম।"

মিঃ ক্যাম্বেল বলিলেন, "তা বটে, ক্ষমা করুন, ও কথা আমার স্মরণ ছিল না। যাহা বলিতেছিলেন বলুন।"

জেমিসন বলিল, "আমারই আদেশে সমস্ত মেষের পাল ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করা হইয়াছিল; এবং জলাভাব বশতঃ মেষের বিভিন্ন দলগুলিকে বহুদূরবর্ত্তী জলাশয়ের সান্নিহিত ক্ষেত্রে পাঠাইতে হইয়াছিল।—কিন্তু বহুদূরে প্রেরিত হইলেও আমি প্রত্যহ প্রত্যেক দলের সংবাদ লইতাম। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে প্রাতঃকালে আমি আহারে বসিয়াছি সেই সময় রাখালদের একজন সর্দ্দার অশ্বারোহণে আমার বাঙ্গলোয় আসিয়া অত্যন্ত বিচলিত ভাবে আমাকে জানাইল একপাল ভ্যাড়ার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না!—সেই পালে প্রায় চারিশত ভ্যাড়া

ছিল।* আমার ধারণা হইল সেই ভ্যাড়াগুলি রাখালের অজ্ঞাতসারে অন্য কোন দলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে; এই জন্য সর্দ্দারকে নিকটস্থ অন্যান্য পালের ভ্যাড়া গণিয়া দেখিতে আদেশ করিলাম। সর্দ্দার আমার আদেশ পালন করিতে চলিয়া গেল। আমি জানিতাম ঐ ভাবে অন্য পালের সহিত মিশিয়া থাকিলে তাহাদিগকে চিনিয়া লওয়া কঠিন হইবে না, কারণ যে পালটা নিরুদ্দেশ হইয়াছিল সেই পালের প্রত্যেক ভ্যাড়ার নীলবর্ণ চক্র-চিহ্ন ছিল।

"সেই দিন মধ্যাহ্ন কালে রাখাল দলের প্রধান সর্দ্দার আমার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল, নীল চক্র-চিহ্নিত ভ্যাড়ার পাল সত্যই অদৃশ্য হইয়াছে, সেই চারিশত ভ্যাড়া অন্য কোন পালের সহিত মিশিয়া যায় নাই; চারি দিকে অনুসন্ধান করিয়াও তাহাদিগকে পাওয়া যাইতেছে না!—আমার সন্দেহ হইল, সে পরিশ্রমের ভয়ে মিথ্যা কথা বলিতেছে; এইজন্য তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলাম—পরদিন সকালে আমি নিজেই তাহাদিগকে খুঁজিতে যাইব, যদি খুঁজিয়া পাওয়া যায় তাহা হইলে প্রত্যেক সর্দ্দারকে শাস্তি দিব। যাহা হউক, পরদিন আহারাদির পর আমি সরে-জমিনে তদন্তে বাহির হইব—এমন সময় আর একজন সর্দ্দার আমার সম্মুখে আসিয়া মুখ চূণ করিয়া বলিল 'সর্ব্বনাশ হইয়াছে মহাশয়! কাল রাত্রে তিনশত ভ্যাড়ার একটি পাল নিরুদ্দেশ হইয়াছে। এই পালটিকে কোন স্থানে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না!

"তাহার কথা শুনিয়া একটু দুশ্চিন্তা হইল। তাহার পর দুই রাত্রে দুই দল ভ্যাড়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইল—সন্ধান নাই! কিন্তু ভ্যাড়ার পাল যদি কেহ চুরি করিয়া ভিন্ন এলাকায় লইয়া গিয়া থাকে—তাহা হইলে কেহ না কেহ নিশ্চিতই তাহা দেখিয়া পাইবে; টাকা নয় যে, পকেটে পুরিয়া সরিয়া পড়িবে। দুই পালের সাত আট শ' ভ্যাড়া বাতাসে মিশিয়া ত সরিয়া পড়িতে পারে নাই; হঠাৎ পাখা বাহির করিয়া আকাশেও উড়িয়া যায় নাই। আমার ধারণা হইল—এই দুই দলই ট্রিহার্ণের ক্ষেতে ফিরিয়া গিয়াছে। আমি আমার প্রধান সর্দ্দারকে সঙ্গে লইয়া ট্রিহার্ণের কুঠীতে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে চলিলাম। ট্রিহার্ণের কুঠীতে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম—কাহারা তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে। ট্রিহার্ণকে

বাহিরে ডাকিয়া বলিলাম তাহার ভ্যাড়ার পাল পলাইয়া আসিয়াছে। আমার কথা শুনিয়া সে মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিল, বলিল, ইচ্ছা হইলে আমি তাহার মাঠগুলি ঘুরিয়া দেখিতে পারি।—আমি তাহার কুঠীতে বা এলাকায় মধ্যে একটি ভ্যাড়াও দেখিতে পাইলাম না। তাহার আস্তাবলে কয়েকটা ঘোড়া ছিল। মিঃ ক্যাম্বেল, সেই সকল ভ্যাড়া আপনার এলাকাতেও পলাইয়া আসিতে পারে নাই, কারণ নদী পার হইয়া তাহাদের এদিকে আসিবার উপায় নাই।”

মিঃ ক্যাম্বেল বলিলেন, “না, সেই সকল ভ্যাড়া আমার এলাকায় আসে নাই; আসিলে আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিতাম।”

জেমিসন বলিল, “আমি পাঁচ দিন পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। তাহার পরদিন প্রভাতে একজন সর্দ্দার আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল—আরও এক পাল ভ্যাড়া খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না! সেই পালেও পাঁচশত ভ্যাড়া ছিল। এই সংবাদ শুনিয়া ভয়ে ও দুশ্চিন্তায় অভিভূত হইলাম। দলে দলে ভ্যাড়া অদৃশ্য হইতেছে, একদম ফেরার, কোথাও তাহাদের সন্ধান মিলিতেছে না; ভাবিয়া দেখুন—কি ভয়ানক ব্যাপার! আমি আমার সকল কর্ম্মচারীকে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিলাম। পথিমধ্যে যে সকল পথিকের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল তাহাদিগকে তাহারা ভ্যাড়ার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু সকলেই বলিল, তাহারা কোন ভ্যাড়ার পাল দেখিতে পায় নাই। এই জেলা হইতে যে পথ কুইন্‌স্‌ল্যাণ্ডে গিয়াছে তাহাই প্রধান পথ। আমার দুইজন অনুচর ঘোড়ায় চরিয়া সেই পথে ষাট মাইল পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিল, কিন্তু সে পথেও ভ্যাড়ার পালের বা ভ্যাড়া-চোরের সন্ধান মিলিল না!

“পর দিন রাত্রে আমার কয়েকজন অনুচরকে ঘোড়ায় চড়িয়া ভ্যাড়া চরিবার মাঠে পাহারা দিতে বলিলাম। তাহারা সারারাত্রি জাগিয়া পাহারা দিল; সকালে দেখিল, পূর্ব্বরাত্রে মাঠ হইতে পাঁচশত ভ্যাড়া অদৃশ্য হইয়াছে, এবং একজন রাখালকে পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতেছে না!

“এই সংবাদ পাইয়াই আমি সদলে সেই সকল ভ্যাড়ার সন্ধানে ছুটিলাম।

পাঁচশত ভ্যাড়া একসঙ্গে দৌড়াইয়া দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে পারিবে না জানিতাম; সুতরাং ঘোড়ায় চড়িয়া দ্রুতবেগে তাহাদের অনুসরণ করিলে ধরিতে পারিব—এই আশায় যথাসাধ্য দ্রুতবেগে চলিলাম। কিন্তু চল্লিশ মাইলের মধ্যে সেই পাঁচশত ভ্যাড়ার একটিও দেখিতে পাইলাম না! আমার যে সকল অনুচর অন্যান্য দিকে ছুটিয়াছিল—তাহারা সকলেই বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিল।"

কাপ্তেন ওব্রায়েন বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! এ যে সেকালের সেই জ্যাকসন অপেক্ষাও বাহাদুর চোর!—এ চুরী, না আর কিছু?"

জেমিসন বলিল, "প্রথমে আমার ধারণা হইয়াছিল—রাখালটা তাহার ভ্যাড়ার পালের অনুসরণ করিয়াছে; কিন্তু সে আর ফিরিয়া আসিল না। তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। আমরা সারা রাত্রি জাগিয়া চোরেরও সন্ধান পাইলাম না; প্রভাতে ক্লান্ত দেহে বিশ্রাম করিতে চলিলাম। সেই দিন অপরাহ্লে সংবাদ পাইলাম—দূরবর্ত্তী আর একটা মাঠ হইতে প্রকাশ্য দিবালোকে দুই শত ভ্যাড়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে! আবার সেই সকল ভ্যাড়ার সন্ধানে দৌড়াইলাম; কিন্তু দৌড়াদৌড়ি করাই সার হইল। যে রাখালটা অদৃশ্য হইয়াছিল, সেই রাত্রে তাহার ঘোড়া জীন মাত্র পীঠে লইয়া কুঠীতে ফিরিয়া আসিল। কোথা হইতে আসিল—তাহা জানিতে পারিলাম না; কিন্তু ঘোড়াটাকে পরিশ্রান্ত বলিয়া মনে হইল না, তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণাও ছিল না। অদ্ভুত ব্যাপার! যাহা হউক, অবশিষ্ট মেষপালের রক্ষার জন্য সেই রাত্রে কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করিলাম; তথাপি যে দিকে প্রহরীর সংখ্যা অল্প ছিল—সেই দিক হইতে পুনর্ব্বার এক শত ভ্যাড়া অদৃশ্য হইল। দিবাভাগে একজন প্রহরী ঘোড়ায় চড়িয়া বহু দূর পর্য্যন্ত ঘুরিয়া পাহারা দিতে পারে; কিন্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রে পাঁচ জন প্রহরীর পক্ষেও সে কাজ সহজ নহে। আজ সারাদিন মাঠে মাঠে, বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া আসিলাম; নিরুদ্দিষ্ট মেষপালের কোন সন্ধান পাইলাম না। এখানে আসিয়া সেকালের জ্যাকসনের যে গল্প শুনিলাম, আমার এই গল্প কি তাহা অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর ও লোমহর্ষণ নহে? এ সকল কি কাণ্ড, তাহা কি আপনাদের কেহ

আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারিবেন?—আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যিনি এই রহস্য-ভেদ করিতে পারিবেন, তিনি হাজার পাউণ্ড পুরস্কার পাইবেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার বিভিন্ন মাঠ হইতে প্রায় উনিশ শত মেষ অদৃশ্য হইয়াছে; বাতাসে মিশিয়া গিয়াছেও (vanished into thin air.) বলিতে পারেন।"

জেমিসন বলিল, "হাঁ, এই রকমই বটে!"

মিঃ ক্যাম্বেল বলিলেন, "আপনার গল্পটি অত্যন্ত অদ্ভুত; সত্য কথা বলিতে কি, এরূপ বিস্ময়কর ঘটনার কথা আর কখন শুনি নাই মিঃ জেমিসন! প্রায় দুই হাজার ভ্যাড়া আর একজন রাখাল কড়া পাহারার ভিতর হইতে এভাবে অদৃশ্য হইতে পারে—ইহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন। ভ্যাড়াগুলি মাঠ হইতে বাহির হইয়া কোন-না-কোন পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে; সেই পথে তাহারা একজন পথিকেরও চোখে পড়িল না—ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয়।"

জেমিসন বলিল, "আমরা সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিয়াছি, পথিমধ্যে যে পথিকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে—তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছি; কিন্তু কেহই কোন সংবাদ বলিতে পারে নাই। এতগুলি ভ্যাড়া কিরূপে কোথায় অদৃশ্য হইল, তাহা জানিবার উপায় নাই; মনে হয়—ইহা অলৌকিক ব্যাপার! যদি বর্ষাকাল হইত, ও পথে কাদা থাকিত—তাহা হইলে তাহাদের পদচিহ্নের অনুসরণ করিতে পারিতাম; কিন্তু তাহার উপায় নাই। আমার অনুচরেরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে; মিঃ ক্যাম্বেল, আপনি আমার সাহায্যের জন্য কয়েকজন লোক দিতে পারিবেন না?—যদি কেহ এই রহস্য ভেদ করিতে পারে—সে নগদ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার পাইবে।"

মিঃ ক্যাম্বেল বলিলেন, "হাঁ, আমি লোক দিতে পারি।—একদল আজ রাত্রে আপনাকে সাহায্য করিবে; তাহারা সারারাত্রি ঘুরিয়া পরিশ্রান্ত হইলে আর একদল কাল সকালে তাহাদের স্থান পূরণ করিবে।"

কাপ্তেন ওব্রায়েন বলিলেন, "মিঃ জেমিসনের গল্পটি এরূপ কৌতূহলোদ্দীপক যে, উহার সাহায্যের জন্য যাইতে আমাদেরই লোভ হইতেছে! তুমি তোমার

লোকজন পাঠাইয়া উঁহাকে সাহায্য কর—তাহাতে আপত্তি নাই ; কিন্তু এই রহস্যভেদের জন্য আমরাও উঁহার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত। মিঃ রবার্ট (মিঃ ব্লেক) বোধ হয় আমার প্রস্তাবের সমর্থন করিবেন, এবং মিঃ জেমিসনের আপত্তি না থাকিলে উনিও এই অদ্ভুত রহস্যভেদের চেষ্টা করিবেন।”

মিঃ ক্যাম্বেল মিঃ ব্লেককে বলিলেন, “কি বল মিঃ রবার্ট, তুমি কি এই প্রস্তাবে সম্মত ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমি তোমার এখানে বেড়াইতে আসিয়াছি, বিশেষতঃ এখানে গোয়েন্দাগিরি করিতেও আসি নাই ; তবে মিঃ জেমিসন যে অদ্ভুত কাহিনী বলিলেন—তাহা সত্য হইলে এই রহস্যভেদের জন্য চেষ্টা করিতে একটু আগ্রহ হয় বৈ কি।—এরকম ব্যাপার ত সচরাচর ঘটে না।”

জেমিসন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “মহাশয়গণ, আপনারা যদি এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করেন তাহা হইলে আমি আপনাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। আমার আর অধিক কিছুই বলিবার নাই। মিঃ ক্যাম্বেল—আমি এখন চলিলাম। আর—আপনার রাখালদের সর্দারকে কি এখন আপনার সঙ্গে দেখা করিতে বলিয়া যাইব ?”

মিঃ ক্যাম্বেল বলিলেন, “চলুন, আপনার সঙ্গে গিয়া লোকজনের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি।”

মিঃ ক্যাম্বেল জেমিসনকে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিলে কাপ্তেন ওব্রায়েন তাঁহার বন্ধুগণের সহিত জেমিসনের অদ্ভুত কাহিনী সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। জেমিসনের কাহিনী সত্য এবং দুর্ভেদ্য রহস্যজালে সমাচ্ছন্ন, এ বিষয়ে কাহারও মতভেদ হইল না। সকলেই রহস্যভেদের জন্য উৎসুক হইলেন, এমন কি, মিঃ ব্লেক লণ্ডনে না ফিরিয়া গোয়েন্দাগিরি করিবেন না বলিয়া যদিও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তথাপি এই অদ্ভুত রহস্যের বিবরণ শুনিয়া নিশ্চেষ্ট বা নির্লিপ্ত থাকিতে তাঁহারও ইচ্ছা হইল না। তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। স্মিথ মনে মনে নানাপ্রকার মতলব ভাঁজিতে লাগিল, এবং মিঃ ব্লেকের সম্মতির প্রতীক্ষায় আগ্রহভরে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মিঃ ব্লেক ভাবিতে লাগিলেন, "এই যে প্রায় দুই হাজার ভ্যাড়া অদৃশ্য হইয়াছে—এগুলি কোথায় গিয়াছে? যে রাখালটা ঘোড়ায় চড়িয়া এক পাল ভ্যাড়ার অনুসরণ করিয়াছিল—সে কোথায়? তাহার ঘোড়াটা তাহাকে বিসর্জ্জন দিয়া ফিরিয়া আসিল, কিন্তু ঘোড়াটাকে পরিশ্রান্ত বলিয়া বুঝিতে পারা যায় নাই; তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণাও ছিল না। সুতরাং সে অদূরবর্ত্তী কোন স্থান হইতে জেমিসনের কুঠীতে ফিরিয়া আসিয়াছে; কিন্তু সে কোথা হইতে ফিরিয়া আসিল? তাহার আরোহীর কি হইল? সেই অঞ্চলে আরও অনেকের মেষপাল আছে, কিন্তু কেবল জেমিসনের মেষগুলিই কেন ওভাবে অদৃশ্য হইল? ইহা কি তাহার কোন শত্রুর কাজ?—কে তাহার শত্রু? কে কি উদ্দেশ্যে এই কাজ করিতেছে—জেমিসন কি তাহা বুঝিতে পারে নাই? সে কি কোন কথা গোপন না করিয়া সরল ভাবে সকল কথা প্রকাশ করিয়াছে?"—মিঃ ব্লেক তাঁহার বন্ধুগর্ণকে এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না; তিনি বুঝিতে পারিলেন—কেহই এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে না।

যাহা হউক, মিঃ ব্লেক কাপ্তেন ওব্রায়েনের আগ্রহ ও উৎসাহ দেখিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি জানিবার জন্য আমারও কৌতূহল হইয়াছে—ইহা অস্বীকার করিতে পারিব না। কিন্তু আমার সন্দেহ, মিঃ জেমিসনের বর্ণনায় অত্যুক্তি আছে। প্রায় দুই হাজার ভ্যাড়া অদৃশ্য হইল, সঙ্গে সঙ্গে একটা রাখালও নিরুদ্দেশ; অথচ তাহার ঘোড়াটা সুস্থ দেহে শ্রান্ত ক্লান্ত না হইয়া রোমন্থন করিতে করিতে ফিরিয়া আসিল! আমার বিশ্বাস, এই রহস্যভেদের জন্য আমাদিগকে অধিক পরিশ্রম করিতে হইবে না। আমরা অল্প চেষ্টাতেই ইহার কারণ আবিষ্কার করিতে পারিব—এবং সেই দুই হাজার ভ্যাড়াই লেজ নাড়িতে নাড়িতে জেমিসনের খোঁয়াড়ে ফিরিয়া আসিবে।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু কর্ত্তা, একটা ব্যাপার অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কোন্‌টা!"

স্মিথ বলিল, "এ অঞ্চলে ভীষণ অনাবৃষ্টি, মাঠের ঘাস শুকাইয়া গিয়াছে, চরিবার ক্ষেতগুলি ধূ ধূ করিতেছে। প্রায় দুই হাজার ভ্যাড়া অদৃশ্য হইয়াছে।

ঘাস ভিন্ন তাহারা বাঁচিবে না। সুতরাং ঘাসের সন্ধানে তাহারা ঘুরিয়া বেড়াইবেই,—এক স্থানে দল বাঁধিয়া পড়িয়া থাকিবে না। যদি তাহারা আহারের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ায় তাহা হইলে কেহই তাহাদের দেখিতে পাইবে না—ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ আমিও ঠিক ঐ কথাই ভাবিতেছিলাম স্মিথ! এই জন্যই আমার ধারণা এই রহস্যভেদ করা কঠিন হইবে না।"

অল্পক্ষণ পরে মিঃ ক্যাম্বেল সেই কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। তিনি চেয়ারে বসিয়া একটি চুরুট ধরাইলেন, তাহার পর মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "ব্লেক, এ তদন্ত-ভার তোমাকেই লইতে হইবে। তুমি গোয়েন্দাগিরি না করিলে রহস্যভেদের আশা নাই।"

কাপ্তেন বলিলেন, "আমি ত সেই কথাই বলিতেছিলাম।"

মিঃ ক্যাম্বেল বলিলেন, "জেমিসন গোপনে আমাকে দুই একটি কথা বলিয়া গিয়াছে। সেই সকল কথা সে এখানে তোমাদের নিকট প্রকাশ করে নাই বটে, কিন্তু আমাকে বলিয়া গিয়াছে প্রয়োজন হইলে তোমাদিগকে তাহা বলিতে পারি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, তাহার ভাব ভঙ্গি দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম সে কোন কোন কথা গোপন করিতেছিল।"

মিঃ ক্যাম্বেল বলিলেন, "যে কারণেই হউক, জেমিসনের সন্দেহ—তাহার প্রতিবেশী ট্রিহারণ্ এই সকল মেষ-চুরীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। কিন্তু তাহার এই সন্দেহের কারণ বুঝিতে পারি নাই। অনাবৃষ্টির প্রারম্ভ কাল হইতে জেমিসন ট্রিহার্ণকে টাকা কর্জ্জ দিয়া তাহার সকল অসুবিধা দূর করিয়াছে, অর্থাভাবে তাহাকে বিপন্ন হইতে হয় নাই। জেমিসন ট্রিহার্ণকে যে টাকা ধার দিয়াছে সেই টাকার জন্য ট্রিহার্ণ তাহার নিকট মেষপাল বন্দক রাখিয়াছে। জেমিসন সেই সকল মেষ ওয়ালাবালায় পাঠাইয়াছিল। ট্রিহারণ্ তাহার বিনাগঙ্গ কুঠী বন্দক দিয়া জেমিসনের নিকট আরও কিছু টাকা ধার লইয়াছে; অর্থাৎ জেমিসনের নিকট ট্রিহার্ণের যথাসর্ব্বস্ব বন্দক পড়িয়াছে। তাহার উদ্ধারের কোন উপায় না দেখিয়া ট্রিহারণ্ না কি গোপনে জেমিসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ট্রিহারণ্ যে সম্পত্তি বন্দক রাখিয়াছেন তাহার নাম কি বলিলে ?"

মিঃ ক্যাম্বেল বলিলেন, "বিনাগঙ্গ কুঠী এবং তৎসংলগ্ন তালুক। কুঠীর নামানুসারেই তালুকের নাম।—ও কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "জন কার্টার নামক কোন ভদ্রলোক কি কোন সময় এই কুঠীর মালিক ছিলেন ?"

মিঃ ক্যাম্বেল বলিলেন, "হাঁ, ছিলেন ; কিন্তু সে অনেক দিনের কথা। তাহার পর ঐ সম্পত্তি অনেক বার হাতফের হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, সে কথা জানি। আর কি বলিতেছিলে বল।"

মিঃ ক্যাম্বেল বলিলেন, "জেমিসন বলিল—এক সপ্তাহ পূর্ব্বে টি্হারণ্ নিতান্ত নিরুপায় ও হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময় এক দিন রাত্রে জেমিসন তাহার কুঠীতে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে—টি্হারণ্ ঋণ পরিশোধের কোন উপায় না দেখিয়া বিনাগঙ্গ ও তৎসংলগ্ন ভূসম্পত্তি তাহাকে হস্তান্তরিত করিয়াছিল। জেমিসন সেই দলিল লইয়া তাহার কুঠীতে প্রস্থান করিবার পর দিনই ট্রিহারণ সমস্ত টাকা লইয়া জেমিসনের সহিত সাক্ষাৎ করে, এবং তাহার সম্পত্তি ফেরত লইবার চেষ্টা করে ; কিন্তু জেমিসন তাহার প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া বলে—সেই সম্পত্তি ট্রিহারণ্ আর ফেরত লইবে না এই মর্ম্মে দলিল লিখিয়া দিয়াছিল। জেমিসন জানিতে পারিয়াছিল সেইদিন প্রভাতে বিনাগঙ্গের কুঠীতে দুই একজন অতিথি আসিয়াছিল ; এইজন্য তাহার বিশ্বাস, সেই অতিথিরাই ট্রিহার্ণকে ঐ টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছিল। যাহা হউক, এই ঘটনার পর ট্রিহার্ণের সহিত জেমিসনের বিরোধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। জেমিসন ট্রিহার্ণকে ঐ সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছে ; ট্রিহারণ্ও তাহাকে বিনাগঙ্গ দখল করিতে দিবে না এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছে।"

মিঃ ক্যাম্বেলের ছোট ভাই বলিল, "সম্পত্তি কে পাইবে, আদালতেই তাহার মীমাংসা হইবে।"

মিঃ ক্যাম্বেল বলিলেন, "তা বটে ; কিন্তু কি কারণে জানিতে পারি নাই

জেমিসন এই ব্যাপারে আদালতের সাহায্য গ্রহণে অনিচ্ছুক। জেমিসন বলিল, ট্রিহারণ্‌ যেদিন টাকা লইয়া তাহার কুঠী হইতে হতাশ হৃদয়ে ফিরিয়া গেল—ঠিক সেই দিনই সর্ব্বপ্রথম একদল ভ্যাড়া অদৃশ্য হইয়াছিল। এই ঘটনার পরও ট্রিহার্ণের সহিত কয়েকবার আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। নানা বিপদে ও দুঃখে কষ্টে অভিভূত হইয়া সে বিস্মৃতি লাভের আশায় আজ কাল দিবারাত্রি বোতল লইয়া বসিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় নাই। জেমিসনের বিরুদ্ধে সে কোন ষড়যন্ত্র করিয়াছে—ইহা বিশ্বাস করি না।

"যাহা হউক, জেমিসন আমাকে এই সকল কথা বলিয়া আমার উপদেশ চাহিলে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই তাহাকে তোমার প্রকৃত পরিচয় দিয়াছি। তোমার পরিচয় পাইয়া তোমার সাহায্য লাভের জন্য সে আগ্রহ প্রকাশ করিল, এবং তোমাকে সম্মত করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিল! আমি স্বেচ্ছায় তোমাকে সম্মত করিবার ভার লইয়াছি। এই রহস্য ভেদের জন্য আমারও অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে। জেমিসন তোমাকে যথাযোগ্য পারিশ্রমিক দিতে সম্মত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন সেই হাজার পাউণ্ড পুরস্কার ত আছেই।"

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "দেখ ক্যাম্বেল, আমি কয়েক দিনের জন্য এখানে বেড়াইতে আসিয়াছি, এ সময় আমার যথেষ্ট অবসরও আছে; কিন্তু গোয়েন্দাগিরি করিবার জন্য আমার আগ্রহ নাই। তবে যদি ফাঁকতালে কিছু উপার্জ্জন হয়, এবং জেমিসনকে সাহায্য করিবার জন্য তুমি অনুরোধ কর, তাহা হইলে তোমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করা সঙ্গত হইবে না। আমি জেমিসনকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলাম।"

কাপ্তেন সোৎসাহে বলিলেন, "আজই রাত্রে গোষ্ঠে যাত্রা করা সম্বন্ধে কাহারও আপত্তি আছে না কি?"

সকলেই সমস্বরে বলিলেন, "না, না; আজ রাত্রেই অভিযান আরম্ভ করিতে হইবে।"

মিঃ ক্যাম্বেল বলিলেন, "তোমার কি মত ব্লেক?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কাপ্তেনেরই অধিক উৎসাহ, উনি অন্য সকলকে সঙ্গে লইয়া আজ রাত্রেই যাত্রা করুন। তুমি আমার সঙ্গে পরে যাইও। আজ রাত্রে আমরা দু'জনে বিলিয়ার্ড খেলিব।"

কাপ্তেন, ক্যাম্বেলের ছোট ভাই ও স্মিথ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া যাত্রার আয়োজন আরম্ভ করিলেন। মিঃ ক্যাম্বেলের আদেশে তাঁহার চায়নীজ্ ভৃত্য ঘোড়াগুলি জীন-লাগামে সজ্জিত করিতে চলিল। মিঃ ব্লেক টেবিলের কাছে বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। দশ মিনিট পরে তিনটি অশ্ব গৃহদ্বারে আনীত হইলে, কাপ্তেন ক্যাম্বেলের ভাই এবং স্মিথ সেই তিনটি অশ্বে আরোহণ করিয়া কুঠী ত্যাগ করিলেন। মিঃ ক্যাম্বেল তাঁহাদিগকে বিদায় দান করিয়া মিঃ ব্লেকের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন, এবং তাঁহাকে চিন্তাকুল চিত্তে ধূমপান করিতে দেখিয়া বলিলেন, "সকল ঘটনার কথাই ত শুনিলে ব্লেক, ইহা কি অত্যন্ত রহস্যময় ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, জটিল রহস্যপূর্ণ ব্যাপার বটে ; কিন্তু এই রহস্য ভেদের জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আমি তোমার অনুরোধে জেমিসনকে সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছি বটে, কিন্তু সে সরলভাবে সকল কথা প্রকাশ করে নাই ; এজন্য তাহার কাজের ভার গ্রহণ করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না। জেমিসনের সন্দেহ টি্হার্ণের ষড়যন্ত্রেই ভ্যাড়ার পাল অদৃশ্য হইয়াছে ; কিন্তু এইরূপ সন্দেহের প্রকৃত কারণ সে তোমার নিকট প্রকাশ করে নাই। টি্হারণ্ নিতান্ত নির্ব্বোধ না হইলে তাহার সুবিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তি উদ্ধারের আশায় কতকগুলি ভ্যাড়া চুরী করিয়া একটা নূতন ফ্যাসাদ বাধাইবে না। যদি সে সত্যই একাজ করিয়া থাকে—তাহা হইলে কোন বিচারালয়েই তাহার জয়ের আশা নাই।"

মিঃ ক্যাম্বেল বলিলেন, "তুমি সঙ্গত কথাই বলিয়াছ ব্লেক !—কিন্তু এ সকল আলোচনা আজ রাত্রির মত বন্ধ রাখিয়া চল বিলিয়ার্ড খেলিতে যাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আজ রাত্রে বিলিয়ার্ড না খেলিয়া জ্যাকসনের লুণ্ঠন-কাহিনীটিই পাঠ করিব। যে পুস্তকে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে—সেই পুস্তকখানি আমাকে আনিয়া দাও।"

তৃতীয় কল্প

ভ্যাড়া-চোর

গভীর রাত্রি। যেমন অন্ধকার, সেইরূপ গরম। নির্ম্মল আকাশে শুভ্র-জ্যোতিঃ নক্ষত্রপুঞ্জ লক্ষ লক্ষ উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রান্তর দূর দূরান্তে প্রসারিত। এই রাত্রে একজন অশ্বারোহী একটি গুল্মের অন্তরাল হইতে একটি সুবৃহৎ বাবলা গাছের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মুহূর্ত্ত-পরে আর একজন অশ্বারোহী তাহার অনুসরণ করিল, এবং ক্রমে দশজন সেই বাবলা বৃক্ষের ছায়ায় সমবেত হইল। যে অশ্বারোহী সর্ব্বপ্রথমে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল, সে হঠাৎ দল ছাড়িয়া কিছু দূরে চলিয়া গেল, এবং প্রায় পাঁচ মিনিট স্তব্ধভাবে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী অবশিষ্ট অশ্বারোহীগণের নিকট ফিরিয়া আসিল।

যদি কেহ সেই গুল্মের অন্তরালে লুকাইয়া বিজলি-বাতির সাহায্যে এই সকল অশ্বারোহীকে চিনিবার চেষ্টা করিত তাহা হইলে সে দেখিত—এই অশ্বারোহী-দলের অধিনায়িকা একটি যুবতী; এবং তাহাকেই বিনাগঞ্জে মিঃ ট্রিহার্ণের কুঠীতে আতিথ্য গ্রহণ করিতে দেখা গিয়াছিল। সুতরাং পাঠক পাঠিকাগণ বুঝিয়াছেন—মিস্ আমেলিয়া সেই গভীর রাত্রে নয় জন অশ্বারোহী সহ গোপনে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল।

এডওয়ার্ড জেমিসনের সন্দেহ হইয়াছিল—তাহার তালুক হইতে ভ্যাড়ার পাল গোপনে অদৃশ্য হইতেছিল—এজন্য ট্রিহারণ্ অংশতঃ দায়ী, এবং এই সকল কাণ্ড তাহারই ষড়যন্ত্রের ফল। জেমিসনের এই সন্দেহ অমূলক নহে। কিন্তু জেমিসন গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া, এমন কি, স্বয়ং যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও ট্রিহার্ণের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। মিস্ আমেলিয়া কার্টার বিনাগঞ্জ কুঠীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া মিঃ ট্রিহার্ণের শত্রু এডওয়ার্ড জেমিসনকে চূর্ণ ও বিধ্বস্ত করিবার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল, সেই কৌশলজাল ভেদ করা

জেমিসন ত দূরের কথা, তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিকতর চতুর লোকেরও অসাধ্য।

ট্রিহারণ্ বিনাগঙ্গ কুঠী ও তৎসংলগ্ন ভূসম্পত্তি জেমিসনের নিকট বন্দক দিয়াছিলেন; ট্রিহারণ্ সুদে আসলে সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য যে টাকা লইয়া জেমিসনের কুঠীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই টাকা যে তিনি তাঁহার অতিথির নিকট হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে জেমিসন নিঃসন্দেহ হইয়াছিল। সে সেই টাকাগুলি লইয়া সম্পত্তি ছাড়িয়া দিলেই ভাল করিত, তাহার বিপন্ন হইবার আশঙ্কা থাকিত না; কিন্তু আমেলিয়া কি চিজ্ তাহা সে জানিত না, এইজন্য সে মিঃ ট্রিহার্ণকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিল; সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হইল না। মিঃ ট্রিহার্ণের মেষরক্ষকগণের সর্দ্দার জিনি জেমিসনকে চিনিত, সে সত্যই বলিয়াছিল—জেমিসন একবার যাহা আত্মসাৎ করে—তাহা ফেরত দিতে জানে না। সে জানিত, বিনাগঙ্গ তাহার হস্তগত হইয়াছে, এক দিন তাহা অধিকার করিবে। মিঃ ট্রিহার্ণকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য সে নানা কৌশলে তাহা গ্রাস করে নাই।

ট্রিহারণ্ তাহার সহিত জুয়া খেলিয়াছিলেন, সর্ত্ত ছিল জেমিসন হারিলে সে বিনাগঙ্গের দাবি ত্যাগ করিবে, কিন্তু ট্রিহারণ্ হারিলে তিনি ভবিষ্যতে ঋণ পরিশোধে সমর্থ হইলেও বিনাগঙ্গ আর ফেরত পাইবেন না। এই সর্ত্তানুসারে সে মিঃ ট্রিহার্ণের নিকট টাকা না লইয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিল। কিন্তু সে জানিত আদালতে জুয়ার এই সর্ত্ত গ্রাহ্য হইবে না; এইজন্য সে আদালতের সাহায্যে বিনাগঙ্গ অধিকার করিতে সাহস করিল না। সে যে সকল চিহ্নিত তাসের সাহায্যে জুয়া খেলায় জয়লাভ করিয়াছিল—সেই সকল তাস অন্য কাহারও হাতে পড়িতে পারে—তাহার প্রতারণা ধরা পড়িতে পারে—এ সম্ভাবনা তাহার মনে স্থান পায় নাই। তাহার ধারণা ছিল—তাসগুলি পরিচারকবর্গের সম্মার্জ্জনী-প্রয়োগে সেই কক্ষ হইতে অপসারিত হইবে, অথবা তাহা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভস্মীভূত হইবে। তাহার তাস—ইহারই বা প্রমাণ কোথায়?

জেমিসন যদি জানিতে পারিত—যে ট্রিহার্ণের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে

সে কে, এবং সে বুদ্ধিকৌশলে জেমিসন অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক ঐশ্বর্য্যশালী পরাক্রান্ত ব্যক্তিকে কিরূপে চূর্ণ ও বিধ্বস্ত করিয়াছে—তাহা হইলে জেমিসন বিনাগঙ্গ-তালুক গ্রাস করিয়াছে ভাবিয়া আত্মপ্রসাদে স্ফীত হইত না! তাহার পর তাহার সুবিস্তীর্ণ মেষচারণ-ক্ষেত্র হইতে যখন পালে পালে ভ্যাড়া অদৃশ্য হইতে লাগিল, সে নিরুদ্দিষ্ট ভ্যাড়ার পালের সন্ধান করিতে পারিল না,—তখন সে ক্রোধে ক্ষোভে অধীর হইল। ট্রিহার্ণের ষড়যন্ত্রেই তাহার এই ক্ষতি, জেমিসনের এইরূপ সন্দেহ হইল বটে, কিন্তু ট্রিহার্ণের অপরাধের কোন প্রমাণ সে সংগ্রহ করিতে পারিল না। আমেলিয়া তাহার সর্ব্বনাশের জন্য কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছে—এ ধারণা তাহার মনে স্থান পাইল না।

অষ্ট্রেলিয়ার সুবিস্তীর্ণ পশুচারণ-ক্ষেত্রগুলি সম্বন্ধে যাঁহাদের কোন অভিজ্ঞতা নাই, তাঁহারা মনে করিবেন যে হাজার হাজার ভ্যাড়া চারণভূমি হইতে অদৃশ্য হইতেছে, অথচ তাহারা কোন্ পথে কোথায় যাইতেছে, কি কারণে তাহার চিহ্নমাত্র থাকিতেছে না? যদি সেই বৎসর দীর্ঘকালব্যাপী অনাবৃষ্টি না হইত, তাহা হইলে আমেলিয়ার গুপ্ত ষড়যন্ত্র সফল হইবার সম্ভাবনা থাকিত না।

মাসের পর মাস ধরিয়া সুদীর্ঘকাল বৃষ্টি না হওয়ায় এই অঞ্চলের মৃত্তিকা বিলাতী মাটীর সানের মত শক্ত হইযাছিল (as hard as cement.) তাহার উপর দিয়া ভ্যাড়ার পাল চলিয়া যাওয়ায় তাহাদের পদচিহ্ন লক্ষ্য করিবার উপায় ছিল না। সুতরাং জেমিসনের ভ্যাড়ার পাল কোন দিকে গিয়াছিল—তাহা কেহ স্থির করিতে পারে নাই; কিন্তু বিভিন্ন পালের প্রায় দুই সহস্র মেষ এই ভাবে অদৃশ্য হইয়া কোথায় আশ্রয় লাভ করিল—ইহা নির্ণয় করাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা হইয়াছিল!—আমেলিয়া ভিন্ন আর কাহারও সেই রহস্য ভেদ করিবার সামর্থ্য ছিল না; সে সেই গুপ্ত স্থানের পরিচয় কোন দিন কাহারও নিকট প্রকাশ করে নাই। বিনাগঙ্গ কুঠী ও তৎসংলগ্ন বিস্তৃত ভূসম্পত্তি যখন আমেলিয়ার পিতা জন কার্টারের সম্পত্তি ছিল, সেই সময় আমেলিয়া এই অঞ্চলের অরণ্য, পর্ব্বত প্রান্তর সর্ব্বস্থানে ভ্রমণ করিত, এবং কোনও গুপ্ত স্থান তাহার অপরিচিত ছিল না।

পূর্ব্বে যে নয়জন অশ্বারোহীর কথা বলিয়াছি, তাহারা সেই বৃক্ষমূলে অশ্বপৃষ্ঠে স্থিরভাবে বসিয়া আমেলিয়ার আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছিল। মেষরক্ষকদের সর্দ্দার জিনি সেই অশ্বারোহী-শ্রেণীর এক প্রান্তে এবং আমেলিয়ার মাতুল গ্রেভিস্ অন্য প্রান্তে ছিল। ইহাদের মধ্যস্থলে মিঃ ট্রিহারণ্ এবং তাঁহার দুই পাশে মণ্টি, পিট, জো প্রভৃতি আমেলিয়ার পুরাতন ভৃত্যগণ অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট। ইহাদের মধ্যে গ্রেভিস ও ট্রিহারণ্ ব্যতীত অন্য সকলেই রাত্রিকালে সেই প্রান্তরের সর্ব্বস্থানে অসঙ্কোচে বিচরণ করিতে পারিত। নৈশ অন্ধকারেও সেই দুর্গম দুস্তর প্রান্তর তাহাদের সুপরিচিত।

আমেলিয়া অস্ফুটস্বরে ডাকিল, "জিনি!"

জিনি বলিল, "কি আদেশ মিসি!"

আমেলিয়া নিম্নস্বরে বলিল, "মণ্টি ও পিটকে তুমি সঙ্গে লইয়া যাও। এই প্রান্তরের শেষপ্রান্তে যে খোঁয়াড় আছে—মাঠ ঘুরিয়া তাহার অন্য পাশের দরজায় উপস্থিত হও। জো ও স্মিথ আমার সঙ্গে যাইবে। আমরা বিপরীত দিকে যাইব। মামা, তুমি মিঃ ট্রিহারণ্কে লইয়া সোজা দরজার দিকে যাও। যে প্রথমে সেই দরজার নিকট উপস্থিত হইবে, সে সেখানে অন্য সকলের প্রতীক্ষা করিবে। এই ভাবে মাঠের বিভিন্ন দিক দিয়া খোঁয়াড়ের দরজার দিকে যাইলে জেমিসনের প্রহরীদের গতিবিধির সন্ধান মিলিবে। প্রান্তরের শেষ প্রান্তের খোঁয়াড়ে যে সকল মেষ আবদ্ধ আছে—সেইগুলিকেই আজ সরাইবার চেষ্টা করিব।—চল।"

আমেলিয়ার আদেশে নয়জন অশ্বারোহী সেই প্রান্তর ভেদ করিয়া নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে লাগিল। তাহারা তিন দলে বিভক্ত হইয়া নৈশ অন্ধকারে নিঃশব্দে অগ্রসর হইল। প্রত্যেক অশ্বের ক্ষুর পুরু বনাত দ্বারা আচ্ছাদিত থাকায় তাহাদের পদশব্দ কেহ শুনিতে পাইল না। অশ্বারোহীগণের কোমরবন্দে এক একটি পিস্তল আবদ্ধ, এবং প্রত্যেকের হাতে মেষ তাড়াইবার সুদীর্ঘ চাবুক। অসম-সাহসে তাহারা মেষ লুণ্ঠনে ধাবিত হইল।

আমেলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল—জেমিসনের অসংখ্য মেষ তাহার বিভিন্ন

খোঁয়াড় ও চারণ-ক্ষেত্র হইতে অদৃশ্য হওয়ায় সে অত্যন্ত চিন্তিত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিল; এই ক্ষতি সে নিশ্চেষ্ট ভাবে সহ্য করিবে না। সে তাহার অনুচরবর্গকে খোঁয়াড় ও চারণ-ক্ষেত্রগুলির পাহারায় নিযুক্ত করিবে, এবিষয়েও আমেলিয়া নিঃসন্দেহ হইয়াছিল। ওয়ালাবালার সীমা হইতে পালে পালে মেষ অদৃশ্য হওয়ায় জেমিসন ও তাহার অনুচরবর্গ সেই সকল মেষের সন্ধানে চতুর্দ্দিকে কিরূপ ব্যগ্রভাবে দৌড়াদৌড়ি করিতেছিল—আমেলিয়া এ সংবাদও জিনি ও তাহার সহচরবর্গের নিকট শুনিতে পাইয়াছিল। ওয়ালাবালার সীমাপ্রান্তে যে সকল অশ্বারোহীর সহিত জেমিসনের সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহারা নিরুদ্দিষ্ট মেষপালের সন্ধান দিতে পারে নাই; জেমিসন বিনাগঙ্গের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া কোন স্থানে একটিও মেষ দেখিতে পায় নাই।

সে মিঃ ট্রিহার্ণকে সন্দেহ করিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে আমেলিয়ার উপদেশে মিঃ ট্রিহারণ্ জিনি ও কয়েকটি পুরাতন ভৃত্য ব্যতীত অন্যান্য পরিচারকবর্গকে বিদায় দান করিয়াছিলেন। মিঃ ট্রিহার্ণের সর্ব্বনাশ অপরিহার্য্য, শীঘ্রই তাঁহার কুঠী জেমিসনের হস্তগত হইবে বুঝিয়া কেহই ইহাতে বিস্মিত হয় নাই। তাঁহার কোন গুপ্ত অভিসন্ধি ছিল, এ সন্দেহও কাহারও মনে স্থান পায় নাই। জিনি প্রভৃতি যে কয়েক জন পুরাতন ভৃত্য আমেলিয়ার পিতার আমলেও সেখানে চাকরী করিত, এবং আমেলিয়াকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিত, তাহাদিগকে গুপ্ত সঙ্কল্পের কথা বলিয়া আমেলিয়া তাহাদের সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছিল।

আমেলিয়া জো ও স্মিথ নামক বিশ্বস্ত পরিচারকদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া অশ্বারোহণে ওয়ালাবালার প্রান্তসীমার অভিমুখে ধাবিত হইল।—সেই গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রে বহুদূর-ব্যাপী প্রান্তর, অরণ্য, শুষ্ক নদী, দুর্গম গিরি-পাদভূমি অতিক্রম করিয়া তাহারা ওয়ালাবালা ও বিনাগঙ্গের সীমা-নির্দ্দেশক বেড়ার নিকট উপস্থিত হইল। সেই সময় জো কিছু দূরে অশ্বপদধ্বনি শুনিতে পাইল। সে আমেলিয়াকে বলিল, "জেমিসনের প্রহরীরা বোধ হয় এই দিকে আসিতেছে মিসি!"—আমেলিয়া অনুচরদ্বয় সহ তৎক্ষণাৎ একটি প্রকাণ্ড বাবলা গাছের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

কয়েক মিনিট পরে আমেলিয়া নক্ষত্রালোকে দুইজন অশ্বারোহীকে সম্মুখস্থ

প্রান্তরে দেখিতে পাইল। তাহারা ওয়ালাবালার সীমা-প্রান্তস্থ বেড়ার ধারে উপস্থিত হইল; কিন্তু সেখানে দীর্ঘকাল অপেক্ষা না করিয়া তাহারা অন্য দিকে প্রস্থান করিল।

আমেলিয়া বলিল, "আজ উহারা চোর ধরিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে; এই ভাবে সারারাত্রি চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইবে। আমাদিগকে অত্যন্ত সতর্ক থাকিতে হইবে।—চল, আমরা বেড়ার ধারে ধারে অগ্রসর হই।"

প্রায় আধ ঘণ্টা কাল নিঃশব্দে অশ্ব পরিচালিত করিয়া আমেলিয়া সঙ্গীদ্বয় সহ একটি অরণ্যের নিকট উপস্থিত হইল; তাহা বহুসংখ্যক বাবলা গাছের বন। মুহূর্ত্তমধ্যে পেচকের কণ্ঠস্বরের ন্যায় একটি শব্দ আমেলিয়ার কর্ণগোচর হইল। সেই শব্দ শুনিয়া আমেলিয়া বুঝিতে পারিল তাহার অন্যান্য অনুচর সেই অরণ্যে সমবেত হইয়াছে। জিনি ও তাহার সঙ্গীদ্বয় সেখানে আসিবার সময় জেমিসনের তিন জন অনুচরকে অশ্বারোহণে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছিল; কিন্তু মিঃ ট্রিহারণ্ গ্রেভিসের সহিত বিনাগঙ্গের প্রান্তর ভেদ করিয়া আসিবার সময় জেমিসনের কোন প্রহরীকে দেখিতে পান নাই, তাহাদের অশ্বক্ষুরধ্বনিও তাঁহাদের কর্ণ-গোচর হয় নাই।

আমেলিয়া তাহার অনুচরবর্গকে বলিল, "জেমিসনের সন্দেহ হইয়াছে তাহার এলাকা হইতে মেষের পাল বিনাগঙ্গের দিকে পরিচালিত হইয়া অদৃশ্য হইতেছে; তথাপি সে তাহার প্রান্তর-সীমার চতুর্দ্দিকে প্রহরী রাখিয়াছে। এইজন্য সম্ভবতঃ সে অতিরিক্ত লোকও (Extra force) নিযুক্ত করিয়াছে; অতএব চারি দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সতর্ক ভাবে অগ্রসর হও। জিনি, তুমি সম্মুখে গিয়া খোঁয়াড়ের দরজা খুলিয়া রাখ।"

জিনি নিঃশব্দে অগ্রসর হইল; আমেলিয়ার অন্যান্য অনুচর তাহার অনুসরণ করিল। জিনি সুকৌশলে খোঁয়াড়ের দ্বার খুলিয়া দিলে আমেলিয়া সদলে খোঁয়াড়ে প্রবেশ করিল।

আমেলিয়া জিনিকে বলিল, "সন্ধ্যার সময় ভ্যাড়াগুলিকে কোথায় দেখিয়াছিলে?"

জিনি বলিল, "সন্ধ্যার সময় ভ্যাড়াগুলি সীমানার বেড়ার (Boundary fence) দিকে যাইতেছিল, রাত্রে সেগুলি সেই দিকেই আশ্রয় লইয়াছে।"

আমেলিয়া বলিল, "আমাদের এখন সেই দিকেই যাইতে হইবে ; তুমি আগে চল। জেমিসনের কোন অনুচর বোধ হয় তাহাদের অদূরে পাহারায় আছে ; সুতরাং নিঃশব্দে যাইতে হইবে।"

আমেলিয়া সদলে জিনির অনুসরণ করিয়া কিছু দূরে বেড়ার ধারে উপস্থিত হইল। সেখানে শুভ্রকায় মেষপাল দলবদ্ধ ভাবে শায়িত ছিল। জিনি ও তাহার সঙ্গীরা কয়েক মিনিটের মধ্যেই মেষগুলিকে ঘিরিয়া ফেলিল, এবং সুদীর্ঘ চাবুকের সাহায্যে তাহাদিগকে উঠাইয়া খোঁয়াড়ের দরজা দিয়া বিনাগঙ্গ অভিমুখে পরিচালিত করিল। জিনি সকলের পশ্চাতে ছিল ; ভ্যাড়াগুলিকে খোঁয়াড় হইতে বাহির করিয়া সে খোঁয়াড়ের দরজা বন্ধ করিল। ঠিক সেই সময় সে অদূরে অশ্ব-পদধ্বনি শুনিতে পাইল। দলের সকলেই তখন কিছু দূরে চলিয়া গিয়াছিল। জিনি বুঝিল জেমিসনের দলের লোক অশ্বারোহণে সেইদিকেই আসিতেছে। জিনি বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইবার চেষ্টা করিবে—ঠিক সেই সময় একজন অশ্বারোহী আসিয়া অশ্বের গতিরোধ করিল, এবং গম্ভীর স্বরে বলিল, "দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া দাঁড়াও,—শীঘ্র।"

জিনি নক্ষত্রালোকে দেখিল অশ্বারোহীর হাতের পিস্তল তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া উদ্যত হইয়াছে !—জিনি আগন্তুকের আরও নিকটে অশ্ব পরিচালিত করিয়া বলিল, "কি অপরাধে মিষ্টার ?"

আগন্তুক বলিল, "অপরাধ ভ্যাড়া-চুরী। কোমরবন্দ হইতে হাত সরাইয়া মাথার উপর উঁচু কর।"

জিনি দুই হাত মাথার উপর তুলিল, কিন্তু পায়ের গুঁতা দিয়া ঘোড়াটাকে এভাবে আগাইয়া আনিল যে, সে আগন্তুকের প্রায় বুকের কাছে আসিয়া পড়িল, এবং তাহাকে বলিল, "এখন আমাকে কি করিতে হইবে মিষ্টার !"

সেই সময় আমেলিয়া আগন্তুকের পাশে আসিয়া বলিল "তুমি কি একাই আমাদের সকলকে গুলী করিয়া মারিবে ?"

আগন্তুক বলিল, "না। আমি একা, তোমরা দলে পুরু; সুতরাং আমি তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিতে পারিব না। কিন্তু আমার সঙ্গীদের ডাকিয়া তোমাদের চুরী বন্ধ করিতে পারিব।—তোমরা ভ্যাড়ার পাল লইয়া আজ আর বেশী দূর যাইতে পারিবে না।"

আগন্তুক পিস্তল নামাইয়া তাহার দলের লোকের নিকট যাইবার জন্য ঘোড়া ছুটাইতে উদ্যত হইল; কিন্তু তাহার ঘোড়া মুখ ফিরাইবার পূর্ব্বেই জিনি হাত বাড়াইয়া তাহার ঘোড়ার লাগাম চাপিয়া ধরিল, এবং অন্য হাতে তাহাকে জাপ্টাইয়া ধরিয়া শিস দিল। মুহূর্ত্তমধ্যে পিট ও মণ্টি দ্রুতবেগে তাহার সম্মুখে আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। প্রথমেই মণ্টি দুই হাতে তাহার গলা টিপিয়া ধরিল; পিট চক্ষুর নিমেষে রুমাল দিয়া তাহার মুখ বাঁধিল। জিনি তাহার উভয় হস্ত রজ্জুবদ্ধ করিল।

অতঃপর মণ্টি তাহার গলা ছাড়িয়া দিয়া ঘোড়ার পিঠে তাহাকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া ফেলিল, এবং তাহার ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল। আমেলিয়া পথ দেখাইয়া তাহাদের আগে আগে চলিতে লাগিল। সে বিনাগঙ্গের সীমায় প্রবেশ করিয়া যে দিকে চলিল সে দিকে লোকালয়ের অস্তিত্ব ছিল না।

বহুদিন পূর্ব্বে আমেলিয়ার পিতার বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারী ভাইনবর্গ ও তাহার সহযোগিগণের ষড়যন্ত্রে বিনাগঙ্গ আমেলিয়ার অধিকারচ্যুত হইয়াছিল। আমেলিয়ার মাতা ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলে আমেলিয়া গৃহহীন হইয়া সংসার-সাগরে ভাসিয়াছিল; কিন্তু যখন এই কুঠীতে তাহার প্রথম যৌবন পরম সুখে অতিবাহিত হইতেছিল—সেই সময় সে অশ্বারোহণে তাহার পিতার বিস্তীর্ণ জমিদারীর সকল অংশেই ঘুরিয়া বেড়াইত। এই তালুকের মধ্যস্থলে জঙ্গলাকীর্ণ একটি পর্ব্বত ছিল। সেই পর্ব্বত দুর্গম ও দুরারোহ বলিয়া তালুকের নক্সায় (on the estate plan) সেই অংশটি সম্বন্ধে লিখিত ছিল—"এই পার্ব্বত্য অরণ্য পথহীন, ও অপরিজ্ঞাত; এখানে ঘাস নাই, জল নাই, মাটী নাই; ইহা অনুর্ব্বর, দুষ্প্রবেশ্য ও অনাবিষ্কৃত।" (no grass, no water, no soil; inaccessible and barren; unexplored.) কিন্তু আমেলিয়া তাহার পৈতৃক জমিদারীর

নক্সায় এই মন্তব্য পাঠ করিয়া সেই অপরিজ্ঞাত ভূখণ্ড আবিষ্কার করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, এবং সকলের অজ্ঞাতসারে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহার সকল অংশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিল। একথা সে কাহারও নিকট প্রকাশ করে নাই। সেই দুর্গম অংশে মেষ চরাইবার সুযোগ নাই বুঝিয়া মেষরক্ষকেরা কখনও সেখানে যাইবার চেষ্টা করিত না। একবার এক পাল ভ্যাড়া সমতল ক্ষেত্রে চরিতে চরিতে এই পার্ব্বত্য অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। সেই রাত্রে চারি দিক মেঘাচ্ছন্ন হইয়া প্রচণ্ড ঝড় উঠিয়াছিল; ঝড়ের ভয়ে রাখালেরা মেষপাল ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিল। পরদিন প্রভাতে তাহারা মেষপাল ফিরাইয়া আনিতে গিয়া একটিও মেষ দেখিতে পায় নাই! তাহারা মেষপালের সন্ধানে পাহাড়ে ঘুরিতে ঘুরিতে একটি উপত্যকার পার্শ্বে অরণ্যাবৃত একটি সুবিশাল গুহা দেখিতে পায়—সেই গুহাটি অতলস্পর্শ (which revealed no bottom) বলিয়াই তাহাদের ধারণা হইয়াছিল। তাহারা সেই উপত্যকাটি 'মরণ উপত্যকা' (Death valley) নামে অভিহিত করিয়াছিল।

বহুদিন পূর্ব্বে জ্যাকসন নামক দস্যু মেষের পাল অপহরণ করিয়া এই পথে তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করিত, ইহাই আমেলিয়ার ধারণা হইয়াছিল।—এইজন্য সে মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিয়া এইরূপ স্থির করিয়াছিল—'জ্যাকসন ও তাহার অনুচরগণ সেই দুর্গম গিরি-উপত্যকা ভেদ করিয়া যখন পথের সন্ধান পাইয়াছিল—তখন আমিও সেই পথ খুঁজিয়া বাহির করিব।'

আমেলিয়া এই পার্ব্বত্য পথ আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়া কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছিল—তাহা পাঠক পাঠিকাগণ ক্রমে জানিতে পারিবেন।

আমেলিয়া ও তাহার অনুচরবর্গ বন্দীকে সঙ্গে হইয়া চলিতে লাগিল; কিন্তু অপহৃত মেষপালের প্রতিই তাহাদের লক্ষ্য রহিল। অন্যান্য বার মেষপাল অপহরণ করিয়া প্রভাতের পূর্ব্বেই তাহারা যে ভাবে সেগুলি লুকাইয়া রাখিয়াছিল, এগুলিও সেই ভাবে লুকাইবার জন্য তাহারা যথাসম্ভব দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। জিনি ও তাহার সহচরবর্গ নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রান্তরের পর প্রান্তর অতিক্রম করিতে লাগিল। মেষপরিচালনে তাহাদের অসাধারণ দক্ষতা থাকায়

রাত্রিকালে মেষের পাল লইয়া দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে কোন অসুবিধা হইল না। বিনাগঙ্গের সীমায় প্রবেশ করিবার পর কোনও দিক হইতে তাহারা বাধা পাইল না। এইভাবে রাত্রি অতিবাহিত হইল, অবশেষে উষার লোহিতালোকে পূর্ব্বাকাশ সুরঞ্জিত হইলে আমেলিয়া মেষপালের পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে আসিয়া পাহাড়ের ভিতর পথ-প্রদর্শনের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিল।

অতি প্রত্যুষে তাহারা গিরিসন্নিহিত প্রান্তরে উপস্থিত হইল; সেই প্রান্তর তরু তৃণহীন, প্রস্তরময়, দুর্গম। সেই প্রান্তর অতিক্রম করিয়া তাহারা পাহাড়ে উঠিল। পাহাড় এরূপ দুরারোহ যে কোন পথিক সেদিকে যাইতে সাহস করিত না। আমেলিয়া অশ্বারোহণে দুইটি গিরিশৃঙ্গের মধ্যবর্ত্তী উপত্যকা ভেদ করিয়া অগ্রসর হইল। সে এই উপত্যকার উপর দিয়া চলিতে চলিতে দেখিল সম্মুখে আর যাইবার উপায় নাই, পদপ্রান্তে অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহা, তাহা কতদূর নামিয়া গিয়াছে বুঝিবার উপায় ছিল না। সেই গুহার অপর পারের আর একটি গিরি-শৃঙ্গ দ্বারা তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী দৃশ্য অবরুদ্ধ হইয়াছিল। (hiding from view the land beyond.)

আমেলিয়া গিরিপৃষ্ঠে সেই গুহাপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া অশ্বের গতিরোধ করিল। তাহার পর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া বামভাগে অশ্ব পরিচালিত করিল, এবং একটি সঙ্কীর্ণ ও বন্ধুর শিলাখণ্ড অতিক্রম করিয়া সম্মুখবর্ত্তী গিরি-শৃঙ্গে আরোহণ করিল। তাহার অদূরে একটি প্রশস্ত উপত্যকা প্রসারিত ছিল। আমেলিয়া তাহার অনুচরবর্গকে মেষপাল লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইতে আদেশ করিল। জিনি ও তাহার সহচর মেষরক্ষকেরা মেষপাল সহ তাহার অনুসরণ করিলে আমেলিয়া সেই উপত্যকা অভিমুখে ধাবিত হইল, এবং কিছু দূরে গভীর খদের মত একটি শুষ্ক পয়ঃপ্রণালী দেখিতে পাইল। এই পয়ঃপ্রণালী এক সময় নির্ঝর-জলে পূর্ণ থাকিত; কিন্তু অনাবৃষ্টির জন্য তাহাতে জলের চিহ্নমাত্র ছিল না। সেই শুষ্ক নদী-গর্ভের (the bed of a dead stream) অনুসরণ করিয়া আমেলিয়া ক্রমে নিম্নাভিমুখে অবতরণ করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে একটি অপ্রশস্ত পথ তাহার দৃষ্টিগোচর হইল; সেই পথের দুই দিকে উচ্চ পর্ব্বতমালা। আমেলিয়া এই

পথে আসিয়া তাহার সঙ্গীগণের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে মিঃ ট্রিহারণ্ ও মাতুল গ্রেভিস বন্দীসহ আমেলিয়ার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে জিনি ও তাহার সহচরগণ মেষপাল দ্বারা সেই সঙ্কীর্ণ গিরি-সঙ্কট আচ্ছন্ন করিল।

আমেলিয়া হাসিয়া বলিল, "এইবার মোড় ঘুরিলেই আমরা অভিনব দৃশ্য দেখিতে পাইব।"

আমেলিয়া নদীগর্ভ অতিক্রম করিয়া একটি সমতল ক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। তাহার চতুর্দ্দিকে অসংখ্য গিরিশৃঙ্গ উচ্চ প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান। সেই পার্ব্বত্য প্রাচীর উলঙ্ঘন করিয়া কাহারও সেই স্থানে প্রবেশ করিবার উপায় ছিল না। সেই সমতল ক্ষেত্র শ্যামল তৃণরাশিতে পরিপূর্ণ, যেন একখানি গালিচা প্রসারিত তাহার উপর স্থানে স্থানে শাখাবহুল বৃক্ষশ্রেণী, তাহাদের শাখা প্রশাখার ছায়ায় বহুদূর পর্য্যন্ত সমাচ্ছন্ন। সমতল ক্ষেত্রের এক প্রান্তে একটি সঙ্কীর্ণকায়া স্বচ্ছতোয়া গিরি-নদী। নদীটি আঁকিয়া-বাঁকিয়া একটি প্রশস্ত হ্রদের সহিত মিলিত হইয়াছে। হ্রদের চতুর্দ্দিকে সুপ্রশস্ত পশুচারণ-ক্ষেত্র। জেমিসনের যে সকল মেষপাল অপহৃত হইয়াছিল—তাহারা সেই স্থানে দলবদ্ধ ভাবে শয়ন করিয়া প্রভাতের রৌদ্র উপভোগ করিতেছিল। সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া হ্রদের চতুষ্পার্শ্বস্থিত পশুচারণ-ক্ষেত্রের পরিমাণ বুঝিতে পারা যাইত না বটে, কিন্তু আমেলিয়া বহুবার সেই স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিল, এজন্য সে জানিত সেই উর্ব্বর পশুচারণ-ক্ষেত্রের পরিমাণ প্রায় তিন হাজার 'একার'; হ্রদ ও নদীর তীরবর্ত্তী স্থান বলিয়া অনাবৃষ্টি-নিবন্ধন সেই স্থানের তৃণরাশি ও বৃক্ষগুলি শুষ্ক হয় নাই। চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতের অন্তরালে থাকায় পর্ব্বতের অন্য দিক হইতে তাহা লোকলোচনের অদৃশ্য থাকিত। এখানে এরূপ সুদৃশ্য উর্ব্বর তৃণক্ষেত্র আছে—ইহা আমেলিয়া ও তাহার কয়েকজন অনুচর ভিন্ন অন্য কেহই জানিত না।

আমেলিয়া ও তাহার অনুচরবর্গ যে সকল মেষ অপহরণ করিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইল, সেই সকল মেষ তৃণের ঘ্রাণ পাইয়া দ্রুতবেগে তৃণক্ষেত্রে প্রবেশ করিল; কোন কোন দল হ্রদে নামিয়া জলপান করিতে লাগিল। আমেলিয়া

তাহাদের চাঞ্চল্য ও উৎসাহ দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল। এখানে আনিয়া তাহাদের উপর আর দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন ছিল না; কারণ আমেলিয়া জানিত, মেষের পাল সেই তৃণশ্যামল ক্ষেত্র ও সুশীতল পানীয় জল ছাড়িয়া কোন দিকে যাইবে না। মেষরক্ষক জিনি ও তাহার সঙ্গীরা তখনও কিছুদূরে ছিল, আমেলিয়া তাহাদের প্রতীক্ষায় হ্রদের ধারে একটি বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া রহিল।

কয়েক মিনিট পরে আমেলিয়ার মাতুল গ্রেভিস্ অশ্বারোহী বন্দীকে সঙ্গে লইয়া আমেলিয়ার নিকট অগ্রসর হইল। গ্রেভিসের মুখে উদ্বেগ ও বিস্ময় পরিস্ফুট; কিন্তু আমেলিয়া ইহার কারণ বুঝিতে পারিল না। আমেলিয়া অশ্বারোহী কয়েদীর মুখ দেখিতে পাইল না, কারণ ছত্রিওয়ালা প্রকাণ্ড টুপিটা কয়েদীর ভ্রূর উপর এভাবে নামিয়া পড়িয়াছিল যে, তাহা দ্বারা তাহার চোখ মুখ আচ্ছাদিত হইয়াছিল। গ্রেভিস্ চলিতে চলিতে কয়েদীর মাথা হইতে টুপিটা খুলিয়া লইল। তখন আমেলিয়া কয়েদীর মুখ সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইল। সেই চিরপরিচিত মুখ দেখিয়া আমেলিয়া স্তম্ভিত ভাবে ঘোড়ার উপর বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইল সে সেই সৌরকরোজ্জ্বল প্রভাতে জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছে!

যাহা হউক, আমেলিয়ার বিস্ময়াবেগ কথঞ্চিৎ প্রসমিত হইলে সে কয়েদীর ঠিক সম্মুখে গিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "তু—তুমি? তুমি এখানে!"

স্মিথ গম্ভীর স্বরে বলিল, "হাঁ, আমি এখানেই, মিস্ কার্টার! আমি সশরীরে এখানে উপস্থিত।"

আমেলিয়া আর কি বলিবে—তাহা হঠাৎ স্থির করিতে পারিল না। তাহার যেন 'ভ্যাবাচ্যাকা' (confusion) লাগিয়া গেল! তাহা দেখিয়া গ্রেভিস্ মুখ ফিরাইয়া হাসিতে লাগিল।

আমেলিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "তুমি! তুমি এখানে, আশ্চর্য্য!"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, আপনার হুকুমেই এখন আমি এখানে। দয়া করিয়া আমার হাত পায়ের বাঁধন খুলিয়া দিতে হুকুম হউক, হাত পা মেলিয়া বাঁচি।"

আমেলিয়া বলিল, "এখানে কেন আসিয়াছ ?"

স্মিথ বলিল, "আপনিই জানেন, আমি নিজের ইচ্ছায় আসি নাই ; আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে এখানে ধরিয়া আনা হইয়াছে।"

আমেলিয়া বলিল, "তা বটে ; আমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম—এডওয়ার্ড জেমিসনের পশুচারণ-ক্ষেত্রে কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলে ?"

স্মিথ বলিল, "তাহার ভ্যাড়ার পাল কি কৌশলে কোথায় অদৃশ্য হইতেছিল তাহাই জানিতে আসিয়াছিলাম। আমার যাহা জানিবার ছিল—তাহা বোধ হয় জানিতে পারিয়াছি।"

আমেলিয়া বলিল, "তুমি ত সকল স্থানেই তোমার মনিবের অনুসরণ কর। সুতরাং তোমার মনিবও অষ্ট্রেলিয়ায় আসিয়াছেন—এরূপ অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে।"

স্মিথ একটু হাসিল, কিন্তু কোন কথা বলিল না। আমেলিয়া তাহার অনুচর জিনিকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিল ; জিনি নিকটে আসিলে আমেলিয়া তাহার কানে কানে বলিল, "জিনি, ঐ ছোকরাটি যে ভদ্রলোকের অনুচর, তিনি অনেক সময় আমার উপকার করিলেও কখন কখন আমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। এবার তিনি আমার বিপক্ষ দলে যোগদান করিয়া আমার সঙ্কল্প ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এইজন্য এই যুবককে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। দুর্ভেদ্য কারাগার হইতেও পলায়নের অনেক রকম ফন্দী ফিকির উহার জানা আছে ; এই ধূর্ত্তকে আটক করিয়া রাখা অত্যন্ত কঠিন। উহার পলায়নের সকল পথ বন্ধ করিবে, নতুবা আমার সকল কৌশল বৃথা হইবে। উহার মনিব যদি উহার সন্ধান পান—তাহা হইলে আমাকে কার্য্যোদ্ধারের আশা ত্যাগ করিতে হইবে ; সুতরাং উহাকে লুকাইয়া রাখা ভিন্ন আমার সঙ্কল্প-সিদ্ধির অন্য কোন উপায় নাই।"

জিনি বলিল, "আমি প্রাণপণে আপনার আদেশ পালন করিব মিসি! ঐ রকম একটা ছোকরা যদি আমার চোখে ধূলা দিয়া পলায়ন করিতে পারে—তাহা হইলে গলায় দড়ি দিয়া আমার মরাই উচিত।"

আমেলিয়া হাসিয়া বলিল, "না জিনি! বুড়া বয়সে তোমাকে গলায় দড়ি দিয়া

মরিতে দেখিলে আমি ভারি দুঃখিত হইব। সে রকম দুষ্কর্ম্ম না করিয়া তুমি উহাকে লইয়া যাও, এখানে বনের ভিতর যে সকল নির্জ্জন কুটীর আছে তাহারই কোন্ খানিতে উহাকে কয়েদ করিয়া রাখ। শত্রুপক্ষের যে লোকটিকে পূর্ব্বে কয়েক করিয়াছ, তাহার সঙ্গে যেন উহার দেখা সাক্ষাৎ না হয়।"

জিনি স্মিথকে লইয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল। আমেলিয়া স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল ; কিন্তু স্মিথ গম্ভীরভাবে মুখ ফিরাইল। সে মনে মনে বলিল, "কতবার আমেলিয়ার কত উপকার করিয়াছি, আমার প্রতি আজ উহার এইরূপ ব্যবহার! কর্ত্তা উহাকে বেশ ভাল করিয়াই চিনিতে পারিয়াছেন ; এইজন্য উহার প্রেমের অভিনয়ে তিনি মুগ্ধ হন নাই। আমেলিয়া কি মানবী, না পিশাচী? নিজের জিদ বজায় রাখিবার জন্য কোন কুকর্ম্মেই উহার অরুচি নাই!"

কিন্তু আমেলিয়া অষ্ট্রেলিয়ায় কেন আসিয়াছে, কি উদ্দেশ্যেই বা তাহার শত্রুতাসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে—তাহা স্মিথ বুঝিতে পারিল না। স্মিথ জেমিসনের ভ্যাড়ার পাল রাত্রিকালে পাহারা দেওয়ার জন্য কাপ্তেন ওব্রায়েনের সহিত বিনাগঙ্গ ও ওয়ালাবালার সীমাপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া অশ্বারোহণে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। অবশেষে পরিশ্রান্ত হইয়া সে ও কাপ্তেন ওব্রায়েন অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়াছিল, এবং খোঁয়াড়ের সম্মুখে বসিয়া পাহারা দিতেছিল। সেই খোঁয়াড়েরই মেষগুলি অপহরণ করিবার সঙ্কল্পে আমেলিয়া সেই রাত্রে সদলে সেই দিকে আসিয়াছিল।

কয়েক ঘণ্টা পরে কাপ্তেন ওব্রায়েন স্মিথকে সেই স্থানে রাখিয়া চোরের সন্ধানে অশ্বারোহণে কিছু দূরে প্রস্থান করিলেন। স্মিথ একাকী বসিয়া পাহারা দিতে দিতে খোঁয়াড়ের দরজার দিকে খটাখট্ শব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারিল—কোন লোক সেই দিকে আসিতেছে! স্মিথ তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় উঠিয়া পিস্তলটা বাগাইয়া ধরিল। সে বুঝিতে পারিল—চোর মেষগুলিকে তাড়াইয়া লইয়া সেই দরজা দিয়াই বাহির হইয়া যাইবে ; কিন্তু সে একাকী, কাপ্তেন ওব্রায়েন তখন দূরে চলিয়া গিয়াছিলেন। সে একাকী চোরের চেষ্টা বিফল করিতে পারিবে কি না বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইল।

স্মিথ প্রথমে স্থির করিল পিস্তলের আওয়াজ করিয়া কাপ্তেন ওব্রায়েনকে তাহার বিপদের সম্ভাবনা জানাইবে ; পিস্তলের আওয়াজ শুনিলেই তিনি সেখানে উপস্থিত হইবেন ; কিন্তু অবশেষে সে এই সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া অন্য পন্থা অবলম্বন করাই সঙ্গত মনে করিল। সে ভাবিল, "চোরকে বাধা না দিয়া কিছু দূরে থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিব, তাহা হইলে সে মেষগুলিকে কোথায় লইয়া যায় তাহা জানিতে পারিব। সেই গুপ্ত স্থানের সন্ধান লইয়া নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিব, এবং কর্ত্তার নিকট সকল কথা প্রকাশ করিব। কাপ্তেন ওব্রায়েনকে চুরী সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে দিব না।"

স্মিথ মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া নূতন সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কিছু দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। পিস্তলে আহত হইবার ভয়ে চোর পলায়ন করিবে অনুমান করিয়া সে জিনিকে ভয় দেখাইবার জন্য পিস্তলটা তাহার ললাটে উদ্যত করিল ; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার সেই সঙ্কল্প ব্যর্থ হইল। তাহাকে ধরা পড়িতে হইল।

তাহার পর আমেলিয়ার অনুচরেরা তাহাকে কি ভাবে কয়েদ করিল তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। তখন সে আর পিস্তল আওয়াজ করিবার সুযোগ পাইল না। আমেলিয়ার অনুচরেরা তাহাকে বাঁধিয়া লইয়া গিরি-অন্তরালস্থিত হ্রদ-সন্নিহিত গোপনীয় উর্ব্বর প্রান্তরে উপস্থিত হইলে, তস্করদলের গুপ্ত রহস্য সে জানিতে পারিল বটে. কিন্তু সেই স্থান হইতে পলায়ন করিতে না পারিলে সে মিঃ ব্লেককে কোন কথা জানাইতে পারিবে না বুঝিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। আমেলিয়ার অনুচরেরা তাহাকে গ্রেপ্তার করিলেও তাহার চক্ষু বাঁধে নাই ; এইজন্য সে চতুর্দ্দিক দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিল। সে ভাবিল, কোন কৌশলে মুক্তি-লাভ করিতে পারিলে পথ চিনিয়া সেই পাহাড়ের বাহিরে উপস্থিত হইতে পারিবে ; কিন্তু সে মুক্তিলাভের কোন উপায় স্থির করিতে পারিল না।

প্রত্যুষে স্মিথ ও গ্রেভিস্ পরস্পরকে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিল। গ্রেভিস্ একটু হাসিয়া মুখ ফিরাইয়াছিল ; স্মিথ তাহাকে চিনিলেও কোন কথা বলে নাই।

আমেলিয়া কি উদ্দেশ্যে তাহার শত্রুতা-সাধন করিতেছিল—তাহাও সে বুঝিতে পারে নাই। প্রভাতে তাহার মুখের বন্ধন খুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কারণ সেই নির্জ্জন স্থানে চীৎকার করিয়া সে কাহারও সাহায্য লাভ করিবে তাহার সম্ভাবনা ছিল না। জিনি স্মিথকে লইয়া কতকগুলি গাছের ছায়ায় ছায়ায় একটি ক্ষুদ্র কুটীরের নিকট উপস্থিত হইল। সে স্মিথকে ঘোড়া হইতে নামাইয়া সেই কুটীরের ভিতর ফেলিয়া রাখিল; তাহার পর কুটীরের দ্বারে দাঁড়াইয়া পিস্তল দেখাইয়া বলিল, "যদি গুলী খাইয়া মরিবার জন্ম আগ্রহ না হয় তাহা হইলে ঐখানে ময়দার বস্তার মত (a sack of flour) পড়িয়া থাক, পলাইবার চেষ্টা করিও না।—বুঝিয়াছ?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, আমার বুদ্ধি আছে। বাঁচিবার জন্ম যাহা করা উচিত, তাহা তুমি বলিলেও করিব, না বলিলেও করিব। এখন তোমার কাজে যাইতে পার।"

জিনি সরল প্রকৃতির চাষা, স্মিথের মুঠার ভিতর কি আছে তাহা সে পরীক্ষা করিল না; পরীক্ষা করিলে সে তীক্ষ্ণধার ছোট ছুরিখানা দেখিতে পাইত। স্মিথ মনে মনে বলিল, "এই রাখাল বেটা যদি ঘণ্টাখানেক এদিকে না আসে, তাহা হইলে আমি বাঁধন কাটিয়া কুটীর হইতে চম্পট দিতে পারিব; তাহার পর উহার সাধ্য কি আমাকে খুঁজিয়া বাহির করে?"

জিনি সেই কুটীরের ঝাঁপের দরজা বন্ধ করিয়া দূরে চলিয়া গেল; তখন স্মিথ ছুরি দিয়া তাহার বন্ধন-রজ্জু কাটিতে আরম্ভ করিল। তাহার উভয় হস্ত আবদ্ধ থাকায় চর্ম্মনির্ম্মিত সুদৃঢ় রজ্জু ছেদন করিতে অনেকখানি সময় লাগিল; কিন্তু তাহার চেষ্টা বিফল হইল না। হাতের বাঁধন কাটিয়া স্মিথ দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল, এবং দরজার ঝাঁপের এক কোণ ঠেলিয়া সেই ফাঁক দিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিল; কিন্তু অদূরে জিনির দাড়িগোঁফ-ঢাকা গোল মুখ দেখিয়াই তাড়াতাড়ি মাথা টানিয়া লইল, এবং হাত দু'খানি পিঠের দিকে লুকাইল; তাহার পর সেই কুটীরের কোণে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহার আশঙ্কা হইল—জিনি কুটীরে প্রবেশ করিয়া তাহার বন্ধন পরীক্ষা করিবে, এবং সে বাঁধন কাটিয়া

ফেলিয়াছে দেখিলে পুনর্ব্বার তাহাকে বাঁধিধা রাখিয়া যাইবে। কিন্তু জিনি কুটীরে পুনঃ-প্রবেশ করিল না দেখিয়া স্মিথ আশ্বস্ত হইল।

প্রায় দশ মিনিট পরে স্মিথ পুনর্ব্বার দরজার নিকট উপস্থিত হইল; কিন্তু বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া সেবার আর জিনিকে দেখিতে পাইল না। তখন সে ধীরে ধীরে ঝাঁপ সরাইয়া কুটীরের বাহিরে আসিল।

তখন মধ্যাহ্ন কাল; প্রখর সূর্য্যকিরণে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত। মধ্যাহ্ন রৌদ্রে হ্রদের নির্ম্মল জলরাশি জ্বল-জ্বল করিতেছিল। সমগ্র প্রকৃতি নিস্তব্ধ; কেবল দুই একটি বনবিহঙ্গ বৃক্ষশাখায় বসিয়া কলরব করিতেছিল। কোনও দিকে জনমানবের সাড়াশব্দ ছিল না।

স্মিথ মুহূর্ত্তকাল দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল; তাহার পর ঝাঁপ বন্ধ করিয়া গাছের ছায়ায় ছায়ায় দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। কয়েক মিনিট পরে সে সঙ্কীর্ণকায়া গিরিনদীর তীরে আসিয়া তৃণপূর্ণ মাঠের ভিতর দিয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইল। সেই সময় সে কিছু দূরে তিন জন অশ্বারোহীকে দেখিতে পাইল। ইহারা আমেলিয়ার অনুচর। আমেলিয়ার কাজ শেষ হইলে সে মিঃ ট্রিহারণ্ ও গ্রেভিস্‌কে সঙ্গে লইয়া বিনাগঙ্গের কুঠীতে প্রত্যাগমন করিতেছিল, কিন্তু কয়েদীদের ও অপহৃত মেষগুলি পাহারা দেওয়ার জন্য জিনি ও অন্য দুইজন অনুচরকে সেখানে রাখিয়া গিয়াছিল; তাহারাই সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল ইহা স্মিথ পূর্ব্বে জানিতে পারে নাই। তাহাদিগকে দেখিয়া স্মিথ পুনর্ব্বার বৃক্ষ-চ্ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিল, এবং গুড়ি মারিয়া তৃণ-ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া দৌড়াইতে লাগিল। জিনি ও তাহার সঙ্গীদ্বয় স্মিথকে দেখিতে পাইল না। স্মিথ প্রায় আধ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া একটি গলির মুখে আসিল। তাহার আশা হইল, সেই গলি পার হইলেই সে নিরাপদ হইতে পারিবে; সমতল ক্ষেত্র হইতে পাহাড়ের উপর উঠিতে পারিলে আর কেহই তাহাকে ধরিতে পারিবে না। সে ঘোড়ার আশায় চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিল, কিন্তু ঘোড়াটা দেখিতে পাইল না; অথচ সেখানে অধিক বিলম্ব করিতেও তাহার সাহস হইল না। গলির মুখ হইতে স্মিথ উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পিস্তলের গম্ভীর নির্ঘোষ উত্থিত হইল,

এবং একটা গুলী স্মিথের মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল ; স্মিথ পশ্চাতে ফিরিয়া একজন অশ্বারোহীকে তাহার অনুসরণ করিতে দেখিল। জিনি তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া গুলী বর্ষণ করিয়াছিল—ইহা বুঝিতে পারিয়া স্মিথ অধিকতর বেগে দৌড়াইতে লাগিল।

জিনির অনুচরেরা দূরে ছিল। জিনির পিস্তলের আওয়াজ শুনিয়া তাহারাও পিস্তল চালাইয়া সাড়া দিল, তাহার পর জিনির অনুসরণ করিল। স্মিথ বুঝিল, প্রহরীরা তাহার পলায়নের সংবাদ জানিতে পারিয়াছে ; তাহাকে ধরিবার জন্যই তাহারা সেই দিকে আসিতেছে। স্মিথ গিরিচূড়ায় উঠিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার বিশ্বাস ছিল—সে গিরিচূড়ায় উপস্থিত হইতে পারিলে অশ্বারোহীরা তাহাকে ধরিতে পারিবে না ; সে পাহাড় অতিক্রম করিয়া নিরাপদে মিঃ ব্লেকের নিকট উপস্থিত হইতে পারিবে।

চতুর্থ কল্প

মিঃ ব্লেকের বিস্ময়

মিঃ ব্লেকের সঙ্গীরা গভীর রাত্রেও ফিরিলেন না দেখিয়া, মিঃ ব্লেক দীপ-নির্ব্বাণ করিয়া শয়ন করিলেন। পরদিন প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গের পরও তিনি কাপ্তেন ওব্রায়েন, ক্যাম্বেলের ছোট ভাই, বা স্মিথকে ফিরিতে না দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইলেন। মিঃ ক্যাম্বেল তাঁহাকে চৌবাচ্চার (sweeming tank) ভিতর সাঁতার দেওয়ার জন্য ডাকিলেন। চৌবাচ্চাটি বাঙ্গলোর অদূরে অবস্থিত; তাহা নলকূপের জলে পূর্ণ থাকিত।

মিঃ ব্লেক চৌবাচ্চায় নামিয়া সাঁতার দিতে আরম্ভ করিলেন; সেই সময় মিঃ ক্যাম্বেলের ছোট ভাই ও কাপ্তেন ওব্রায়েন সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ ধূলি-ধূসরিত, রাত্রি-জাগরণজনিত উদ্বেগ ও ক্লান্তি তাঁহাদের চোখে মুখে পরিস্ফুট।

মিঃ ব্লেক চৌবাচ্চার কিনারায় আসিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা ভ্যাড়া-চোরদের ধরিতে পারিয়াছ কি?"

কাপ্তেন ওব্রায়েন মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "না; কালও তাহারা আর এক পাল ভ্যাড়া চুরী করিয়া পূর্ব্বের মতই সকলের অজ্ঞাতসারে চম্পট দিয়াছে!"

মিঃ ক্যাম্বেল কাপ্তেন ওব্রায়েনের কথা শুনিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তাই বুঝি সর্ব্বাঙ্গে ধূলা মাখিয়া মুখ চুণ করিয়া ফিরিয়া আসিলে? রাত্রি জাগিয়া চোখ বসিয়া গিয়াছে যে! সারা-রাত্রি পরিশ্রমের ফলে তোমরা যে কার্য্যদক্ষতা প্রকাশ করিয়াছ, সেজন্য তোমাদের বুকে সোনার মেডেল ঝুলাইয়া দেওয়া উচিত। তাহারা ভ্যাড়ার পাল চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছে,—ভ্যাড়া মনে করিয়া তোমাদিগকেও যে ধরিয়া লইয়া যায় নাই, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়!"

কাপ্তেন ওব্রায়েন বলিলেন, “সে কাজও যে তাহারা করে নাই—এরূপ মনে করিও না।”

মিঃ ক্যাম্বেল বলিলেন, “বটে! তাহারা কি তোমাদের দলের কাহাকেও ঘোড়া সমেত ধরিয়া লইয়া গিয়াছে?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “স্মিথ কোথায়? তাহাকে দেখিতেছি না কেন?”

কাপ্তেন ওব্রায়েন হতাশভাবে হাত নাড়িয়া বলিলেন, “কিরূপে তাহাকে দেখিবে? কাল রাত্রি দুইটার পর হইতে সে একদম্ ফেরার! আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তবে কি চোরেরা ভ্যাড়ার পালের সঙ্গে স্মিথকেও চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছে? তাহাকে তাহাদের হাতে নিঃশব্দে সঁপিয়া দিয়া তোমরা দু'জনে নিজেদের অকর্ম্মণ্যতার সংবাদ দিতে আসিয়াছ? বীর পুরুষ বটে!”

কাপ্তেন ওব্রায়েন বলিলেন, “স্মিথের সন্ধান না পাওয়ায় আমাদের বড়ই দুশ্চিন্তা হইয়াছে। আমারই দোষে তাহাকে হারাইয়াছি। তোমরা ভিজা কাপড় ছাড়িয়া ঘরে চল, সেখানে গিয়া সকল কথা শুনিও।”

মিঃ ব্লেক ও ক্যাম্বেল সিক্ত পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া বাঙ্গলোয় প্রবেশ করিলেন। বাঙ্গলোর উপবেশন-কক্ষে তাঁহারা চারিজনে উপবেশন করিলে কাপ্তেন ওব্রায়েন বলিতে লাগিলেন, “দেখ ব্লেক, স্মিথকে হারাইয়া আসিলাম, এজন্য আমার মনে কি কষ্ট হইতেছে—তাহা আমিই জানি; তোমাকে তাহা বুঝাইতে পারিব না। তোমার কিরূপ দুশ্চিন্তা হইয়াছে—তাহাও আমি বুঝিতে পারিয়াছি। সকল কথা সঙ্ক্ষেপেই বলিতেছি শোন।

“আমরা ওয়ালাবালায় উপস্থিত হইয়া জেমিসনের অভিপ্রায় অনুসারেই চলিতে সম্মত হইলাম। জেমিসন বিভিন্ন স্থানে পাহারা দেওয়ার জন্য আমাদিগকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করিল; দুই জন করিয়া আমরা এক এক দলে রহিলাম। সীমানার চারি দিকে যে বেড়া আছে—সেই বেড়ার বিভিন্ন অংশে এক একদলের পাহারার ভার পড়িল। স্মিথ আমার সঙ্গে চলিল। বিনাগঙ্গের সীমা-সন্নিকটে যে খোঁয়াড় আছে—তাহাতে এক পাল ভ্যাড়া ছিল; আমি ও স্মিথ সেই ভ্যাড়াগুলি

পাহারা দিতে লাগিলাম। স্থির হইয়াছিল—আমরা উভয়ে চারি মাইল স্থান ব্যাপিয়া পাহারা দিব; এজন্য সেই চারি মাইলের ঠিক মধ্যস্থলে আমরা আড্ডা করিলাম,এবং উভয়ে এক এক দিকে দুই মাইল ঘুরিয়া বেড়াইবার সঙ্কল্প করিলাম। স্মিথকে বলিলাম—আমি এক দিকে দুই মাইল ঘুরিয়া আড্ডায় ফিরিয়া আসিলে সে অন্য দিকে দুই মাইল যাইবে। আমাদের আড্ডার অদূরে খোঁয়াড়ের দরজা; এইরূপ পাহারার ব্যবস্থায় আমাদের একজন সর্ব্বদা খোঁয়াড়ের দরজার উপর দৃষ্টি রাখিতে পারিবে বুঝিয়া আমরা কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম।

"আমি স্মিথকে আড্ডায় রাখিয়া নির্দ্দিষ্ট দুই মাইল পাহারা দিতে চলিলাম; স্তব্ধ রাত্রি, কোন দিকে কোন শব্দ ছিল না। চোরের সন্ধান না পাইয়া আমি অধীর হইয়া উঠিলাম, এবং আমাদের 'বীটে'র পরে যাহাদের 'বীট' ছিল—সেই দিকে চোরের কোন সাড়া পাওয়া গিয়াছে কি না জানিবার জন্য আরও দুই মাইল ঘোড়া ছুটাইয়া চলিলাম। এইজন্য আড্ডায় ফিরিতে আমার প্রায় তিন ঘণ্টা বিলম্ব হইল। স্মিথ তখন একাকী খোঁয়াড়ের ভ্যাড়াগুলির পাহারায় ছিল; কথা ছিল—আমি ঘুরিয়া না আসিলে সে আড্ডা ছাড়িয়া অন্য দিকে যাইবে না। কিন্তু আমি আড্ডায় আসিয়া স্মিথকে সেখানে দেখিতে পাইলাম না! খোঁয়াড়ের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—যে খোঁয়াড় মেষপালে পূর্ণ দেখিয়া গিয়াছিলাম—তাহা খালি, খোঁয়াড়ে একটিও ভ্যাড়া নাই! আমি 'হুইশ্ল' দিলাম; কিন্তু স্মিথের সাড়া পাইলাম না। কোথায় ভ্যাড়ার পাল, কোথায় স্মিথ!—আমি ব্যাকুল হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ 'হুইশ্ল' দিতে লাগিলাম, কিন্তু স্মিথ নিরুদ্দেশ!—তখন আমার বড় ভয় হইল; কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে ভাবিয়া আমি দ্রুতবেগে পাশের আড্ডায় উপস্থিত হইলাম। সেখানে জেমিসনের দুইজন অশ্বারোহী অনুচরকে দেখিয়া তাহাদিগকে মেষপালের ও স্মিথের অন্তর্দ্ধানের সংবাদ জানাইলাম। তাহাদের একজন আমার সঙ্গে আমাদের আড্ডায় আসিল, আর একজন অন্য আড্ডায় চলিল। তাহার পর আধ ঘণ্টার মধ্যে জেমিসনের প্রায় ত্রিশজন অনুচর লণ্ঠন লইয়া আমাদের আড্ডায় উপস্থিত হইল। সকলেই দেখিল—খোঁয়াড়ের ভ্যাড়ার পাল অদৃশ্য হইয়াছে, খোঁয়াড় খালি! চোরেরা ভ্যাড়া চুরি করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে, এবং

স্মিথকেও বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে—এ বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ হইল। খোঁয়াড়ের দরজা খোলা দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারিলাম ভ্যাড়াগুলি সেই দিক দিয়াই স্থানান্তরিত হইয়াছে। আমরা লণ্ঠনের আলোকের সাহায্যে সেই পথে অগ্রসর হইলাম, এবং কয়েক মিনিট পরে বিনাগঞ্জের পশুচারণ-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম। মেষের পাল সেই দিকে পরিচালিত হইয়া থাকিলে সেই অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা অধিক দূর যাইতে পারে নাই বুঝিয়া আমরা চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িলাম, এবং বিভিন্ন দলে বিনাগঞ্জের দিকে অগ্রসর হইলাম। ক্রমে পূর্ব্বাকাশ পরিষ্কৃত হইল, আমরা উষালোকে মাঠের বহুদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম; কিন্তু কোন দিকে একটিও ভ্যাড়া দেখিতে পাইলাম না। মনে হইল শত শত মেষ এই পথে আসিয়া হঠাৎ বাতাসে মিশিয়া গিয়াছে! আমরা তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছুটাইয়া বহুদূর গিয়াও অপহৃত মেষপালের সন্ধান পাইলাম না, ইহা কি দুর্ব্বোধ্য রহস্য নহে? হঠাৎ বাতাসে না মিশিলে এতগুলি ভ্যাড়া গেল কোথায়?"

মিঃ ক্যাম্বেল বলিলেন, "ভ্যাড়ার পালের পদচিহ্নের অনুসরণ করিয়াছিলে?"

কাপ্তেন ওব্রায়েন বলিলেন, "হাঁ, পদচিহ্নের অনুসরণ করিয়া আমরা একটা পাহাড়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম; কিন্তু পাথরের উপর ভ্যাড়ার ক্ষুরের চিহ্ন দেখিতে পাই নাই। সুতরাং তাহারা কোন্ দিকে অদৃশ্য হইয়াছে বুঝিতে পারি নাই। জেমিসনের অনুচরেরা এখনও চারি দিকে অপহৃত মেষপালের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; তাহাদের কোন সংবাদ পাইয়াছে কি না তাহা এখনও শুনিতে পাই নাই। স্মিথ বোধ হয় মেষপালের সঙ্গেই অদৃশ্য হইয়াছে, তাহাকে খুঁজিয়া কোথাও পাওয়া যায় নাই। অগত্যা আমরা ব্লেককে এই দুঃসংবাদ জানাইতে আসিলাম। উনি হয় ত তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার কোন ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।"

মিঃ ব্লেক নিঃশব্দে সকল কথা শুনিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন, অবশেষে বলিলেন, "তুমি বলিলে পাথরের উপর ভ্যাড়ার ক্ষুরের চিহ্ন দেখিতে না পাওয়ায় তাহারা কোন্ দিকে গিয়াছে বুঝিতে পার নাই?"

কাপ্তেন ওব্রায়েন বলিলেন, "কিরূপে বুঝিব ?—পাথরের উপর ত তাহাদের পদচিহ্ণ নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই প্রস্তরাকীর্ণ প্রান্তর কি বহুদূর-বিস্তৃত ?" (very extensive ?)

কাপ্তেন ওব্রায়েন বলিলেন, "হাঁ, সুবিস্তীর্ণ বটে ; সেই প্রস্তরাকীর্ণ বিস্তৃত প্রান্তর একটি পাহাড়ের পাদমূল পর্য্যন্ত প্রসারিত। সেই পাহাড়টি বিনাগঙ্গ মাহালের মধ্যস্থলে অবস্থিত। পাহাড়টির নাম মরুগিরি। তাহার চতুর্দ্দিকের তরু তৃণ-বর্জ্জিত মরুময় প্রান্তর রাশি রাশি প্রস্তর দ্বারা সমাচ্ছন্ন। তাহা দুর্গম, দুরারোহ ; এবং এরূপ অনুর্ব্বর যে,কোথাও একটি ঘাস পর্য্যন্ত নাই। পাহাড়ের শৃঙ্গগুলি অত্যন্ত উচ্চ ; তাহাদের পাশে দুই চারিটি সরু গলি দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পাহাড়ের উপত্যকা পার হইয়া সেই সকল গলির ভিতর প্রবেশ করা অসাধ্য মনে হয়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বিনাগঙ্গ মাহালের কোন নক্সা আছে ?"

মিঃ ক্যাম্বেল বলিলেন, "হঁা, আমার আফিসে জরীপের নক্সা আছে—তাহা প্রায় দশবৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল। সেই মাহালের সকল অংশ জরীপ করা সম্ভবপর না হইলেও ঐ নক্সা হইতে উহার এলাকা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা হয়, ইহার চৌহদ্দীও জানিতে পারা যায়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি তোমার সঙ্গে তোমার আফিসে গিয়া নক্সাখানি দেখিয়া আসিব।"

কাপ্তেন বলিলেন, "তাহাতে আর আপত্তি কি ? কিন্তু তুমি এখন কি করিবে ? যদি স্মিথের সন্ধানে যাও—তাহা হইলে আমরাও কি তোমার সঙ্গে যাইব ? না, তুমি একা যাইবে, আমরা এখানেই তোমার জন্য অপেক্ষা করিব ?"

মিঃ ব্লেক কয়েক মিনিট চিন্তা করিয়া বলিলেন, "চোরেরা যখন ভেড়ার পাল চুরী করিয়া লইয়া যাইতেছিল—সেই সময় স্মিথকে দেখিতে পাইয়া তাহারা তাহাকেও ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। স্মিথ গোপনে তাহাদের অনুসরণ করিলে এতক্ষণ নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিত। তাহারা তাহাকে লইয়া গিয়া কোথায় লুকাইয়া

রাখিয়াছে তাহা তোমরা জানিতে পার নাই; কিন্তু তাহা জানিতে হইবে। আমার বিশ্বাস, আমরা বলপ্রয়োগ করিয়া তাহাকে বা ভ্যাড়াগুলিকে উদ্ধার করিতে পারিব না। তাহাদের উদ্ধারের জন্ম আমাদিগকে কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে। যদি আমরা একাধিক ব্যক্তি মিলিয়া চেষ্টা করিতে যাই, তাহা হইলে আমাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইবে; বিশেষতঃ তোমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পার নাই, সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছ, এবং অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছ,—এজন্ম আমার ইচ্ছা তোমরা এখানেই বিশ্রাম কর। আমি কোন্ পন্থা অবলম্বন করিব—তাহা এখনও স্থির করিতে পারি নাই; তবে নক্সাখানি পরীক্ষা করিয়া হয় ত একটা উপায় স্থির করিতে পারিব। তাহার পর একাকীই স্মিথকে খুঁজিতে যাইব। তোমরা কিরূপ কাজের লোক, তাহার পরিচয় ত যথেষ্টই পাওয়া গিয়াছে; ইহার পর আমার সঙ্গে গিয়া আর বেশী কি বাহাদুরী প্রকাশ করিবে?—তাহার প্রয়োজন নাই; তোমরা এখন শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম-সুখ উপভোগ কর। তোমাদের কাজ শেষ হইয়াছে।"

কাপ্তেন ওব্রায়েন বলিলেন, "বল কি ব্লেক! স্মিথ কোথায় গিয়া বিপদে পড়িল, আর আমরা তাহার উদ্ধারের চেষ্টা না করিয়া নাক ডাকাইয়া ঘুমাইব!—এ কি একটা কথা? না, না, আমাকে সে রকম ইতর মনে করিও না। স্মিথের এই বিপদের জন্ম আমিই দায়ী—ইহা কি ভুলিতে পারি? যদি আমি তোমার সঙ্গে গিয়া তোমাকে সাহায্য করিতে না পারি—তখন ফিরিয়া আসিব; কিন্তু আমি এখন ঘুমাইতে পারিব না।"—এ কথাতেও ব্লেকের গোঁ ফিরিল না।

মিঃ ক্যাম্বেলের ছোট ভাইও পুনর্ব্বার তাঁহার সঙ্গে যাইতে উৎসুক হইল; মিঃ ব্লেক তাহাকেও বিশ্রাম করিতে বলিলেন।

মিঃ ক্যাম্বেল মিঃ ব্লেককে সঙ্গে লইয়া তাঁহার আফিস-ঘরে চলিলেন; মিঃ ব্লেক বিনাগঙ্গ তালুকের নক্সা দেখিয়া স্মিথের উদ্ধারের কি কৌশল আবিষ্কার করিবেন—কাপ্তেন বা ক্যাম্বেল তাহা বুঝিতে পারিলেন না। মিঃ ক্যাম্বেল দীর্ঘকাল অষ্ট্রেলিয়ায় বাস করিলেও মিঃ ব্লেকের শক্তি সামর্থ্য সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিয়া-

ছিলেন; লণ্ডনে তাঁহার ন্যায় বহুদর্শী প্রতিভাবান ডিটেক্‌টিভ একান্ত বিরল—এ সংবাদও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না; এজন্য মিঃ ব্লেকের প্রস্তাবে তিনি বিস্মিত না হইয়া বিনাগঙ্গ তালুকের নক্সাখানি তাঁহাকে দেখিতে দিলেন।

নীল কালীতে নক্সাখানি অঙ্কিত; কালী বিবর্ণ হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক সুবৃহৎ নক্সাখানি খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন, এবং তাহার প্রত্যেক অংশ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে তিনি মাথা তুলিয়া কাপ্তেন ক্যাম্বেলকে বলিলেন, "বাহিরে ঘোড়ার পদশব্দ শুনিতে পাইতেছি; কে আসিতেছে দেখিয়া আসিবে কি? আমার বিশ্বাস, যে অশ্বারোহী আসিতেছে—তাহার নিকট সংবাদ পাইবে—স্মিথের ঘোড়া ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু স্মিথের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।"

মিঃ ক্যাম্বেল সেই কক্ষ হইতে বাহিরের বারান্দায় উপস্থিত হইলেন; এক জন অশ্বারোহী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া কয়েকটি কথা বলিল। তাহা শুনিয়া তিনি মিঃ ব্লেকের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন, এবং তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার কথা সত্য, তুমি কিরূপে জানিলে স্মিথের ঘোড়া ফিরিয়া আসিয়াছে এবং এখনও স্মিথের সন্ধান পাওয়া যায় নাই?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ঘোড়াটা ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয় নাই। তাহাকে দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়—সে পেট ভরিয়া ঘাস জল খাইতে পাইয়াছিল; তাহার দেহে ক্লান্তির কোন লক্ষণ নাই।—সত্য কি না?"

মিঃ ক্যাম্বেল বলিলেন, সম্পূর্ণ সত্য। তুমি ইহাই বা কিরূপে জানিলে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি এই সংবাদেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম; এখন আমাকে একটি ঘোড়া আনাইয়া দাও, একবার ঘুরিয়া আসি।"

মিঃ ক্যাম্বেল বলিলেন, "কাপ্তেনকে ও ভায়াকে লইয়া আমিও তোমার সঙ্গে যাইব কি?"

মিঃ ব্লেক তাঁহার পিস্তলে একটি টোটা পুরিয়া পকেটে ফেলিলেন, তাহার পর বলিলেন, "না, আমি একাকীই যাইব; তোমাদের সঙ্গে লইলাম না বলিয়া

দুঃখিত হইও না; কেবল টাইগারকেই লইয়া যাইব। আমি যেরূপ অনুমান করিয়াছি—তাহা সত্য হইলে আমাকে একাকী সতর্কভাবে চলিতে হইবে। যদি আমার অনুমান মিথ্যা হয়—তাহা হইলে আমার সকল শ্রম বিফল হইবে। সকল কষ্ট আমি একাকী সহ্য করিব; তোমরা আমার সঙ্গে অনর্থক কেন কষ্ট ভোগ করিবে? বিশেষতঃ, আমাদের দলের অন্যান্য লোক এখনও স্মিথকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, সুতরাং তোমাদের না যাইলেও ক্ষতি নাই।"

মিঃ ক্যাম্বেল বলিলেন, "বেশ তাহাই হউক; কিন্তু আমি তোমার মতলবটা বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া স্মিথের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে—তাহাও আমার অজ্ঞাত।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "প্রিয় বন্ধু, আমি যে সূত্র অবলম্বন করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব—সে সূত্র তোমার কাছেই পাইয়াছি।"

মিঃ ক্যাম্বেল সবিস্ময়ে বলিলেন, "আমার কাছে পাইয়াছ! আমি ত এখনও তোমাকে কোন রকম সাহায্য করিতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছ। যদি আমার চেষ্টা সফল হয়—তাহা হইলে পরে সে সকল কথা জানিতে পারিবে।"

মিঃ ক্যাম্বেল আর কোন কথা বলিলেন না। পাঁচ মিনিট পরে মিঃ ব্লেক তাঁহার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন। তিনি টাইগারের গলার কলারে একটি লম্বা শিকল বাঁধিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। কয়েকখানি 'স্যাণ্ডউইচ' কাগজে মুড়িয়া পকেটে ফেলিলেন, এবং পানীয় জলের বোতল ও রজ্জু জীনের সঙ্গে বাঁধিয়া লইলেন। তাহা দেখিয়া কাপ্তেন ক্যাম্বেল বুঝিতে পারিলেন—মিঃ ব্লেক শীঘ্র ফিরিয়া আসিবেন না।—মিঃ ব্লেক দ্রুতবেগে ওয়ালাবালার অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

বিনাগঙ্গ তালুকের মধ্যস্থলে যে অনুর্ব্বর তরু তৃণাদিবর্জ্জিত দুর্গম পাহাড় ছিল—তাহার অন্তরালে সুশীতল আতট জলপূর্ণ হ্রদ ও তাহার তটে শ্যামল তৃণদলশোভিত প্রান্তর থাকিতে পারে, ইহা সেই স্থানের কোন লোক বিশ্বাস করিতে পারে নাই; এবং কেহ কোন দিন সেই পাহাড় পার হইবারও চেষ্টা করে নাই। নক্সাতেও

লিখিত ছিল—সেই পার্ব্বত্য ভূভাগ তরু তৃণবর্জ্জিত, অনুর্ব্বর, দুর্গম, মরুতুল্য স্থান। তাহা 'মরণ-উপত্যকা' (Death Valley) নামে অভিহিত। কিন্তু জেমিসনের একজন প্রহরীর ঘোড়া আরোহীহীন অবস্থায় যখন ফিরিয়া আসিয়াছিল, তখন তাহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল দেখা গিয়াছিল, তাহার উদর পূর্ণ ছিল; আবার স্মিথের ঘোড়াও সেই ভাবে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহাকে ক্ষুধিত বা তৃষার্ত্ত বলিয়া মনে হয় নাই। এই জন্য মিঃ ব্লেকের ধারণা হইয়াছিল—সেই পাহাড়ের আড়ালে জলপূর্ণ উর্ব্বর ভূখণ্ড বর্ত্তমান আছে। কোন উপায়ে সেখানে উপস্থিত হইতে পারিলেই তিনি অপহৃত মেষপালগুলি দেখিতে পাইবেন। চতুর চোরেরা মেষপালগুলি অপহরণ করিয়া সেই স্থানেই লুকাইয়া রাখিয়াছে; সেগুলি কোন দিন দেশান্তরে প্রেরিত হয় নাই, এবং অল্প সময়ের মধ্যে সকলের অজ্ঞাতসারে তাহা অন্য কোথাও অদৃশ্য হইতেও পারিত না। এই জন্য মিঃ ব্লেক সেই দুর্গম গিরি-অন্তরালে একাকী গমন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বরাত্রে অপহৃত মেষপাল যে স্থান হইতে অদৃশ্য হইয়াছিল, মিঃ ব্লেক অশ্বারোহনে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন; তিনি সেই স্থানে ঘোড়া হইতে নামিয়া একখণ্ড প্রস্তরে ঘোড়াটাকে বাঁধিয়া রাখিলেন। তাহার পর টাইগারকেও সেই স্থানে বাঁধিয়া পকেট হইতে 'পকেট গ্ল্যাস' বাহির করিয়া লইলেন, এবং সেখানে বসিয়া সেই গ্ল্যাসের সাহায্যে পাহাড়ের সানুদেশ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রায় কুড়ি মিনিট পরীক্ষার পর তিনি প্রস্তরের উপর জুতার গোড়ালীর কয়েকটি দাগ আবিষ্কার করিতে পারিলেন। তিনি টাইগারের গলার শিকল খুলিয়া তাহাকে সঙ্গে লইলেন, এবং ঘোড়ায় চড়িয়া সেই চিহ্নের অনুসরণ করিয়া পাহাড়ে উঠিতে লাগিলেন।

টাইগার এক একবার মুখ নামাইয়া প্রস্তরের ঘ্রাণ লইতে লইতে পাহাড়ের এক অংশ হইতে অন্য অংশে চলিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক তাহার অনুসরণ করিয়া যে স্থানে উপস্থিত হইলেন, সেই স্থানে তরু তৃণ বা নির্ঝরের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না, কেবল পাহাড় আর পাহাড়!

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "ইহাই সেই মরণ-উপত্যকা। এই উপত্যকা

অতিক্রম করিয়া জলপূর্ণ তৃণরাশি-সমাবৃত ভূভাগ দৃষ্টিগোচর হইতে পারে, ইহা কেহই আশা করে নাই। এই জন্ম কোন মেষরক্ষক এই উপত্যকা পার হইবার চেষ্টা করে নাই। কিন্তু আমি ইহার অন্তপ্রান্তে না গিয়া ফিরিব না।"

টাইগার পশ্চাতে দৃষ্টিপাত না করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতেছিল দেখিয়া মিঃ ব্লেক উৎসাহিত হইলেন; কিন্তু সম্মুখে আর পথ নাই; টাইগার পথহীন দুর্গম পাহাড়ের উপর দিয়া লাফাইয়া চলিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক বহুকষ্টে তাহার অনুসরণ করিলেন। টাইগার চলিতে চলিতে দক্ষিণ পার্শ্বের একটি পাহাড়ে উঠিল; তাহা ঢালু হইয়া ক্রমে নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। টাইগার তাহারই ধারে ধারে চলিতে লাগিল। প্রায় কুড়ি মিনিট পরে টাইগার একটি গলির ভিতর প্রবেশ করিল; তাহার দুই দিকে উচ্চ পাহাড় প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান। মিঃ ব্লেকও সেই গলিতে উপস্থিত হইলেন।

টাইগার এই গলির ভিতর কিছু দূর অগ্রসর হইয়া ব্যাকুলভাবে চারি দিকে ঘুরিতে লাগিল। তাহার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল---এতক্ষণ সে যে গন্ধের অনুসরণ করিতেছিল তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছে। মিঃ ব্লেক ঘোড়া হইতে নামিয়া টাইগারকে উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু টাইগার পুনঃপুনঃ সেই স্থানেই ঘুরিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মিঃ ব্লেক অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "বুঝিয়াছি—চোর এই স্থানে আসিয়া সম্ভবতঃ ঘোড়ায় চড়িয়াছিল। (probably mounted his horse here.) কিন্তু আমরা যখন এখানে আসিয়াছি—তখন শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া ফিরিব না। সম্মুখেই চল, টাইগার !"

মিঃ ব্লেক পুনর্ব্বার অশ্বে আরোহন করিলেন; ঠিক সেই সময় কিছু দূরে অশ্বের পদধ্বনি তাঁহার কর্ণ-গোচর হইল; তিনি তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার রাশ টানিয়া সেই গলির অদূরবর্ত্তী একটি পাহাড়ের আড়ালে লুকাইলেন। টাইগারও এক লম্ফে তাঁহার অনুসরণ করিল।

মুহূর্ত্তপরে চারিজন অশ্বারোহী সেই গলির ভিতর প্রবেশ করিয়া, মিঃ ব্লেক যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন—ঠিক সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তিনি প্রায় দশ গজ দূরে লুকাইয়া থাকিয়া তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন।

আগন্তুকগণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া পরামর্শ করিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক পিস্তলটা বাগাইয়া ধরিয়া রুদ্ধনিশ্বাসে তাহাদের কথা শুনিতে লাগিলেন।

একজন অশ্বারোহী বলিল, "না জিনি, সে এতদূর পর্য্যন্ত আসিতে পারে নাই। আমাদের পদশব্দ শুনিতে পাইয়া সে বোধ হয় অন্য কোন গলির ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, এবং কোন পাথরের আড়ালে লুকাইয়া আছে।"

আর একজন অশ্বারোহী বলিল, "এত অল্প সময়ের মধ্যে সে এত দূর আসিবে কি করিয়া? আমার বিশ্বাস, সে এখনও নীচেই লুকাইয়া থাকিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে।"

মিঃ ব্লেক বুঝিলেন, তাহারা স্মিথের সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছিল। তাহারা স্মিথকে কয়েদ করিয়া কোন স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল; স্মিথ কোন কৌশলে সেই স্থান হইতে পলায়ন করায় উহারা তাহার অনুসন্ধান করিতেছিল।

জিনি বলিল, "তোমাদের অনুমান সত্য হইতেও পারে; কিন্তু যদি সে পলায়ন করিয়া লোকালয়ে উপস্থিত হয় তাহা হইলে আমাদের লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না। যেরূপে হউক তাহাকে ধরিতেই হইবে। হ্যারিস্, তুমি এখানে পাহারায় থাক; আমরা নীচে ফিরিয়া গিয়া তাহাকে খুঁজিয়া দেখি। সে এই পথে পলায়নের চেষ্টা করিলেই তাহাকে ধরিবে; তাহাকে ধরাই চাই।"

হ্যারিস্ জিনির প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া ঘোড়ার কাঁধে লাগাম রাখিল, তাহার পর একটা সিগারেট বাহির করিয়া মুখে গুঁজিল। জিনি ও অন্য দুইজন অশ্বারোহী সেই গলির ভিতর দিয়া নীচে নামিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক হ্যারিসের পশ্চাদ্দিকে লুকাইয়া ছিলেন; হ্যারিস্ বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া ধূমপান করিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক পিস্তলের ঘোড়া তুলিয়া বিদ্যুদ্বেগে হ্যারিসের পশ্চাতে উপস্থিত হইলেন। পশ্চাতে মিঃ ব্লেকের অশ্বের পদশব্দ শুনিয়া হ্যারিস্ তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল—একজন অপরিচিত অশ্বারোহীর পিস্তল তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া উদ্যত রহিয়াছে! হ্যারিস্ বিহ্বল দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর বুকের পকেটে হাত দিল। তাহা দেখিয়া মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে

বলিলেন, "শীঘ্র হাত সরাইয়া দুই হাত মাথার উপর উঁচু কর। পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়াছ কি মরিয়াছ। আমার পিস্তলে শব্দ হয় না; তুমি এখানে মরিয়া পড়িয়া থাকিলে তোমার সঙ্গীরা তাহা জানিতে পারিবে না।"

হ্যারিস্ অগত্যা দুই হাত মাথার উপর উঁচু করিয়া হতাশ ভাবে ঘোড়ার উপর বসিয়া রহিল। জিনি ও তাহার সঙ্গীদ্বয় তখন গলির নীচে অদৃশ্য হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোফা! (that's better.) দুই হাত ঐ ভাবে মাথায় তুলিয়া ঘোড়ায় বসিয়া থাক, তাহা হইলে বাঁচিয়া যাইবে। কোন রকম চালাকী করিবার চেষ্টা করিও না। হাত নামাইবে কি, এই পিস্তলের গুলী বোঁ-করিয়া বাহির হইয়া তোমার মাথায় ঢুকিবে—আর তৎক্ষণাৎ অক্কালাভ! আমার এ বড় ভয়ঙ্কর হাতিয়ার।"

হ্যারিস্ এবার কথা কহিল, রাগ করিয়া বলিল, "তুমি কে হে মশায়! হঠাৎ আমাকে এরকম বে-কায়দায় ফেলিয়াছ, তোমার মতলব কি?"

মিঃ ব্লেক ঘোড়াটাকে হ্যারিসের ঠিক পাশে আনিয়া বলিলেন, "আমি কে, সে কথা শুনিয়া তোমার কোন লাভ নাই; তবে আমি কি মতলবে তোমাকে বে-কায়দায় ফেলিয়াছি তাহা শীঘ্রই জানিতে পারিবে, কারণ তাহা জানাইবার জন্যই আমার এখানে আগমন।"

মিঃ ব্লেক তাঁহার হাতের পিস্তল হ্যারিসের কপালের দিকে ঘুরাইয়া-ধরিয়া বাঁ হাতে তাহার পকেট হইতে পিস্তলটি বাহির করিয়া লইলেন; তাহার পর বলিলেন, "তোমার বিষ-দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছি; এখন নিশ্চিন্ত মনে তোমার সঙ্গে আলাপ করিতে পারিব। হাঁ, নিরীহ হাত দু'খানা এখন নামাইতে পার। তোমার হাতিয়ার আমার পকেটে, আর আমার পিস্তলের নলের মুখ তোমার কপালে! অবস্থাটা একটু আতঙ্কজনক বটে, কিন্তু উপায় কি?"

হ্যারিস্ দুই হাত নামাইয়া লইল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু হাত দু'খানা সম্মুখে রাখিলে চলিবে না, দুই হাত পিছনে রাখ।"

হ্যারিস্ রাগ করিয়া বলিল, "এ যে তোমার বিট্‌কেল আব্‌দার!"

মিঃ ব্লেক ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "আব্দার কি? আদেশ বল। আমার হুকুম শীঘ্র তামিল কর। আমার আঙ্গুল নড়িয়াছে কি পিস্তলের ঘোড়া পড়িয়াছে।"

হ্যারিস্ তৎক্ষণাৎ উভয় হস্ত পশ্চাতে রাখিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাত দু'খানি ইচ্ছামত সম্মুখে আনিতে না পার, তাহার ব্যবস্থা করিতেছি।"—তিনি জীন হইতে দড়ি বাহির করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে হ্যারিসের হাত দুইখানি বাঁধিয়া ফেলিলেন।

হ্যারিস্ মুখ সিট্‌কাইয়া বলিল, "উঃ, ছাড়ো, লাগে যে! তুমি কি রকম বেয়াড়া বদ্‌রসিক লোক?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ভয় নাই, বাঁধন আল্‌গা আছে; হাতের মাংস কাটিয়া রস বাহির হইবে না। আর একটু কাজ বাকি, তাহা করিলেই ঘোড়ার পিঠ হইতে তোমার নীচে পড়িবার ভয় দূর হইবে।"—তিনি হ্যারিসের ঘোড়ার লাগাম দিয়া তাহার গলা বাঁধিলেন, রুমাল দিয়া মুখও বাঁধিলেন; তাহার পর বলিলেন, "এখন ঘোড়া লইয়া তোমাদের গুপ্ত আড্ডার দিকে চল।"

হ্যারিস্ পশ্চাতে চাহিয়া ভীষণদর্শন রক্তচক্ষু টাইগারকে দেখিতে পাইল; টাইগার দাঁত বাহির করিয়া আরক্ত নেত্রে হ্যারিস্‌কে অবলোকন করিতেছিল। হ্যারিস্ বলিল, "ওরে বাপ্‌রে! বাঘের মত ভয়ঙ্কর কুকুর! আমার মাথাটা গিলিয়া ফেলিতে পারে। তুমি ত সোজা লোক নও, মশায়! শেষে কি কুকুর লেলাইয়া দিবে? কোথায় যাইবে চল।"

হ্যারিস্ আগে আগে চলিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক টাইগারসহ তাহার অনুসরণ করিলেন; কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন, তিনি বাঘের মুখের ভিতর প্রবেশ করিতেছেন! (entering the jaws of the tiger.) যাহার আদেশে ও কৌশলে পালে পালে মেষ অপহৃত হইয়া অদৃশ্য হইয়াছে, তাহার বুদ্ধি ও জোগাড়-যন্ত্র যে অসাধারণ—এ বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাঁহার এই অভিযানের শেষ ফল কি, তাহাই তিনি ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন। হ্যারিস্‌কে একাকী পাইয়া তিনি তাহাকে বন্দী করিতে পারিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার

সঙ্গীরা আসিয়া যখন তাঁহাকে আক্রমণ করিবে—তখন তিনি কিরূপে আত্মরক্ষা করিবেন—তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

মিঃ ব্লেক গন্তব্য পথটি চিনিয়া রাখিবার জন্ম চতুর্দ্দিক লক্ষ্য করিয়া হ্যারিসের অনুসরণ করিলেন। সেই পথের চিত্র যেন তাঁহার মানস-পটে অঙ্কিত হইল। তিনি মনে মনে বলিলেন, "প্রয়োজন হইলে অন্তের সাহায্যব্যতীত এই দুর্গম পথে ফিরিতে পারিব।"—হ্যারিস্ পশ্চাতে না চাহিয়া গলির পর গলি অতিক্রম করিতে লাগিল, মিঃ ব্লেকও প্রত্যেক গলির মোড় চিনিয়া রাখিতে লাগিলেন। হ্যারিস্ ক্রমশঃ আমেলিয়ার আবিষ্কৃত শ্যামল তৃণরাজি-সুশোভিত তটশালিনী গিরি-তরঙ্গিনী-সন্নিহিত হ্রদের দিকে অগ্রসর হইল। সেই দুর্গম দুষ্প্রবেশ্য তরু তৃণবর্জ্জিত গিরিরাজির অন্তরালে কি রমণীয় স্থান বিরাজিত রহিয়াছে—তাহা মিঃ ব্লেক তখন বুঝিতে না পারিলেও আশ্বস্ত হৃদয়ে নিঃশব্দে হ্যারিসের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে একটি গলি অতিক্রম করিয়া তিনি সম্মুখে চাহিতেই যে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে পাইলেন, তাহা হইতে আর চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না। সেই সুযোগে হ্যারিস্ মুখের বাঁধন খুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল। মিঃ ব্লেক বুঝিলেন—সে চিৎকার করিয়া তাহার দলের লোকগুলিকে সতর্ক করিতে চাহে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া পুনর্ব্বার তাহার মুখ দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া ফেলিলেন; তাহার পর তাহাকে ঘোড়া হইতে নীচে নামাইয়া গলির পাশে একটি গাছের সঙ্গে বাঁধিলেন। তিনি ঘোড়া দুইটিকেও সেই স্থানে বাঁধিয়া টাইগারের গলার শিকল খুলিয়া দিলেন, এবং তাহাকে হ্যারিসের পাহারায় রাখিয়া বৃক্ষশ্রেণীর ছায়ায় ছায়ায় কুটীরগুলির দিকে অগ্রসর হইলেন। যেখানে গাছ-পালা ছিল না, খোলা মাঠ—সেখানে তিনি ঘাসের ভিতর বসিয়া গুড়ি মারিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমেই যে কুটীরের নিকট উপস্থিত হইলেন, তাহার দ্বার রুদ্ধ ছিল। মিঃ ব্লেক সেই কুটীর-সন্নিহিত একটি বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, সেই সময় অদূরবর্ত্তী আর একটি কুটীরের দ্বার খুলিয়া জিনি তাঁহার কিছু দূরে আসিয়া দাঁড়াইল। মিঃ ব্লেক বৃক্ষের আড়ালে থাকায় সে তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। মিঃ ব্লেক নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে জিনির পশ্চাতে

আসিলেন, এবং তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া পিস্তল তুলিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া দাঁড়াও বুড়া !"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া জিনি সভয়ে ঘুরিয়া দাঁড়াইল, এবং বিচলিত স্বরে বলিল, "কে তুমি ?—কিরূপে এখানে—"

মিঃ ব্লেক তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিলেন, "শীঘ্র দুই হাত মাথায় তুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াও। এক পা নড়িয়াছ কি মরিয়াছ।"

জিনি মিঃ ব্লেকের উদ্যত পিস্তলের দিকে চাহিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিল; তখন মিঃ ব্লেক হ্যারিসের পিস্তলটা যে ভাবে তাহার পকেট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন, জিনির পিস্তলটিও সেই ভাবে হস্তগত করিলেন। অতঃপর তিনি জিনিকে বাঁধিবার জন্য রজ্জুর সন্ধানে পকেট হাতড়াইতে লাগিলেন। সেই সময় অদূরবর্ত্তী কুটীর হইতে কে একজন বলিয়া উঠিল, "ওখানে কথা কহিতেছ—তুমি কে ?"

জিনি কোন কথা বলিল না। মিঃ ব্লেক কুটীরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কি কুটীরের ভিতর হইতে কথা বলিতেছ ? কে তুমি ?"

উত্তর হইল, "আমি কয়েদী ; তুমি শত্রু না মিত্র ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মিত্র মনে করিতে পার ; তোমাকে কি বাঁধিয়া রাখিয়াছে ?"

উত্তর হইল, "আমার দুই হাতই বাঁধা আছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি ঝাঁপের দরজা ঠেলিয়া বাহিরে আসিতে পারিবে কি ?"

উত্তর হইল, "চেষ্টা করিয়া দেখি। পাহারাওয়ালা আমাকে গুলী করিয়া মারিবে না ত ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নির্ভয়ে এস।"

দুই তিন মিনিট পরে কয়েদীটা ঝাঁপের দ্বার ঠেলিয়া কুটীরের বাহিরে আসিল। মিঃ ব্লেক তাহাকে দেখিয়াই বুঝিলেন—সে জেমিসনের মেষরক্ষী ; তাহার উভয় হস্ত রজ্জুবদ্ধ। সে জিনিকে দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া, অদূরে

দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া খুসী হইয়া বলিল, "কেমন জব্দ জিনি! শক্ত লোকের পাল্লায় পড়িয়া গিয়াছ! আমি কথা শুনিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম—কেহ আমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমাকে ঐ কুটীরে কয়েদ করিয়া রাখা হইয়াছিল—তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই। আমার কাছে সরিয়া এস, তোমার হাতের বাঁধন কাটিয়া দিতেছি।"

সে মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিলে, ব্লেক বাঁ হাতে পিস্তলটা জিনির কপালের কাছে ধরিয়া-রাখিয়া, ডান হাতে কয়েদীর উভয় হস্তের বন্ধনরজ্জু ছিন্ন করিলেন। ছুরি তাঁহার পকেটেই ছিল।

কয়েদী মুক্তি লাভ করিলে মিঃ ব্লেক তাহাকে বলিলেন, "তোমার কোমরবন্দ (belt) খুলিয়া লইয়া এই লোকটার দুই হাত বাঁধো। আশা করি ইহাতে তোমার আপত্তি নাই।"

কয়েদী বলিল, "আপত্তি? না মহাশয়, আমি খুবই রাজী আছি; আমাকে কি এই 'রাস্কেল' কম কষ্ট দিয়াছে?"

মিঃ ব্লেক প্রান্তরের সুদূর প্রান্তে দৃষ্টিপাত করিয়া দুইজন অশ্বারোহীকে সেই দিকে আসিতে দেখিলেন। তাহারা জিনির সহচর,—ইহা বুঝিতে পারিয়া মিঃ ব্লেক কয়েদীকে বলিলেন, "শীঘ্র কাজ শেষ কর। উহার দলের দুইজন লোক এই দিকে আসিতেছে; উহাদিগকেও বাঁধিতে হইবে।"

কয়েদী কোমরবন্দ খুলিয়া তদ্দারা জিনির হাত-দু'খানি দৃঢ়রূপে বাঁধিতে লাগিল। জিনি একবার বাধাদানের চেষ্টা করিল; কিন্তু মিঃ ব্লেকের পিস্তল তখনও তাহার ললাটে উদ্যত ছিল। পিস্তলের গুলী মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার ললাট বিদীর্ণ করিতে পারে ভাবিয়া সে বন্ধনে আপত্তি করিল না। অতঃপর তাহার মুখ বাঁধিয়া তাহাকে সেই কুটীরে আবদ্ধ করা হইল।

পূর্ব্বোক্ত অশ্বারোহীদ্বয় সঙ্কীর্ণকায়া বক্রগামিনী গিরিনদীর কূলে কূলে চলিতে লাগিল, মিঃ ব্লেক বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন; তাহার পর তিনি পূর্ব্বোক্ত বন্ধনমুক্ত লোকটিকে বলিলেন, "তুমি বোধ হয়

ওয়ালাবালার কোন মেষপালের রাখাল; তোমাকে কি এখানে ইহারা ধরিয়া আনিয়াছিল?"

বন্ধনমুক্ত কয়েদী বলিল, "হাঁ মহাশয়, ভ্যাড়ার পালের সঙ্গে উহারা আমাকে ধরিয়া আনিয়া এখানে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার নাম কি?"

"রিচার্ডস্।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "দেখ রিচার্ডস্, আমরা ঐ দুইজন অশ্বারোহীকেও কয়েদ করিব; কিন্তু উহাদিগকে এখানে আনিতে হইলে পিস্তলের আওয়াজ করিতে হইবে। সেই আওয়াজ শুনিলে উহারা উহাদের দলের লোকের ইঙ্গিত মনে করিয়া এদিকে আসিবে; তখনই উহাদিগকে কয়েদ করিতে হইবে। আমরা উহাদিগকে গুলী করিবার ভয় দেখাইলে উহারা সহজেই আত্মসমর্পণ করিবে, সেই সময় উহাদের পিস্তল কাড়িয়া-লইয়া উহাদিগকে বাঁধিতে পারিবে না?"

রিচার্ডস্ বলিল, "নিশ্চয়ই পারিব। জিনির যে দশা হইয়াছে—উহাদেরও সেই দশা হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উহাদের দলের আর একজনকেও আমি গলির ভিতর বাঁধিয়া-রাখিয়া আসিয়াছি। ঐ দুইজনকে কয়েদ করিতে পারিলেই আমরা নিশ্চিন্ত হইব; আর বিলম্ব করিলে চলিবে না।"

রিচার্ডস্ কুটীর-সন্নিহিত একটি গুল্মের আড়ালে লুকাইল। মিঃ ব্লেক একটি বৃক্ষের অন্তরাল হইতে পিস্তলের আওয়াজ করিলেন। সেই শব্দ শুনিয়া পূর্ব্বোক্ত অশ্বারোহীদ্বয় তাঁহাদের নিকট অগ্রসর হইল; তাহা দেখিয়া মিঃ ব্লেক ও রিচার্ডস্ ঠিক একই সময়ে তাহাদের সম্মুখে লাফাইয়া পড়িলেন। উভয়েই তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল তুলিলেন, এবং তাহাদিগকে দুই হাত উর্দ্ধে তুলিতে আদেশ করিলেন। হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া তাহারা ভয়ে ও বিস্ময়ে দুই হাত মাথার উপর তুলিল; তখন মিঃ ব্লেক বলিলেন, "রিচার্ডস্, শীঘ্র উহাদের পিস্তল কাড়িয়া লইয়া উহাদিগকে বাঁধিয়া ফেল।"

অশ্বারোহীদ্বয় আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই রিচার্ডস্ তাহাদের উভয়ের

পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া লইল। সে পিস্তল দুইটি মিঃ ব্লেকের সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের হাত বাঁধিল। মিঃ ব্লেক পিস্তল উচাইয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি রিচার্ডস্‌কে বলিলেন, "রিচার্ডস্, জিনিকে এখন কুটীর হইতে বাহির করিয়া আন।"

রিচার্ডস্ জিনিকে কুটীরের বাহিরে আনিয়া মিঃ ব্লেকের ইঙ্গিতে একটি অশ্বে আরোহন করাইল। তখন মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বন্ধুগণ, তোমরা বন্দী, এখন আমরা এই স্থান ত্যাগ করিব। রিচার্ডস্ তোমাদের আগে যাইবে, আমি তোমাদের পশ্চাতে থাকিব। তোমাদের যে কেহ পলায়নের চেষ্টা করিবে—তাহাকেই আমি গুলী করিয়া মারিব। তোমাদের আর একজন সঙ্গীকেও আমি কিছু দূরে বাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছি; তাহাকেও আমার সঙ্গে লইয়া যাইব। এখন চল।"

মিঃ ব্লেক যে দিক হইতে আসিয়াছিলেন, রিচার্ডস্ সেই দিকে চলিল। জিনি ও তাহার সঙ্গীদ্বয় তাহার অনুসরণ করিল। মিঃ ব্লেক পিস্তল-হস্তে সকলের পশ্চাতে চলিলেন। তিনি হ্যারিসের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে তাহার ঘোড়ায় তুলিয়া দিলেন, এবং স্বয়ং অশ্বে আরোহন করিয়া টাইগারসহ সেই সমতল ক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন।

মিঃ ব্লেক সদলে আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া পাহাড়ের উপর অশ্বের পদ-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। সেই শব্দ শুনিয়া তাঁহার কয়েদীরা আনন্দে ও উৎসাহে হুঙ্কার দিল। মিঃ ব্লেক কোন নূতন শত্রুর আগমন-সম্ভাবনায় উৎকণ্ঠিত হইয়া পিস্তল উদ্যত করিলেন, এবং রিচার্ডসকেও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। জিনির পিস্তল পূর্ব্বেই রিচার্ডসের হস্তগত হইয়াছিল।

দূরাগত অশ্বের পদধ্বনি ক্রমেই তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। কিছু কাল পরে একটি বাঁক পার হইয়া তাঁহারা একজন অশ্বারোহীকে দেখিতে পাইলেন; অশ্বারোহী পাহাড়ের উপর দিয়া তাঁহাদের দিকেই আসিতেছিল। অশ্বারোহী আরও নিকটে আসিলে মিঃ ব্লেক দেখিলেন—অশ্বারোহী পুরুষ নহে, রমণী!—এই দুর্গম দুরারোহ গিরি-উপত্যকায় অশ্বপৃষ্ঠে নারী! কে এই নারী?

—মিঃ ব্লেক বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে কৃষ্ণকায় তেজস্বী বৃহৎ ওয়েলার-পৃষ্ঠে উপবিষ্টা সেই পরমাসুন্দরী, উজ্জ্বলবেশধারিণী, পাবকশিখারূপিনী রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কয়েক মিনিট পরে সে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া অশ্বরশ্মি সংযত করিল। মিঃ ব্লেক দেখিলেন—সেই যুবতী আমেলিয়া কার্টার!

মিঃ ব্লেকের মুখ হইতে বিস্ময়সূচক অস্ফুট ধ্বনি নিঃসারিত হইল। তিনি পিস্তল নামাইয়া মুগ্ধদৃষ্টিতে আমেলিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এ কি প্রণয়িণীর সহিত প্রণয়ীর মিলন, না—প্রতিদ্বন্দ্বা-যুগলের সমর-আয়োজন?

পঞ্চম কল্প

বুনো ওল,—বাঘা তেঁতুল

আমেলিয়াকে সেই দুর্গম গিরিপাদমূলে মিঃ ব্লেকের সম্মুখে রাখিয়া এবার আমরা এডওয়ার্ড জেমিসনের অনুসরণ করিব।

জেমিসনের অধিকৃত ওয়ালাবালা তালুকের বিভিন্ন চারণ-ক্ষেত্র ও খোঁয়াড় হইতে অসংখ্য মেষ পালে-পালে অদৃশ্য হওয়ায়, এবং কে কি কৌশলে প্রহরীগণের অজ্ঞাতসারে তাহার হাজার হাজার মেষ চুরী করিয়া লইয়া যাইতেছে তাহা বুঝিতে না পারায়, ক্রোধে ক্ষোভে সে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিল। অবশেষে যে রাত্রে তাহার হিতৈষী মিত্রগণের সমবেত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া আমেলিয়া ও তাহার অনুচরেরা তাহার আরও এক পাল মেষ অপহরণ করিল,এবং মিঃ ব্লেকের সহকারী স্মিথ পর্য্যন্ত অদৃশ্য হইল, সেই রাত্রের দুঃসংবাদ পাইয়া জেমিসন আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। সে জন ট্রিহার্ণকে পূর্ব্বেই চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল, এবং ট্রিহারণ্ তাহার ভ্যাড়ার পাল চুরী করিয়া কোথাও লুকাইয়া রাখিয়াছেন অনুমান করিয়া বিনাগঙ্গ তালুকের সর্ব্বস্থানে অনুসন্ধান করিয়াছিল, কিন্তু বিনাগঙ্গের কোন অংশে সে একটিও ভ্যাড়া দেখিতে পায় নাই। তথাপি সে মিঃ ট্রিহার্ণকেই সকল অনিষ্টের মূল মনে করিয়া, তাঁহার ধৃষ্টতার কঠোর প্রতিফল দানের জন্য পরদিন প্রভাতে অশ্বারোহনে বিনাগঙ্গের কুঠীতে উপস্থিত হইল। আমেলিয়া অপহৃত মেষগুলিকে লুকাইয়া রাখিয়া তৎপূর্ব্বেই মিঃ ট্রিহার্ণের কুঠীতে প্রত্যাগমন করিয়াছিল।

আমেলিয়া জানিত—জেমিসন মিঃ ট্রিহার্ণকে অপরাধী মনে করিয়া তাঁহার উৎপীড়নের জন্য বিনাগঙ্গের কুঠীতে আসিবে। সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অবৈধ উপায়ে মিঃ ট্রিহার্ণের অনিষ্ট সাধন করিতে আসিবে—এই আশায় আমেলিয়া সুকৌশলে

তাহাকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছিল। জেমিসন প্রথমে ট্রিহার্ণকে আক্রমণ না করিলে আমেলিয়ার সঙ্কল্পসিদ্ধির সম্ভাবনা ছিল না।

আমেলিয়া জেমিসনকে অশ্বারোহনে ট্রিহার্ণের কুঠীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইল; সে হাসিয়া বলিল, "মিঃ ট্রিহারণ্, আপনার বন্ধু জেমিসন ওয়ালাবালার কুঠী হইতে আপনাকে সম্ভাষণ করিতে আসিতেছে। উহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেছি—ক্রোধে বেচারা দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়াছে! আপনাকে গুলী করিয়া মারিলেও উহার ক্রোধশান্তি হইবে না। উহার ধারণা হইয়াছে—আপনিই উহার সমুদয় মেষ চুরী করিয়াছেন। যদিও আপনার অপরাধের প্রমাণ নাই, তথাপি এই শয়তান আপনার সর্ব্বনাশ-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। বন্ধুত্বের ভান করিয়া সে পূর্ব্বেই আপনার সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে; এবার প্রকাশ্য শত্রুতাচরণ দ্বারা আপনাকে উদ্বাস্তু করিতে আসিতেছে। আপনি কি উপায়ে আত্মরক্ষা করিবেন—তাহা স্থির করিয়াছেন কি?"

মিঃ ট্রিহারণ্ বলিলেন, "না, আমি উহার কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিব না। আপনিই ত আমার রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমি আপনার উপদেশ পালন করিয়াছি, এখন যাহা করিতে হয় আপনি করুন। আমি আপনার আশ্রিত। আমি দুর্ব্বল, বিপন্ন; আত্মরক্ষায় অসমর্থ। আপনাকে সাহায্য করি—সে শক্তি আমার কোথায়?"

গ্রেভিস ট্রিহার্ণের পাশে বসিয়া ছিল, সে হাসিতে হাসিতে একটা চুরুট ধরাইয়া লইল। ট্রিহারণ্ মুখ চুণ করিয়া হতাশ ভাবে নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। আমেলিয়ার আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাসস্থাপন করিলেও আমেলিয়া কি উপায়ে তাঁহাকে রক্ষা করিবেন তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। জেমিসনকে আসিতে দেখিয়া তিনি আতঙ্কে বিহ্বল হইয়াছিলেন।

জেমিসন ট্রিহার্ণের গৃহদ্বারে আসিয়া গৃহ-প্রবেশের অনুমতিরও অপেক্ষা করিল না। কোনও রূপ শিষ্টাচার-প্রদর্শন সে সম্পূর্ণ নিষ্প্রোয়জন মনে করিয়া ঘোড়া হইতে নামিয়াই বারান্দায় উঠিল; তাহার পর হল-ঘরে প্রবেশ করিয়া ট্রিহার্ণের উপবেশন-কক্ষের দ্বারের সম্মুখে আসিল, এবং রুদ্ধ দ্বারে প্রচণ্ডবেগে

করাঘাত করিয়া দ্বার খুলিয়া ফেলিল। সে যে কক্ষে বসিয়া কয়েকদিন পূর্ব্বে জুয়া খেলিয়া ট্রিহার্ণের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, সেই কক্ষে ট্রিহার্ণের সম্মুখে একটি সুন্দরী যুবতী ও একজন প্রৌঢ় পুরুষকে দেখিয়া ঈষৎ কুণ্ঠিত হইল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া লইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "ট্রিহারণ্, তোমার সঙ্গে গোপনে আমার গোটাকত কথা আছে। সে সকল কথা তোমার অতিথিদের সাক্ষাতে বলিতে চাহি না।"

মিঃ ট্রিহারণ্ বলিলেন, "কিন্তু আমার এই অতিথিদের নিকট আমার গোপন করিবার কিছুই নাই; তোমার যাহা কিছু বলিবার আছে, উঁহাদের সম্মুখেই বলিতে পার।"

জেমিসন টুপিটা খুলিয়া সবেগে টেবিলের উপর নিক্ষেপ করিল, তাহার পর আমেলিয়ার মুখের দিকে আড়চোখে চাহিয়া মিঃ ট্রিহার্ণকে বলিল, "উত্তম, তাহাই হইবে। আমার প্রথম কথা এই যে, অনাবৃষ্টির জন্য যখন তুমি বিপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছিলে, সেই সময় ধ্বংশমুখ হইতে কে তোমাকে রক্ষা করিয়াছিল?"

মিঃ ট্রিহারণ্ কোন কথা না বলিয়া কাতর ভাবে আমেলিয়ার মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া জেমিসন অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "মুখ বুঁজিয়া বোবার মত্ বসিয়া রহিলে যে? তোমার ভ্যাড়ার পাল বন্দক রাখিয়া আমিই তোমাকে বিস্তর টাকা ধার দিয়াছিলাম—এ কথা কি তুমি অস্বীকার কর?"

মিঃ ট্রিহারণ্ বলিলেন, "না।"

জেমিসন বলিল, "বেশ কথা; তাহার পর আরও অধিক অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় তুমি তোমার কুঠী ও তালুক বন্দক রাখিয়া আমার নিকট টাকা ধার লইয়াছিলে—এ কথা কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ?"

মিঃ ট্রিহারণ্ বলিলেন, "না।"

জেমিসন বলিল, "উত্তম; দেখিতেছি তোমার স্মরণশক্তি এখনও নষ্ট হয় নাই! তোমার স্বাক্ষরিত তালুক-ত্যাগের একরারনামা এখনও আমার পকেটে আছে।

কিন্তু তুমি এখন তাহা গ্রাহ্য করিতে অসম্মত। তুমি আমার নিকট যে টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলে, কোন সাহসে তাহা ফেরত দিতে গিয়াছিলে? তবে কি তুমি বলিতে চাও—এই একরারনামার কোন মূল্য নাই, ইহা চোতা-কাগজ মাত্র? তুমি ঋণ পরিশোধ করিতে পারিলেও তালুক ফেরত পাইবে না—এ কথা কি লিখিয়া দেও নাই? তুমি এখানে যে ইংরাজ অতিথি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছ—ইংরাজের আত্মসম্মানের মূল্য তাহাদের জানা আছে কি না জানি না; কিন্তু জন টি্হারণ্, এ পর্য্যন্ত আমি যত রকম ইতর ইংরাজ দেখিয়াছি—তুমি তাহাদের সকলের অপেক্ষা অধম। ইংরাজ যখন যেরূপ সঙ্কটেই পড়ুক, কখন কথার খেলাপ করে না; কিন্তু তুমি ইংরাজ জাতির মুখে কালী দিয়াছ।”

এই অপমানে টি্হার্ণের চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল। তিনি জেমিসনের গালে একটা থাপ্পড় মারিবার জন্য হাত তুলিলেন, কিন্তু আমেলিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার ইঙ্গিতে আত্মসংবরণ করিলেন।

জেমিসন তাঁহার সংযত ভাব দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, কর্কশ স্বরে বলিল, “ওরে প্রতারক, ওরে কাপুরুষ! অঙ্গীকার করিয়া তাহা পালন করিতে তোর সাহস নাই; কুকুরের অধম তুই। আমি তোকে শেষ কথা বলিয়া যাইতেছি; আর দুই ঘণ্টার মধ্যে তোকে বিনাগঙ্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। আমার আদেশ পালন না করিলে দুই ঘণ্টার পরে আমি তোকে ঘাড় ধরিয়া বিনাগঙ্গের এলাকা হইতে তাড়াইয়া দিব। আইন আমার অনুকূলে, বেতের চোটে তোকে দূর করিয়া দিব রে শূয়ার!”

এতক্ষণ পরে আমেলিয়া কথা বলিল, সে সুস্পষ্ট ঘৃণার স্বরে বলিল, “তোমারই নাম বুঝি জেমিসন? দেখিতেছি তুমি ভদ্রলোকের পরিচ্ছদে ভদ্রলোক সাজিয়া আসিয়াছ, কিন্তু তোমার কথাগুলা ইতর গুণ্ডার মত! তুমি যাহাকে ঘাড়ে ধরিয়া তাড়াইতে চাহিতেছ, তাহার সহিত এই তালুকের কোন সম্বন্ধ নাই; সুতরাং তাহাকে তাড়াইবারও তোমার কোন অধিকার নাই।”

জেমিসন ভালুকের মত দাঁত বাহির করিয়া বলিল, “তুমি আবার কে, সুন্দরি! টি্হার্ণের সহিত এই তালুকের সম্বন্ধ নাই—একথা নূতন বটে!”

আমেলিয়া বলিল, "নূতন হইতে পারে—কিন্তু সত্য। মিঃ ট্রিহারণ্‌ বিনাগঙ্গ তালুকের বর্ত্তমান মালিক নহেন।"

জেমিসন দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "ও আবার কি রকম কথা? তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না!—হাঁ, হাঁ, বুঝিয়াছি; আমিই এত তালুকের বর্ত্তমান মালিক, সেইজন্তই ত ট্রিহার্ণকে তাড়াইতে চাহিতেছি।"

আমেলিয়া বলিল, "তুমি কচু বুঝিয়াছ! তুমি একটি নিরেট মূর্খ।—আমি তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি। মিঃ ট্রিহারণ্‌ গতকল্য এই বিনাগঙ্গ তালুক বিক্রয় করিয়া ইহার সকল স্বত্ব ও স্বামিত্ব যথাবিধি হস্তান্তরিত করিয়াছেন। তাঁহার সকল দেনার (liabilities) জন্ত ক্রেতাই দায়ী।"

জেমিসন বলিল, "জুয়াচুরী, জুয়াচুরী! ট্রিহারণ্‌ ভয়ঙ্কর জুয়াচুরী করিয়াছে।"

আমেলিয়া বলিল, "কিরূপে?"

জেমিসন বলিল, "যে সম্পত্তিতে উহার অধিকার নাই, সেই হস্তান্তরিত সম্পত্তি বিক্রয় করা জুয়াচুরী ভিন্ন আর কি? উহাকে জেলে গিয়া ঘানী টানিতে হইবে।"

আমেলিয়া বলিল, "তোমার মুখের কথা আইনের বিধান নহে। বিচারালয়ে এ তর্কের মীমাংসা হইবে। তোমার কথা অগ্রাহ্য।"

জেমিসন বলিল, "তোমার কথা শুনিয়া মনে হইতেছে—আইনগুলা তুমি হজম করিয়া বসিয়া আছ মাদাম! ইহার পর তুমি হয় ত বলিবে—এ সম্পত্তি তুমিই কিনিয়াছ।"

আমেলিয়া বলিল, "তোমার অনুমানের তারিফ করিতে হয়! কিরূপে জানিলে এই তালুক আমিই কিনিয়াছি?"

জেমিসন বলিল, "তুমি ট্রিহার্ণের জুয়াচুরীতে কি ভাবে সাহায্য করিতেছ জানি না; কিন্তু আমি তোমাকে একটা সোজা কথা বলিয়া রাখি। এই সম্পত্তি তুমিই ক্রয় কর, আর তোমার পাশের ঐ দেড়ে লোকটাই ক্রয় করুক, তোমাদিগকে অবিলম্বে ইহা ছাড়িয়া দিতে হইবে। দুই ঘণ্টা পরে আমি আমার লোকজন লইয়া এখানে ফিরিয়া আসিব; এই সময়ের মধ্যে যদি তোমরা এই

সম্পত্তির দখল ত্যাগ না কর—তাহা হইলে আমি জোর করিয়া ইহা দখল করিব।"

গ্রেভিস্ বলিল, "ট্রিহারণ্ যে একরারনামা লিখিয়া দিয়াছেন, তাহারই বলে তুমি ইহা দখল করিবে না কি ?"

জেমিসন বলিল, "নিশ্চয়ই।"

আমেলিয়া বলিল, "তোমার দুই ঘণ্টার মধ্যে প্রায় পনের মিনিট বাজে কথায় কাটাইয়া দিয়াছ ; বাকি সময়টুকু তোমার লোকজন সংগ্রহ করিতেই কাটিয়া যাইবে। যাও, তোমার বাপ দাদা কে কোথায় আছে ডাকিয়া আন। আমাদের আর কোন কথা বলিবার নাই।"

জেমিসন ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমেলিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া কি বলিতে উদ্যত হইল ; কিন্তু কোন কথা না বলিয়া, টেবিল হইতে টুপিটা তুলিয়া লইয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল, এবং দ্বারের নিকট ঘুরিয়া-দাঁড়াইয়া আমেলিয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আমার মেষপাল কে চুরী করিয়াছে—তাহা কি আমি বুঝিতে পারি নাই মনে করিয়াছ ? আমি তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছি ; তবে তুমি কি কৌশলে চুরী করিয়াছ—তাহা জানিতে পারি নাই বটে। যাহা হউক, আমি দুই ঘণ্টার মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া তোমাদের কি দুর্দ্দশা করি—তাহা দেখিতেই পাইবে।"

জেমিসন তাহার অশ্বে আরোহন করিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

অতঃপর আমেলিয়া মিঃ ট্রিহার্ণের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল—ট্রিহারণ্ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া হতাশভাবে বসিয়া আছেন। আমেলিয়া সহানুভূতি ভরে বলিল, "মিঃ ট্রিহারণ্, আপনি এত হতাশ হইবেন না ; জেমিসন যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও আপনার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আমি আপনাকে প্রফুল্ল দেখিতে চাই। জেমিসন আপনার অপমান করিয়াছে, সেই অপমান আপনি ধীরভাবে সহ্য করায় আমার অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছে। আপনি যথাসময়ে এই অপমানের প্রতিশোধ দিতে পারিবেন।"

মিঃ ট্রিহারণ্ বলিলেন, "আমি ত আপনার হস্তেই আত্মসমর্পণ করিয়াছি ;

জেমিসন আমাকে ইতর, প্রতারক বলিল; তাহার দুর্ব্বাক্যে আমার আত্ম-সংবরণ করা কঠিন হইয়াছিল।”

আমেলিয়া বলিল, “তাহা আমি বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু উপায় কি? (but it could not be helped.) আপনি বোধ হয় আমার অভিসন্ধি ঠিক বুঝিতে পারেন নাই; এডওয়ার্ড জেমিসন যে পন্থা অবলম্বন করিবে বলিয়া শাসাইয়া গেল, তাহাকে ঐভাবে পরিচালিত করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। অন্য পথে চলিবার চেষ্টা করিলে আমার সঙ্কল্প ব্যর্থ হইত। সে আমাদিগকে এখান হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিবে; দেখা যাউক। সাধ্য হইলে সে আপনাকে খুন করিত, তাহা তাহার চক্ষু দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি। সে প্রতাবণার সাহায্যে জুয়ায় আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াছে,—ইহা যে আমরা জানিতে পারিয়াছি তাহা সে এখনও বুঝিতে পারে নাই। যদি অন্য কেহ তাহাকে ঐ ভাবে প্রতারিত করিত ও সে তাহা বুঝিতে পারিত তাহা হইলে সে সেই প্রতারণার কথা নিশ্চয়ই গোপন করিত না, সে কথা লইয়া তুমুল কোলাহল করিত; কিন্তু কথাটা আমরা চাপিয়া গিয়াছি, ইহার কোন কাবণ নাই এরূপ মনে করিবেন না। তাহার পরিত্যক্ত চিহ্নিত তাসগুলি আমরা ভবিষ্যতে আত্মরক্ষার অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে পারিব। যাহা হউক, আর সময় নষ্ট করিলে চলিবে না। জেমিসন সদলে আসিয়া এই কুঠী অবরুদ্ধ করিবে; আমাদিগকে তাহার আক্রমণ ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু এখন আমাদের লোকাভাব; জিনি ও অন্য তিনজন মেষপালককে শীঘ্র এখানে আনাইয়া লইতে হইবে। আমি মরণ-উপত্যকায় গিয়া তাহাদিগকে লইয়া আসিব। পিস্তল বন্দুক টোটা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া বাখিবেন। আপনি কুঠীব বাহিরে গিয়া যতগুলি লোক সংগ্রহ করিতে পারেন—তাহাদিগকে তাড়াতাড়ি লইয়া আসিবেন; তাহার পর কুঠীর সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিবেন।

“আমি অবিলম্বে মরণ-উপত্যকায় যাত্রা করিব বটে, কিন্তু দুই ঘণ্টার মধ্যে সেই স্থান হইতে ফিরিয়া আসিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না। যদি জেমিসন তাহার পূর্ব্বেই আপনাদিগকে আক্রমণ করে—তাহা হইলে আপনারা আমার প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় নিশ্চেষ্ট থাকিবেন না। দ্বার জানালাগুলি বন্ধ করিয়া

তাহাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিবেন, যেন সে বা তাহার দলের লোকেরা কুঠীতে প্রবেশ করিতে না পারে। আপনারা কুঠীর দখল ছাড়িবেন না। আপনারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন ; কিন্তু যদি কৃতকার্য্য হইতে না পারেন, তখন আমি শেষ উপায় অবলম্বন করিব। তাহার মৃত্যুবান আমার হাতেই আছে। প্রধান কথা এই যে, জেমিসন যাহাতে আমাদিগকে প্রথমে আক্রমণ করে—তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে। সে ক্রমাগত গুলী ছুড়িবে, তাহাতে আমাদের কাহারও কাহারও মৃত্যু হইতে পারে ; কিন্তু এখন আর প্রাণ-ভয়ে কাতর হইলে চলিবে না, আমরা বহুদুর অগ্রসর হইয়াছি।"

আমেলিয়ার মাতুল গ্রেভিস্ বলিল, "ব্লেক কি সত্যই এখানে আসিয়াছেন?"

আমেলিয়া বলিল, "তাহা ত জানি না মামা! তবে তিনি আসিয়াছেন বলিয়াই অনুমান হইতেছে। যদি তিনি এখানে আসিয়া জেমিসনের দলে যোগদান করিয়া থাকেন—তাহা হইলে এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে কেন যে দেখিতে পাইলাম না তাহা বুঝিতে পারিতেছি না! স্মিথ হয় ত একাকীই এদেশে আসিয়াছে ; মরণ-উপত্যকায় গিয়া আমি মিঃ ব্লেকের সন্ধান লইবার চেষ্টা করিব। আমি এখন চলিলাম ; আমার কথাগুলি স্মরণ রাখিবেন। আমার প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে জেমিসন আক্রমণ করিতে আসিলে আমার প্রতীক্ষায় থাকিবেন না। সে প্রথমে গুলী না চালাইলে আপনারা বন্দুক ব্যবহার করিবেন না। আত্মরক্ষার জন্ত যতখানি যুদ্ধের প্রয়োজন—তাহাই করিবেন।"

মিঃ টিহারণ্ বলিলেন, "আপনি আমাকেও সঙ্গে লইয়া চলুন না। আপনি সেখান হইতে ফিরিবার সময় পথিমধ্যে জেমিসন কর্তৃক বাধা পাইতে পারেন। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে হইল সুযোগ পাইলে সে আপনার অপমান করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।"

আমেলিয়া হাসিয়া বলিল, "রমণী হইলেও আমি আত্মরক্ষা করিতে জানি।"

আমেলিয়া উঠিয়া তাহার কোমরবন্দ-সংলগ্ন ঝুলিতে (holster at her belt) একটি পিস্তল রাখিল ; তাহার পর হাতে দস্তানা আঁটিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। তাহার কৃষ্ণকায় প্রকাণ্ড ওয়েলার সুসজ্জিত অবস্থায় বাহিরের একটি

খুঁটায় আবদ্ধ ছিল; আমেলিয়া সেই অশ্বে আরোহন করিয়া গন্তব্য পথে যাত্রা করিল।

আমেলিয়া প্রস্থান করিলে মিঃ ট্রিহারণ্ কুঠীর বাহিরে গিয়া তাঁহার অনুগত কয়েকজন মেষপালককে তাঁহার সাহায্যের জন্য আহ্বান করিলেন। তিনজন বলবান্ মেষপালক তাঁহার সঙ্গে কুঠীতে উপস্থিত হইল। তিনি কুঠীতে ফিরিয়া দেখিতে পাইলেন গ্রেভিস্ কয়েকটি বন্দুক, পিস্তল এবং কতকগুলি টোটা সংগ্রহ করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়াছে। অতঃপর মিঃ ট্রিহারণ্ তাঁহার সঙ্গীদের লইয়া জেমিসনের আক্রমণে বাধা দানের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

বিনাগঙ্গের কুঠী বহুদিন পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল; সেই সময় এই অঞ্চলে দস্যু-ভীতি ছিল, এজন্য কুঠীর দ্বার জানালা প্রভৃতি দৃঢ় ছিল। দস্যুরা তাহা ভাঙ্গিয়া কুঠীর ভিতর প্রবেশ করিতে পারিত না। গৃহ-প্রাচীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ ছিল, সেই সকল গবাক্ষের সাহায্যে বাহিরের দিকে গুলী চালাইতে পারা যাইত। মন্টি ও তাহার সহযোগীরা সেই সকল গবাক্ষের পাশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। আমেলিয়া সদলে কুঠীতে পেত্যাগমন করিয়া সহজে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে —এই উদ্দেশ্যে একটি দ্বারের অর্গল খুলিয়া রাখা হইল। এতদ্ভিন্ন জেমিসন মিঃ ট্রিহার্ণকে বা আমেলিয়াকে কোন কথা বলিবার ইচ্ছা করিলে সেই দ্বার হইতে তাহার সহিত কথাবার্ত্তা চালাইবারও ব্যবস্থা করা হইল।

অতঃপর মিঃ ট্রিহারণ্, গ্রেভিস্, মন্টি ও তাহার দুইজন সহযোগী জেমিসনের আক্রমণের প্রতীক্ষায় সেই কক্ষে বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিল। এক ঘণ্টার মধ্যেই তাহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। তাহারা আশা করিল—জেমিসন সদলে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিবার পূর্ব্বেই আমেলিয়া কুঠীতে প্রত্যাগমন করিতে পারিবে।

পাঁচ জনের প্রত্যেকেই এক একটি পিস্তল বা বন্দুক লইয়া প্রাচীরস্থিত গবাক্ষের নিকট বসিয়া রহিল। কিন্তু তাহারা জেমিসন বা তাহার অনুচরবর্গের সাড়া পাইল না। কিছুকাল পরে মন্টি গবাক্ষ-পথে বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "দেখুন, দেখুন, মাঠের দিক হইতে এক জন অশ্বারোহী আসিতেছে।"

গ্রেভিস্ তৎক্ষণাৎ দূরবীণ তুলিয়া আগন্তুককে দেখিতে লাগিল। সে বলিল, "এক জন নহে, এক দল অশ্বারোহী আসিতেছে ; উহারা সংখ্যায় প্রায় ত্রিশ জন ! জেমিসনই সদলে আসিতেছে। আমেলিয়া উহাদের আসিবার আগে আসিতে পারিল না। মেয়েটা বড়ই বিপদে পড়িবে দেখিতেছি !"

মণ্টি বলিল, "অনেক রকম ফন্দী ফিকির তাঁহার জানা আছে ; তিনি বাঁ-দিক দিয়া কুঠীতে প্রবেশ করিবেন, এরূপ আশা আছে।"

গ্রেভিস্ বলিল, "সে এতক্ষণ আসিতে পারিলে আমাদের কাজের অনেক সুবিধা হইত। জেমিসন দ্রুতবেগে আসিতেছে ; হাঁ, তাহাকে চিনিতে পারিয়াছি, সে সকলের আগে আছে। অশ্বারোহীরা সকলেই সশস্ত্র।"

মণ্টি বলিল, "মিসিকে যদি বিপদ পড়িতে না হয়—তাহা হইলে উহারা এক শ জন আসিলেও আমরা ভয় পাইব না। ডাকাতের দলের সঙ্গে বহুকাল লড়াই করি নাই, এতদিন পরে লড়াই করিবার সুযোগ জুটিল। বেশ মজা হইবে। যদি উহাদের দুই চারিজনকে জখম করিতে না পারি—তাহা হইলে বন্দুক ধরিয়া লাভ কি ?"

গ্রেভিস্ বলিল, "জেমিসন কুঠী দখল করিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিবে, দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে সে যখন এখানে আসিয়াছিল, তখন তাহার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম—প্রয়োজন হইলে সে আমাদিগকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না।"

অশ্বারোহীরা কয়েক মিনিট পরে কুঠীর ফটকের বহির্ভাগে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহা দেখিয়া গ্রেভিস্ দূরবীণটা পকেটে ফেলিয়া গবাক্ষের নিকট সরিয়া আসিল। সে শত্রুদলের প্রত্যেক অশ্বারোহীর মুখের দিকে চাহিয়া, অন্ত পাশের একটি জানালার খড়খড়ি তুলিয়া আমেলিয়াকে দেখিবার আশায় পথের দিকে চাহিল ; কিন্তু বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিপ্রসারিত করিয়াও আমেলিয়াকে দেখিতে পাইল না।

অতঃপর গ্রেভিস্ ফটকের সম্মুখস্থ কক্ষের খড়খড়ি তুলিয়া জেমিসনের দলের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সে ট্রিহার্ণকে বলিল, "আমরা ত প্রস্তুত ; কিন্তু

জেমিসনের মতলব ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না! সে তাহার অনুচরদের পশ্চাতে রাখিয়া একাকী এই দিকে আসিতেছে; বোধ হয় আবার খানিক গলাবাজি করিবার মতলব করিয়াছে।" (intends to speechify again.)

জেমিসন একটি জানালার সম্মুখে আসিয়া ঘোড়া থামাইল, তাহা দেখিয়া গ্রেভিস্ সেই জানালার কাছে আসিল; অন্য সকলে গ্রেভিসের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া জেমিসনের লক্ষ্য করিতে লাগিল। জেমিসন স্পর্দ্ধা ভরে গ্রেভিসের মুখের দিকে চাহিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কে এই কুঠীর মালিক বলিয়া আপনাকে জাহির করিতে চায়?"

গ্রেভিস্ নিজের বক্ষস্থলে অঙ্গুলী স্পর্শ করিয়া বিদ্রূপ ভরে বলিল, "মিঃ জেমিসন, এই অধমই কুঠীর বর্ত্তমান মালিকের প্রতিনিধি বলিয়া আপনাকে জাহির করিতেছে। আপনার কি বলিবার আছে—আমাকেই বলিতে পারেন।"

জেমিসন পকেট হইতে এক ফর্দ্দ কাগজ বাহির করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "আমি বলিতে চাই যে, আমার হাতের এই কাগজখানি এই কুঠীর বন্দকী দলিলের নকল। এই দলিল লিখিয়া দিয়া বিনাগঙ্গ কুঠী আমার নিকট বন্দক রাখা হইয়াছে। এই দলিল লিখিয়া দেওয়ার পর জন ট্রিহারণ্ একরারনামা দিয়া স্বীকার করিয়াছে—সে ঋণ-পরিশোধ করিতে পারিলেও কুঠী আর ফেরত লইতে পারিবে না; সুতরাং এই কুঠীর অধিকার আমাতেই বর্ত্তিয়াছে।

"এতদ্ভিন্ন আমি এই কুঠীর ভূতপূর্ব্ব মালিক জন ট্রিহারণ্ ও তাহার অজ্ঞাতনামা অতিথিদ্বয়ের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ভাবে এই অভিযোগ করিতেছি যে, তাহারা গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া আমার ওয়ালাবালা তালুক হইতে পালের অসংখ্য মেষ অপহরণ করিয়াছে। আমি বিনাগঙ্গ কুঠীর বৈধ অধিকারী; এজন্য আমি আদেশ করিতেছি জন ট্রিহারণ্ এবং অন্য যে কেহ এই কুঠীতে বাস করিতেছে—তাহারা অবিলম্বে শান্তভাবে এই কুঠী পরিত্যাগ করুক। যদি আমার এই আদেশ গ্রাহ্য করা না হয়—তাহা হইলে আমি, এই কুঠীর বৈধ মালিক—তাহাদিগকে বল-প্রয়োগে এই কুঠী হইতে বিতাড়িত করিব, কারণ আইন অনুসারে তাহাদের এখানে থাকিবার অধিকার নাই।

"আমি আরও আদেশ করিতেছি, জন ট্রিহার্ণের বিরুদ্ধে ভ্যাড়া চুরীর যে অভিযোগ করা হইয়াছে, সেই অপরাধের দণ্ড গ্রহণের জন্য সে অবিলম্বে শান্তভাবে আমাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করুক। (Deliver himself up peacefully and at once) আমি বিনাগঙ্গ তালুকের বৈধ মালিক রূপে এবং এই পরগণার পঞ্চায়েৎ রূপে এই দাবী করিতেছি। তোমাদের কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য আমি পাঁচ মিনিট মাত্র সময় মঞ্জুর করিলাম। অবশ্য, এতখানি দয়া প্রদর্শন না করিলেও পারিতাম; কিন্তু প্রতিপক্ষকে কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য সুযোগ দান করাই উচিত। যদি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার আদেশ পালিত না হয়, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে এই কুঠী হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য ইচ্ছানুযায়ী উপায় অবলম্বন করিব;—অর্থাৎ বল-প্রয়োগে তোমাদিগকে দূর করিয়া দিব।"

গ্রেভিস্ বলিল, "প্রস্তাবটি মন্দ নয়; তবে তুমি আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিলে হয় ত বিনা-রক্তপাতে কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিতে।"

জেমিসন সক্রোধে বলিল, "প্রয়োজন হয় তোমরা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিও, আমি বাহুবলে আমার ন্যায্য সম্পত্তি উদ্ধার করিব।"—সে দ্রুতবেগে তাহার অনুচরবর্গের নিকট প্রত্যাগমন করিল। অতঃপর গ্রেভিস্ আমেলিয়াকে দেখিবার প্রত্যাশায় পুনর্ব্বার মাঠের দিকে চাহিল; কিন্তু তখনও আমেলিয়াকে দেখিতে পাইল না। সে ট্রিহার্ণকে বলিল, "না, আমেলিয়া আসিতে পারিল না; কোন কারণে তাহার সেখানে বিলম্ব হইতেছে। জেমিসন পাঁচ মিনিট মাত্র সময় দিয়া গিয়াছে, তাহার পর সে গুলী চালাইতে আরম্ভ করিবে। তোমরা বন্দুক লইয়া প্রস্তুত থাক, ভাই সকল! কয়েক মিনিটের মধ্যেই গুলী-বৃষ্টি আরম্ভ হইবে। আমাদের শিরায় শিরায় গরম রক্তের স্রোত বহিবে। বল, এক প্রাণী জীবিত থাকিতে আমরা শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিব না।"

সকলেই গ্রেভিসের এই উক্তির প্রতিধ্বনি করিল।

অতঃপর গ্রেভিস্ মিঃ ট্রিহার্ণকে লইয়া সম্মুখের দ্বার রক্ষা করিতে লাগিল। স্মিট তাহার তিন জন সঙ্গীকে লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিল। পাঁচ মিনিট পরে গ্রেভিস্ গবাক্ষ দিয়া দেখিল—জেমিসন তাহার অনুচরবর্গকে উপদেশ দান

করিতেছে। জেমিসনের বক্তৃতা শেষ হইলে তাহার অনুচরেরা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ছড়াইয়া পড়িল। তাহার পর জেমিসনের আদেশে সকলে বন্দুক উদ্যত করিয়া কুঠীর ঠিক সম্মুখে অগ্রসর হইল।

গ্রেভিস্ উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "উহারা গুলী করিতে আসিতেছে, ভাই সকল! প্রস্তুত হও। কিন্তু উহারা গুলী ছুড়িবার পূর্ব্বে তোমরা বন্দুক চালাইও না। উহারাই আগে আক্রমণ করুক।"

মুহূর্ত্তপরে এক সঙ্গে প্রায় ত্রিশটি বন্দুক হইতে কুঠীর দ্বার জানালার উপর গুলী বর্ষিত হইল। মেঘ-গর্জ্জনবৎ গম্ভীর শব্দে চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত হইল। —জেমিসন যুদ্ধ আরম্ভ করিল।

ষষ্ঠ কল্প

স্মিথের বিপদ

স্মিথ পলায়ন করিবার পর জিনি ও তাহার সঙ্গীরা তাহাকে ধরিবার জন্ত তাহার অনুসরণ করিয়াছিল, এ কথা বোধ হয় পাঠক পাঠিকাগণের স্মরণ আছে। কিন্তু তাহারা পাহাড়ের উর্দ্ধদেশে উপস্থিত হইয়াও স্মিথের সন্ধান পায় নাই; অতঃপর তাহারা কোথায় স্মিথের সন্ধান পাইবে—এই কথা লইয়া যখন বাদানুবাদ করিতেছিল সেই সময় মিঃ ব্লেক তাহাদের অদূরে লুকাইয়া থাকিয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন।

আমেলিয়ার অনুচরেরা স্মিথের পলায়নসম্বন্ধে যেরূপ অনুমান করিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের মতভেদ হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছিল—স্মিথ তাহার অনুসরণকারীদের দেখিতে পাইয়া গলির ভিতর কোন প্রস্তরখণ্ডের আড়ালে লুকাইয়াছিল। কাহারও কাহারও ধারণা হইয়াছিল, সে গলির দিকে অগ্রসর না হইয়া পাহাড়ের নীচে কোনও গুল্ম বা বৃক্ষের আড়ালে লুকাইয়া পলায়নের জন্ত সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল।—এই উভয়বিধ অনুমানের মধ্যে প্রথমোক্ত অনুমানই সত্য। মিঃ ব্লেক সুকৌশলে জিনি ও তাহার সঙ্গীদের বন্দী করিতে না পারিলে স্মিথ তাহাদের চোখে ধূলা দিয়া নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিতে পারিত না। তাহাকে ধরা পড়িতে হইত।

মিঃ ব্লেক স্মিথের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া তাহার অদূরে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা জানিতে পারিলে তাহার শ্রমের লাঘব হইত; কিন্তু মিঃ ব্লেক দুর্লঙ্ঘ্য গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া সেই দুর্গম প্রান্তরে উপস্থিত হইতে পারিবেন এরূপ আশা মুহূর্ত্তের জন্তও স্মিথের মনে স্থান পায় নাই। স্মিথ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সেই গুপ্তস্থানে উপস্থিত হইয়াছিল। সে বন্দীভাবে সেখানে নীত হইলেও তাহার চক্ষু অনাবৃত ছিল। তাঁহার স্মরণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, কোন্ পথে তাহাকে সেই স্থানে

লইয়া যাওয়া হইয়াছিল তাহা সে বিস্মৃত হয় নাই ; সুতরাং সে পাহাড়ের ঊর্দ্ধদেশে উপস্থিত হইতে পারিলে মিঃ ব্লেকের নিকট যাইতে পারিবে—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছিল। যখন সে তাহার অনুসরণকারীদের অশ্বের পদশব্দ শুনিতে পাইয়াছিল —তখন সে তাহার গন্তব্য পথের এক-তৃতীয়াংশের অধিক অগ্রসর হইতে পারে নাই। জিনির কার্য্যদক্ষতায় সে অধিক দূর পলায়ন করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। অদূরে অশ্বের পদশব্দ শুনিয়া, স্মিথ কোথাও লুকাইয়া থাকিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করাই সঙ্গত মনে করিয়াছিল। অতঃপর সে সেই গলির ভিতর একখানি বৃহৎ প্রস্তরের আড়ালে শুইয়া-পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিল। দৌড়াইতে দৌড়াইতে সে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল। কিছু কাল পরে অশ্বারোহীরা তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল। মিঃ ব্লেক তখন টাইগারকে লইয়া সেই গলির ঊর্দ্ধে ঘুরিতেছিলেন, স্মিথ তাহা জানিতে পারিল না।

কয়েক মিনিট পরে জিনি ও তাহার সঙ্গীরা প্রস্থান করিলে স্মিথ উঠিয়া বসিল ; তাহার পর কয়েক গজ দূরে সরিয়া গিয়া মনে মনে বলিল, "আমি এখানে আরও কিছু কাল অপেক্ষা করিব। উহারা এখন পাহাড়ের মাথায় উঠিয়া আমাকে না দেখিয়া আবার এদিকে ঘুরিয়া আসিবে ; সেই সুযোগে আমি আরও কিছুদূর অগ্রসর হইব। উহারা এই গলির নীচে নামিলে আমি দৌড়াইতে আরম্ভ করিব, এবং যদি উহারা পাহাড়ের উপর কোন প্রহরী রাখিয়া আসে তাহার পাশ দিয়া সরিয়া পড়িব। ঝোপের ভিতর দিয়া লুকাইয়া চলিলে কেহ আমাকে দেখিতে পাইবে না।"

কিছুকাল বিশ্রামের পর স্মিথ পুনর্ব্বার চলিতে আরম্ভ করিল। একটি শুষ্ক পার্ব্বত্য নদীর ভিতর দিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়া সে সেই নদীর তীরে উঠিল, এবং চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, কোন দিকে কোন অশ্বারোহীকে দেখিতে পাইল না ; অশ্বের পদধ্বনিও তাহার কর্ণগোচর হইল না। সে তখন অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত মনে চলিতে লাগিল। প্রায় দশ মিনিট পরে সে একটি বাঁকের মুখে আসিয়া দেখিল তাহার সম্মুখেই একটি গিরিশৃঙ্গ ঠিক সোজা হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, সেই দিকে পদমাত্র অগ্রসর হইবার উপায় নাই !

স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, "এ কি হইল! আমি ত এ পথ দিয়া নামিয়া যাই নাই, পথ ভুলিলাম না কি?"

স্মিথ সেই স্থান হইতে ফিরিল, এবং পূর্ব্বোক্ত বাঁক অতিক্রম করিয়া বাঁ-পাশের একটি গলিতে প্রবেশ করিল। সেই গলিটি সঙ্কীর্ণ হইলেও তাহা ঊর্দ্ধে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। স্মিথ সেই গলি দিয়া অগ্রসর হইয়া আর একটি বাঁকের মুখে উপস্থিত হইল; কিন্তু সম্মুখেই একটি গভীর গহ্বর ও তাহার অন্য দিকে একটি দুরারোহ গিরিশৃঙ্গ দেখিতে পাইল। স্মিথ সভয়ে কয়েক পদ পশ্চাতে সরিয়া গেল; মনে মনে বলিল, "আমি ঘুরিতে ঘুরিতে বিপথে আসিয়া পড়িয়াছি, এদিক দিয়া পাহাড়ে উঠিতে পারিব না। যে দিক হইতে আসিয়াছি, সেই দিকেই ফিরিয়া যাই; সেখানে গিয়া পথ ঠিক করিয়া লইব।"

স্মিথ পুনর্ব্বার ফিরিয়া চলিল, এবং বহু দূরে নামিয়া গিয়া বামের আর একটি গলিতে প্রবেশ করিল। সে সেই গলির ভিতর চারি দিকে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "আমি কি গাধা! (What an ass I was.) গলি ভুল করিয়া ঘণ্টা-খানেক অনর্থক ঘুরিয়া মরিলাম! এখন তাড়াতাড়ি না চলিলে আমার ফিরিতে অনেক বিলম্ব হইবে।"

স্মিথ সেই গলি দিয়া দৌড়াইতে লাগিল। কিছু কাল সোজা চলিয়া সে আর একটি সমুন্নত গিরিশৃঙ্গ দেখিতে পাইল। সেই শৃঙ্গের পাদদেশে সংস্থাপিত একখানি প্রশস্ত প্রস্তর পথের ধার পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। সেই শিলাখণ্ডের দিকে চাহিয়া স্মিথের মাথা ঘুরিয়া গেল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভয়ে কণ্টকিত হইল!

সেই শিলাখণ্ডে দুইটি নর-কঙ্কাল নিপতিত ছিল। একটি কঙ্কালের হাতে একখানি বৃহৎ ছোরা; তাহার অস্থিসার অঙ্গুলী হইতে তখনও খসিয়া পড়ে নাই। ছোরাখানি মরিচা ধরিয়া বিবর্ণ হইয়াছিল। দ্বিতীয় কঙ্কালের পাশে একখানি লাঠী পড়িয়া ছিল। স্মিথ তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিল—সেই দুইজন লোক পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিয়া সেখানে নিহত হইয়াছিল। তাহাদের শুভ্র অস্থি কতকাল ধরিয়া সেখানে পড়িয়া ছিল তাহা জানিবার উপায় ছিল না। এই

নিভৃত গিরিপাদমূলে আসিয়া কি উদ্দেশ্যে তাহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল তাহাই বা কে বলিতে পারে ?

স্মিথ কয়েক মিনিট স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সেই শিলাখণ্ডে আরোহন করিল। সেই প্রস্তরখানির অন্তপ্রান্তে একটি গুহার মুখ দেখিয়া সেই গুহার ধারে সে বসিয়া পড়িল, এবং গুহার অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিল ; কিন্তু গুহা এরূপ গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন যে, কিছুই তাহার দৃষ্টিগোচর হইল না। কিছু কাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া থাকিবার পর তাহার ধারণা হইল—গুহার এককোণে কয়েকটি কাঠের বাক্স পড়িয়া আছে! বাক্সগুলিতে কি আছে ইহা জানিবার জন্য স্মিথের অত্যন্ত কৌতূহল হইল। সে কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও সেই গুহায় নামিয়া পড়িল, এবং ম্যাচ জ্বালিয়া সেই আলোকে দেখিল সত্যই সেগুলি কাঠের প্যাকিং-বাক্স। গুহার এক কোণে কুড়িটি বিবর্ণ কাঠের বাক্স স্তূপীকৃত ছিল। বাক্সগুলির আকার অনতিবৃহৎ ; সেই সকল বাক্সে কি সঞ্চিত ছিল—তাহা স্মিথ বুঝিতে পারিল না।

ম্যাচের একটি কাঠি নিবিয়া গেল দেখিয়া স্মিথ আর একটা কাঠি জ্বালিল, এবং দীপ-শলাকাটি বাঁ-হাতে ধরিয়া, ডান হাত দিয়া একটি বাক্স সম্মুখে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু বাক্স এতই ভারি যে, এক হাতে সে তাহা নড়াইতে পারিল না! অগত্যা সে দীপ-শলাকাটি ফেলিয়া-দিয়া বাক্সটা দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল, এবং বহু চেষ্টায় তাহা উর্দ্ধে তুলিয়া গুহামুখে পূর্ব্বোক্ত শিলাখণ্ডের উপর নামাইয়া রাখিল।

এই পরিশ্রমে স্মিথ ঘামিয়া উঠিয়াছিল ; সে ললাট হইতে ঘর্ম্মধারা অপসারিত করিয়া বলিল, "বাক্সটা কি ভারি! ইহাতে বোধ হয় সীসা-বোঝাই আছে। সীসা না আর কিছু ? পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।"

স্মিথ ম্যাচের আর একটি কাঠি জ্বালিয়া সেই গুহার ভিতর খুঁজিতে খুঁজিতে এক কোণে ছুতোর-মিস্ত্রীর কতকগুলি অস্ত্র দেখিতে পাইল ; তন্মধ্যে মরিচাধরা একটা বাঁটালি ও একটা লোহার হাতুড়ী ছিল। সে সেই বাঁটালি ও হাতুড়ী লইয়া গুহার বাহিরে আসিল, এবং বাঁটালির সাহায্যে বাক্স খুলিবার চেষ্টা করিল,

কিন্তু বাক্সের ডালা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ থাকায় সে তাহা সহজে খুলিতে পারিল না; অবশেষে তাহার চেষ্টা সফল হইল। সে বাক্সের ডালার একখানি তক্তা অপসারিত করিয়া, তাহার ভিতর হাত পুরিয়া দিল, এবং প্রায় আধ হাত লম্বা তিন চারি ইঞ্চি পুরু একখানি পাত বাহির করিল। কিন্তু তাহা সীসা নহে, বিশুদ্ধ স্বর্ণের পাত! স্মিথের বিস্ময়ের সীমা রহিল না; সে স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিল। সে ভাবিল, "সমুদয় বাক্সই কি এইরূপ সোনার পাতে পূর্ণ? এ সকল সোনা এখানে কে আনিল? কোথা হইতেই বা এখানে লইয়া আসিল? কুড়ি বাক্স সোনা! কি অদ্ভুত ব্যাপার!"—কিন্তু অবশিষ্ট বাক্সগুলি এইভাবে খুলিয়া পরীক্ষা করা অসাধ্য বলিয়াই তাহার মনে হইল; তথাপি সে নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিল না। সে আর একটী বাক্স দুই হাতে টানিয়া তুলিয়া গুহার বাহিরে আনিল, এবং বাঁটালি ও হাতুড়ীর সাহায্যে তাহারও ডালার একখানি তক্তা পূর্ব্ববৎ খুলিয়া দেখিতে পাইল তাহাও সেইরূপ পুরু সোনার পাতে পূর্ণ!—সুতরাং সকল বাক্সই যে বিশুদ্ধ স্বর্ণে পূর্ণ—এ সম্বন্ধে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। আনন্দে, উৎসাহে সে স্থান কাল, এমন কি, তাহার বিপন্ন অবস্থার কথাও বিস্মৃত হইয়া আবেগ ভরে দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া বলিল, "সোনা! পাকা সোনায় বাক্সগুলি পূর্ণ! ওঃ, আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? এক একটি বাক্সে যে পরিমাণ সোনা আছে, তাহার মূল্য চারি পাঁচ হাজার পাউণ্ডের কম নয়!—সুতরাং এই কুড়িটা বাক্সে প্রায় এক লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ সঞ্চিত আছে। এই বিপুল স্বর্ণরাশি কাহার সম্পত্তি? কে এখানে আনিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছে? কেন আনিয়াছে? না, এই দুর্ব্বোধ্য রহস্য ভেদের আশা নাই।"

সহসা পূর্ব্বোক্ত নর-কঙ্কালদ্বয়ের প্রতি স্মিথের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল; তাহার অনুমান হইল—যাহাদের এই কঙ্কাল তাহাদের সহিত এই বিপুল অর্থের কোন-না-কোন সম্বন্ধ ছিল, এবং এই অভিশপ্ত স্বর্ণরাশিই উভয়ের বিরোধ ও মৃত্যুর কারণ। স্মিথ কয়েক পদ সরিয়া গিয়া সেই কঙ্কালদ্বয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, এবং যে কঙ্কালটির অস্থিসার অঙ্গুলীতে ছোরাখানি সংযুক্ত ছিল, তাহার হাত হইতে তাহা নিজের হাতে তুলিয়া লইল।

স্মিথ সেই ছোরাখানি পরীক্ষা করিতে করিতে ছোরার হাতলে দুইটি ইংরাজী অক্ষর খোদিত দেখিল। অক্ষর দুইটি মরিচায় অদৃশ্য-প্রায় হইয়াছিল; তথাপি স্মিথ তাহা বুঝিতে পারিল। একটি অক্ষর 'পি' (P) এবং দ্বিতীয়টি 'জে' (J)।

স্মিথ ছোরাখানি ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং মাথা নাড়িয়া বলিল, "হাঁ, বুঝিতে পারিয়াছি। বহুদিন পূর্ব্বে একজন দস্যু এই প্রদেশে বহু লোকের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়াছিল। সেদিন তাহার অদ্ভুত দস্যুবৃত্তির কাহিনী শুনিতেছিলাম; তাহার নাম জ্যাকসন,—পিটার জ্যাকসন। জ্যাকসন তাহার লুণ্ঠিত ধনরাশি এই গিরি-গুহায় সঞ্চিত করিয়াছিল। ঐ ছোরাখানি জ্যাকসনের ছোরা—তাহার অকাট্য প্রমাণ বর্ত্তমান; কিন্তু দ্বিতীয় কঙ্কালটি কাহার?—উহা কি জ্যাকসনের কোন অনুচরের? সে কি লুঠের অংশের দাবী করায় জ্যাকসনের ছুরিকাঘাতে নিহত হইয়াছিল? অথবা অন্য কোন দস্যু এই গুপ্ত ধনের সন্ধান পাইয়া গোপনে তাহা অপহরণ করিতে আসায়, জ্যাকসন তাহাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিয়াছিল?"

বলা বাহুল্য, কেহই স্মিথের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিত না। পিটার জ্যাকসন লুণ্ঠন দ্বারা এই বিপুল স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়াছিল কি না তাহাও জানিবার উপায় ছিল না; কিন্তু এ কথা সত্য যে, ষাঠ সত্তর বৎসর পূর্ব্বে এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসীগণ শ্বেতাঙ্গ জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া পরাজিত হইলে, তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ ভূভাগ তখন অনাবিষ্কৃত ছিল, এবং অষ্ট্রেলিয়ার স্বর্ণখনিগুলি স্বর্ণে পূর্ণ ছিল। সুতরাং তখন রাশি রাশি স্বর্ণ সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। এই স্বর্ণরাশির জন্য উহাদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তাহার ফলে উভয়ের হৃদয়-শোণিতে গিরিপৃষ্ঠ রঞ্জিত হইয়াছিল। এই কঙ্কালদ্বয় তাহাদের অর্থ-লালসার মূক সাক্ষী। তাহাদের মৃত্যুর পর হইতে এই সুদীর্ঘকাল এই বিপুল স্বর্ণরাশি গিরি-গুহায় সঞ্চিত রহিয়াছে; এ কাল পর্য্যন্ত কেহই ইহার সন্ধান পায় নাই। সঞ্চিত স্বর্ণস্তূপ অক্ষুণ্ণ ভাবে বিরাজিত থাকিয়া নশ্বর মানবের অসার দম্ভ ও দুর্ব্বার লোভকে যেন পরিহাস করিতেছিল!

এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে নিজের সঙ্কটজনক অবস্থার কথা স্মিথের মনে পড়িল। সে মাথা তুলিয়া আকাশের দিকে চাহিল, দেখিল মধ্যাহ্নের সূর্য্য মধ্যাকাশ হইতে ঈষৎ পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু তখনও সে লোকালয় হইতে বহু দূরে পর্ব্বতের নিভৃত বক্ষে পড়িয়া আছে। সারাদিন তাহার আহার হয় নাই, ক্ষুধায় সে কাতর হইয়াছিল, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছিল। লক্ষ লক্ষ মুদ্রার স্বর্ণরাশি তাহার পশ্চাতে গিরি-গহ্বরে পুঞ্জীভূত, তাহার আয়ত্ত; কিন্তু হায়, তাঁহা তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রসমিত করিতে পারিল না। যদি সে বাহিরে যাইবার পথ খুঁজিয়া না পায়, পথ খুঁজিতে খুঁজিতে যদি দিবা অবসান হয়—তাহা হইলে এই নিভৃত গিরিবক্ষেই তাহার ইহজীবনের অবসান হইবে, তাহার অস্থিকঙ্কালও ঐ ভাবে গিরিপৃষ্ঠ চুম্বন করিবে; এ কথা ভাবিয়া স্মিথ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। সেই বিপুল স্বর্ণরাশি তাহার চিত্ত আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইল না। স্মিথ স্বর্ণপূর্ণ বাক্স দুইটি পদাঘাতে গিরিগুহায় নিক্ষিপ্ত করিয়া পিপাসা নিবারণের আশায় হ্রদের দিকে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। সে এক গণ্ডূষ জল সেই কুড়ি বাক্স স্বর্ণ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান মনে করিল। দৌড়াইতে দৌড়াইতে সে ক্লান্ত হইয়া পড়িল, পিপাসায় গলা শুকাইয়া তাহার জিহ্বা আড়ষ্ট হইল। তাহার মনে হইল সে পথ হারাইয়া গোলোকধাঁধায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; সেই মরণ-উপত্যকা হইতে বাহিরে যাওয়া তাহার অসাধ্য! সে চতুর্দ্দিকে মৃত্যুর প্রেতচ্ছায়া দেখিতে পাইল। সে মাতালের টলিতে টলিতে কম্পিত পদে দৌড়াইতে দৌড়াইতে, ক্রমাগত বিভিন্ন গলির ভিতর ঘুরিতে লাগিল; কিন্তু কোথায় হ্রদ, কোথায় হ্রদ-সন্নিহিত শ্যামল তৃণশোভিত সমতল প্রান্তর?—কিছুই সে দেখিতে পাইল না। তাহার মনে হইল সে অবসন্ন দেহে রসাতল-গর্ভে প্রবেশ করিতেছে, তাহার আর উদ্ধারের আশা নাই। সে চলিতে চলিতে শিলাখণ্ডে আহত হইয়া কতবার পড়িয়া গেল; আবার উঠিয়া চলিতে লাগিল। তাহার পদদ্বয় অবসন্ন হইল, সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইল, মাথা ঘুরিতে লাগিল। কারাবাসও তখন সে প্রার্থনীয় মনে করিল। অন্যের সাহায্য ব্যতীত তাহার উদ্ধারের আশা নাই বুঝিয়া সে শত্রুরও সাহায্য লাভের জন্য ব্যাকুল হইল; কিন্তু যাহারা

তাহাকে বন্দী করিয়াছিল—তাহারা কোথায় ? সে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলেও কি কেহ তাহার কথা শুনিতে পাইবে ? তাহার ক্ষীণকণ্ঠের স্বর দূর হইতে শুনিতে পাইবার সম্ভাবনা কোথায় ?

সহসা পকেটস্থিত পিস্তলের কথা স্মিথের স্মরণ হইল। সে পিস্তল বাহির করিয়া তাহা উর্দ্ধে তুলিয়া আওয়াজ করিল। সেই শব্দ শুনিয়া যদি কেহ বন্দুক চালাইয়া সাড়া দেয়—এই আশায় স্মিথ রুদ্ধ নিশ্বাসে দাঁড়াইয়া রহিল ; কিন্তু সে কোন দিক হইতে কাহারও সাড়া পাইল না। কোনও দিক হইতে বন্দুক বা পিস্তলের শব্দ আসিল না। তখন সে উন্মত্তপ্রায় হইয়া হাতের পিস্তল দূরে নিক্ষেপ করিল ; হতাশভাবে বলিয়া উঠিল, "মৃত্যু, এই স্থানে শোচনীয় মৃত্যুই আমার নিয়তি। প্রভু, প্রভু, এ সঙ্কটকালে তুমি কোথায় ? এইভাবে মরিতেই কি আমি তোমার সঙ্গে এদেশে আসিয়াছিলাম !"

স্মিথ উন্মাদের ন্যায় দৌড়াইতে লাগিল ; তখন আর তাহার দিক্‌বিদিক জ্ঞান ছিল না। দৌড়াইতে দৌড়াইতে সে একটি বাঁক পার হইয়া সম্মুখে আর একটি গিরিশৃঙ্গ দেখিতে পাইল। কিন্তু মধ্যে একটি গভীর খদ ; একখণ্ড শিলা সেই শৃঙ্গের পাদপীঠের ন্যায় সেই খদের অপরপ্রান্তে সংস্থাপিত। স্মিথের আশা হইল—যদি সে এক লম্ফে সেই খদ অতিক্রম করিতে পারে—তাহা হইলে সেই শিলাখণ্ডে পদার্পণ করিতে পারিবে ; তাহার পর সেই গিরিচূড়ায় আরোহণ করিয়া লোকালয়ের সন্ধানে ধাবিত হওয়া তাহার অসাধ্য না হইতেও পারে। সে উদ্ধার লাভের অন্য কোন উপায় না দেখিয়া খদের এক প্রান্ত হইতে অন্য ধারে লাফাইয়া পড়িল ; কিন্তু সে খদ পার হইতে পারিল না। সে দুই হাতে খদপ্রান্তস্থ শিলাখণ্ড চাপিয়া ধরিয়া খদের ভিতর ঝুলিতে লাগিল! সে দুই হাতে ভর দিয়া সেই প্রস্তরখণ্ডে উঠিবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু তখন তাহার দেহ অবসন্ন, বাহুদ্বয় অসাড়, তাহার চেষ্টা সফল হইল না ; পিচ্ছিল শিলাখণ্ড হইতে তাহার হাত পিছলাইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সে সেই গভীর খদে নিপতিত হইল !

সপ্তম কল্প

জেমিসনের মনস্তাপ

মিঃ ব্লেক সেই নিভৃত গিরি পথে অশ্বারোহিণী আমেলিয়াকে দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হইলেও মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিলেন, তাঁহার চক্ষুতে বা মুখমণ্ডলে বিস্ময়ের চিহ্নমাত্র প্রকাশিত হইল না; কিন্তু সেই সময় যদি কোন ডাক্তার তাঁহার বগলে তাপমান যন্ত্র রাখিয়া তাঁহার দেহের উত্তাপ পরীক্ষা করিতেন, তাহা হইলে তিনি বলিতেন—মিঃ ব্লেকের জ্বর হইয়াছে! হয় ত দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রম ও মানসিক উত্তেজনাই ইহার কারণ।

আমেলিয়া সেই স্থানে মিঃ ব্লেককে দেখিয়া হঠাৎ এরূপ বিহ্বল হইল যে, তাহার চোখ মুখ লাল হইয়া গেল, অশ্বরশ্মি সংযত করা তাহার পক্ষে কঠিন হইল; তাহার ঘোড়া কয়েক ফিট হটিয়া হঠাৎ কিছু দূরে নামিয়া গেল। রিচার্ডস্ আমেলিয়াকে দেখিয়া চক্ষুর নিমেষে পিস্তল উদ্যত করিল। মিঃ ব্লেকের কয়েদীরা রিচার্ডসের আচরণ দেখিয়া ক্রোধে হুঙ্কার দিয়া উঠিল। তাহাদের হাত বাঁধা না থাকিলে তাহারা বোধ হয় তৎক্ষণাৎ রিচার্ডস্‌কে হত্যা করিত। মিঃ ব্লেক রিচার্ডসের ভাবভঙ্গি দেখিয়া তাহাকে পিস্তল নামাইতে ইঙ্গিত করিলেন। তাহার পর তিনি আমেলিয়ার সম্মুখে অগ্রসর হইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "নমস্কার, মাদমইসেল!"

আমেলিয়া গম্ভীর ভাবে বাতাসে মাথা ঠুকিয়া বলিল, "নমস্কার, মিঃ ব্লেক! আপনাকে যেখানে দেখিবার আশা করি, সেখানে দেখিতে পাই না; যেখানে স্বপ্নেও আপনার সাক্ষাতের সম্ভাবনা থাকে না, সেখানে আপনার সাক্ষাৎ লাভ অত্যন্ত সহজ! আপনার ন্যায় লণ্ডনবাসী অষ্ট্রেলিয়ার দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে আবির্ভূত হইবেন—ইহা স্বপ্নেরও অগোচর!"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "দুর্গম বটে, কিন্তু চমৎকার স্থান; বিশেষতঃ অনাবৃষ্টির সময় মেঘ চুরি করিয়া লুকাইয়া রাখিবার এমন উপযুক্ত স্থান জগতে

আর দ্বিতীয় আছে কি না জানি না। বোকা জেমিসনটা তোমার পাল্লায় পড়িয়া রীতিমত জব্দ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তুমি আমার চক্ষুতে ধূলা দিতে পার নাই, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ।”

আমেলিয়া মনে মনে বলিল, “তোমার সেই গুণেই ত আমি মরিয়াছি; তুমি ভিন্ন আর কাহার সাধ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাকে পরাস্ত করে?”—কিন্তু সে আত্ম-সংবরণ করিয়া প্রকাশ্যে বলিল, অত্যন্ত গম্ভীর স্বরেই বলিল, “কিন্তু দুঃখের বিষয় চোরের পেশা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আপনি কি একথা অবিশ্বাস করেন?”—

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “জেমিসনের শূন্য খোঁয়াড় দেখিয়া তাহাই মনে হইতেছিল বটে! কিন্তু তোমার এই সহচরগুলি যে হঠাৎ সাধু হইয়া যাইবে, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। উহারা ওয়ালাবালার এলাকা হইতে সমস্ত ভ্যাড়া চুরি করিয়া আনিয়াছে—ইহার অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছি; কারণ হ্রদের তটে যে অসংখ্য মেষ বিচরণ করিতেছে, তাহাদের পিঠে ওয়ালাবালার ‘মার্কা’ আছে। আমি পূর্ব্বে যখন অষ্ট্রেলিয়ায় আসিয়াছিলাম, তখন ভ্যাড়া-চুরি এদেশের আইন অনুসারে গুরু অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইত, এখন সেই আইনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না তাহা আমার অজ্ঞাত।”

মিঃ ব্লেকের বিদ্রূপে আমেলিয়া আহত হইয়া মুখ ভার করিয়া বলিল, “আর কেন? যাহা বলিলেন তাহাই যথেষ্ট! আমি স্বীকার করিতেছি আপনি আমাকে কায়দায় পাইয়াছেন। (You hold the advantage of me) এখন আপনি কি করিবেন?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার অনুচর—এই ভ্যাড়াচোরগুলিকে ওয়ালাবালায় লইয়া গিয়া মিঃ এড্ওয়ার্ড জেমিসনের হস্তে অর্পণ করিব; শুনিয়াছি জেমিসন এই অঞ্চলের পঞ্চায়েৎ; সে উহাদের অপরাধের বিচার করিবে। উহাদিগকে ওয়ালা-বালায় রাখিয়া স্মিথের সন্ধান করিতে যাইব। তাহার জন্য আমার অত্যন্ত দুশ্চিন্তা হইয়াছে।”

আমেলিয়া কাতর দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া, জিনির মুখের দিকে

মুখ ফিরাইল। জিনি তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল, "মিসি, আমরা তাহাকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সে আমাদের চোখে ধূলা দিয়া পলায়ন করিয়াছে। আমরা তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম।"

জিনির কথা শুনিয়া আমেলিয়া বিরক্তিভরে বলিল, "তিন জন সশস্ত্র সতর্ক প্রহরীর চোখে ধূলা দিয়া সে পলায়ন করিল? বিস্ময়ের বিষয় বটে!"

আমেলিয়ার তিরস্কারে জিনি মস্তক অবনত করিল, কোন কথা বলিল না। আমেলিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "আপনাকে গোপনে দুই একটি কথা বলিতে চাই, দয়া করিয়া শুনিবেন কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপত্তি নাই; কিন্তু সেই সুযোগে আমার এই কয়েদীরা পলায়নের চেষ্টা করিবে না ত?"

আমেলিয়া বলিল, "না, উহারা পলায়ন করিবে না। আপনি একটু দূরে চলুন।"

আমেলিয়া অদূরবর্ত্তী বাঁকের মোড়ে একখানি পাথরের আড়ালে উপস্থিত হইল; মিঃ ব্লেক তাঁহার অনুসরণ করিলেন। আমেলিয়া মিঃ ব্লেকের পাশে আসিয়া দস্তানামণ্ডিত হাতখানি তাঁহার সম্মুখে প্রসারিত করিল, এবং আগ্রহ ভরে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনার হাতখানি বাড়াইবেন কি?"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া আমেলিয়ার হাত ধরিলেন। তাহার পর স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন, "আমেলিয়া, এ কাজ কেন করিলে? কাজটা কতদূর অন্যায়, তাহা কি তুমি বুঝিতে পার নাই?"

আমেলিয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "কিন্তু আপনার সহিত ইহার সম্বন্ধ কি, মিঃ ব্লেক? আপনি কি জেমিসনের নিকট ফি লইয়া তাহার পক্ষসমর্থন করিতেছেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আমি তাহার নিকট ফি লই নাই, সে আমার সাহায্যপ্রার্থী হওয়ায় তাহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি।"

আমেলিয়া হাসিয়া বলিল, "ব্যাপার?—ঢেঁকি স্বর্গে আসিয়াও ধান ভানিতেছে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, ধান ভানাই ঢেঁকির কাজ, তা স্বর্গেই হউক, আর মর্ত্তেই হউক।"

আমেলিয়া বলিল, "এখানে আসিয়া আছেন কোথায়? ওয়ালাবালার কুঠীতে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "জেমিসনের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না; আমি এ দেশে আসিয়া মুলওয়ানায় ক্যাম্বেলের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি।"

আমেলিয়া বলিল, "হাঁ, আমি জানি ওয়ালাবালার ওপাশেই মুলওয়ানা। মিঃ ব্লেক, আপনি জেমিসনের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন না? সে যাহা পারে—করুক।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না আমেলিয়া, তোমার এই অনুরোধ রক্ষা করা এখন আমার অসাধ্য। যদি কাল এই অনুরোধ করিতে, তাহা হইলে হয় ত তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারিতাম; কিন্তু আজ তাহা অসম্ভব। কারণ তুমি স্মিথকে কয়েদ করিয়াই সে পথ বন্ধ করিয়াছ। স্মিথ এখন কোথায়? আগে তাহার মুক্তিদানের ব্যবস্থা কর; তাহার পর শান্তভাবে বশ্যতাস্বীকার করাই তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে। জেমিসন তোমার কোন অনিষ্ট না করে—সে জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া আমেলিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসি বীণা-তন্ত্রীর ঝঙ্কারবৎ সুমধুর। আমেলিয়া পূর্ণ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "জেমিসন এই মুহূর্ত্তে কি কাণ্ড করিতেছে তাহা জানেন কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিরূপে জানিব? আমি ত দৈবজ্ঞ নহি।"

আমেলিয়া বলিল, "জেমিসন এতক্ষণ তাহার অনুচরবর্গের সাহায্যে বিনাগঙ্গ কুঠী অবরুদ্ধ করিয়াছে, হয় ত বে-পরোয়া গুলী চালাইতেছে। প্রায় একঘণ্টা পূর্ব্বে জেমিসন বলিয়া আসিয়াছিল—সে বাহুবলে কুঠী অধিকার করিবে। তাহার কথা শুনিয়া বুঝিয়াছিলাম—সে মিথ্যা ভয় প্রদর্শন করে নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বল কি? এ যে বড়ই ভয়ানক কথা! যদি সে খুন জখম করিয়া বসে তাহা হইলে অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিবে।"

আমেলিয়া বলিল, "আমারও সেইরূপ আশঙ্কা। আমি আত্মরক্ষার ব্যবস্থা

করিবার জন্য আমার অনুচরদের ডাকিতে আসিয়াছিলাম ; পাহাড়ের উপর হঠাৎ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ। আপনি জেমিসনের নিকট যে সকল কথা শুনিয়াছেন—তাহা এক পক্ষের কথা। আমার পক্ষে যাহা বলিবার আছে—সে কথা দয়া করিয়া শুনিবেন কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার কোন কথা শুনিতে কি আমি কোনও দিন অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছি ? তোমার কি বলিবার আছে বল, তাহা শুনিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিব।"

আমেলিয়া বলিল, "আমার প্রতি দয়া-প্রদর্শনে কোন দিনও আপনার ঔদাসীন্য দেখিতে পাই নাই। আমার কথাগুলি আপনি দয়া করিয়া শুনুন, সকল কথা সংক্ষেপেই বলিব, আপনার অধিক সময় নষ্ট করিব না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বল।"

আমেলিয়া তাহার মাতুল গ্রেভিসের সহিত তাহার সুমধুর শৈশবের বাসগৃহ বিনাগঙ্গ কুঠীতে আগমনের পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল—সমস্তই মিঃ ব্লেকের গোচর করিল। মিঃ ট্রিহারণ্ বিপন্ন হইয়া কি ভাবে জেমিসনের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন, এবং জেমিসন তাঁহার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিবার দুরভিসন্ধিতে চিহ্নিত তাদের সাহায্যে জুয়া খেলিয়া কি ভাবে তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছিল, এবং ট্রিহার্ণের বিপদের কথা শুনিয়া আমেলিয়া জেমিসনকে জব্দ করিবার জন্য কি কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল—তাহাও বলিল। মিঃ ব্লেক আরও জানিতে পারিলেন, মিঃ ট্রিহারণ্ আমেলিয়ার নিকট হইতে টাকা লইয়া জেমিসনের ঋণ পরিশোধ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু মিঃ ট্রিহারণ্ যে একরারনামা লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহার বলে জেমিসন টাকা না লইয়া বলিয়াছিল—সে মিঃ ট্রিহার্ণের সম্পত্তি অধিকার করিবে।—জেমিসন প্রায় একঘণ্টা পূর্ব্বে বিনাগঙ্গ-কুঠীতে গিয়া বলিয়া আসিয়াছিল—সে বল পূর্ব্বক কুঠী দখল করিবে। কিন্তু মিঃ ট্রিহারণ্ আমেলিয়ার উপদেশেই আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেক সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "তুমিই মিঃ ট্রিহার্ণের রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছ ?"

আমেলিয়া বলিল, "হাঁ, মিঃ ট্রিহার্ণ আমার শরণাগত। বিপদের ভয়ে আমি কোন দিন শরণাগত বিপন্ন ব্যক্তিকে ত্যাগ করি নাই। প্রতারককে প্রতারিত করা আমার বিবেচনায় অন্যায় নহে।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "প্রতারণা কোন অবস্থাতেই সমর্থন-যোগ্য নহে। চুরি চিরদিনই অপকর্ম্ম।"

আমেলিয়া বলিল, "তা বটে; কিন্তু ভণ্ড প্রতারকের হস্তে নিরুপায় ভাবে আত্মসমর্পণ করা, তাহার বশ্যতাস্বীকার করাও ত কাপুরুষের কার্য্য। আমার নীতিজ্ঞান আপনার ন্যায় প্রখর নহে। যে আমাকে ঠকাইয়া আমার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছে, যেরূপে পারি তাহাকে চূর্ণ ও বিধ্বস্ত করাই আমার চরিত্রের বিশেষত্ব—তাহা বোধ হয় আপনার অজ্ঞাত নহে।"

মিঃ ব্লেক কোন কথা বলিলেন না; তিনি নত মস্তকে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার কি কর্ত্তব্য তাহা তিনি সহসা স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে যখন তিনি মুখ তুলিয়া আমেলিয়ার মুখের দিকে চাহিলেন, তখন আমেলিয়ার কণ্ঠসংলগ্ন হীরকখচিত ব্রুচের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। সেই ব্রুচ-খানি তিনিই আমেলিয়াকে উপহার দিয়াছিলেন, এবং তাহা উপহার দানের সময় তিনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন—আমেলিয়া ভবিষ্যতে বিপদে পড়িয়া তাহার সাহায্য-প্রার্থিনী হইলে তিনি সাধ্যানুসারে তাহাকে সাহায্য করিবেন। তাঁহার সেই অঙ্গীকার আমেলিয়ার স্মরণ ছিল; কিন্তু আমেলিয়া সে সম্বন্ধে নীরব রহিল। ব্রুচ-খানি দেখিয়া সেই পূর্ব্বকথা হঠাৎ মিঃ ব্লেকের স্মরণ হইল। অতঃপর তিনি কি করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

মিঃ ব্লেককে নীরব দেখিয়া আমেলিয়া বলিল, "আমি কি আপনাকে বিপদে ফেলিলাম মিঃ ব্লেক? আপনি কি ভাবিতেছেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি? তুমি ক্ষুব্ধ হইও না আমেলিয়া, আমি হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হইয়াছিলাম।"

আমেলিয়া হাসিয়া বলিল, "আমি সম্মুখে উপস্থিত থাকিতে আপনি অন্যমনস্ক! আমার পক্ষে ইহা প্রশংসার বিষয় নহে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এ তোমার অন্যায় অভিমান। আমি অন্যমনস্ক হইয়া তোমার কথাই ভাবিতেছিলাম।"

আমেলিয়া লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া বলিল, "আমার সৌভাগ্য বটে; কিন্তু কি স্থির করিলেন শুনিতে পাই না ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "শোন আমেলিয়া, তুমি বিপদে পড়িয়া আমার সাহায্য প্রার্থনা করিলে তোমার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা আমার অসাধ্য। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি—জেমিসনকে সাহায্য করায় আমার কোন স্বার্থ নাই। আমি বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে তাহাকে সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছিলাম। জেমিসনের কথা শুনিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল—অন্যায় রূপে সে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; তাহার ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করাই উচিত। সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ট্রিহার্ণকে বিপদে ফেলিয়াছে—এ সংবাদ আমার জানা ছিল না। সে ট্রিহার্ণের যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিবার জন্য চিহ্নিত তাসের সাহায্যে তাহার সহিত জুয়া খেলিয়া তাহাকে দিয়া একরারনামা লিখাইয়া লইয়াছে, এবং সেই একরারনামার বলে তাহার সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করিতে উদ্যত হইয়াছে। জেমিসনের এই বিশ্বাসঘাতকতার ও প্রতারণার সাহায্য করিতে পারি না। তোমার নিকট সকল কথা শুনিয়া আমার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তুমি জেমিসনের বিশ্বাস-ঘাতকতা ও প্রবঞ্চনার পরিচয় পাইয়া শরণাগত ট্রিহার্ণের পক্ষাবলম্বন করিয়াছ—এ জন্য আমি তোমার নিন্দা করিতে পারি না; তবে তুমি জেমিসনকে জব্দ করিবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছ—সেই গর্হিত উপায়ের আমি সমর্থন করি না। চোরের উপর বাটপাড়ি সর্ব্বত্রই নিন্দনীয়। আমি তোমার এই কার্য্যের সমর্থন না করিলেও বন্ধুভাবে তোমাকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলাম।"

আমেলিয়া মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া আগ্রহভরে তাঁহার হাত ধরিল, এবং হর্ষাপ্লুত কণ্ঠে বলিল, "আপনাকে শত ধন্যবাদ মিঃ ব্লেক, আমি দারুণ দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তিলাভ করিলাম।"

মিঃ ব্লেক ধীরে ধীরে হাত টানিয়া লইয়া বলিলেন, "কিন্তু স্মিথের জন্য আমার বড়ই দুশ্চিন্তা হইয়াছে; কোথায় তাহার সন্ধান পাইব ?"

আমেলিয়া বলিল, "তাহার সন্ধান না পাওয়ায় আমিও উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। জিনি তাহাকে যে কুটীরে কয়েদ করিয়াছিল—সেই কুটীর হইতে সে পলায়ন করিয়াছে, এ সংবাদ মিথ্যা নহে; কিন্তু সে কোথায়—এ সংবাদ আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সম্ভবতঃ সে পাহাড়ের নীচে গলির ভিতর লুকাইয়া থাকিয়া পলায়নের সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে, অথবা সে আমার অনুচরবর্গের অজ্ঞাতসারে নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিয়াছে। জিনি তাহার সম্বন্ধে কি জানে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।"

আমেলিয়া মিঃ ব্লেকের সঙ্গে কয়েদীদের নিকট উপস্থিত হইল। তাঁহাদিগকে দেখিয়া রিচার্ডস্ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিল। মিঃ ব্লেক তাহার মনিবের পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন, তস্করদলের যুবতী অধিনেত্রীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া সে অত্যন্ত বিরক্ত হইল। অবশেষে যখন মিঃ ব্লেক জিনি ও তাহার সঙ্গীদের হাতের বাঁধন খুলিয়া দিলেন, তখন সে উত্তেজিত স্বরে বলিল, "চোরগুলার হাতের বাঁধন হঠাৎ এখন খুলিয়া দিলেন, এ আপনার কি রকম বিবেচনা মহাশয়?"

মিঃ ব্লেক বিরক্তি ভরে বলিলেন, "তুমি সামান্ত চাকর মাত্র, তোমার মত রাখালের সে কথা জানিবার প্রয়োজন নাই। এ কাজ কেন করিলাম—তাহা তুমি বুঝিতেও পারিবে না। আমার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তোমার পিস্তল নামাইয়া রাখ।"

রিচার্ডস্ এবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, দৃঢ়স্বরে বলিল, "আপনার অন্যায় আদেশ যদি পালন না করি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে পূর্ব্বে তোমার যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, পুনর্ব্বার সেইরূপ হইতে পারে।"

মিঃ ব্লেক পিস্তলটি রিচার্ডসের হাত হইতে কাড়িয়া লইলেন; তাহার পর তাহাকে বলিলেন, "আমি তোমাকে মুক্তিদান করিলাম; পাহাড়ের উপর উঠিয়া তোমার যেখানে খুসী যাইতে পারিবে; কিন্তু আমি তোমার ঘোড়াটি চাই। তুমি হাঁটিয়া তোমাদের কুঠীতে ফিরিয়া যাইতে পার।—কি বল, আপত্তি আছে কি?"

রিচার্ডস্ বলিল, "আপত্তি করিয়া আর ফল কি? আমি কুঠীতে ফিরিয়া গিয়া আমার মনিবকে সংবাদ দিব—যিনি বক্ষক তিনিই ভক্ষক!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেখানে তোমার মনিবের দেখা পাইবে না।—জিনি, তুমি যাহাকে কয়েদ করিয়াছিলে, তাহার সংবাদ কি জান বল।"

আমেলিয়া বলিল, "তুমি যাহা জান সমস্তই বল জিনি!"

জিনি মিঃ ব্লেকের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়াছিল; কিন্তু আমেলিয়াব আদেশ সে অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। সে মুখ ভার করিয়া বলিল, "ছোকরা ভয়ঙ্কর ধূর্ত্ত! সে আমাদের চোখে ধূলা দিয়া পলায়ন করিয়াছিল। তাহার পলায়নের কতক্ষণ পরে আমরা তাহার অনুসরণ করিয়াছিলাম, তাহা ঠিক বলিতে পারিব না,—বোধ হয় আধ ঘণ্টা পরে। আমি সঙ্গীদের আহ্বান করিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার ধরিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু পাহাড়েব মাথায় আসিয়া তাহার সন্ধান পাইলাম না। সুতরাং হ্যারিস্‌কে সেখানে পাহারায় রাখিয়া নীচে ফিরিয়া চলিলাম। কিছুকাল পবে হ্যারিস্ শত্রুপক্ষের এই গোয়েন্দার হাতে ধরা পড়িল। সেই ছোকরা যদি পাহাড়ের মাথায় উঠিয়া ঠিক পথেব সন্ধান পাইয়া থাকে—তাহা হইলে নির্ব্বিঘ্নে নিজের আড্ডায় ফিরিয়া গিয়াছে; আর যদি সে সুযোগের প্রতীক্ষায় নীচে গলির ভিতর লুকাইয়া থাকে, তাহা হইলে সে এখনও সেই স্থানেই আছে। ইহার অধিক কোন কথা আমার জানা নাই।"

মিঃ ব্লেক জিনির কথা শুনিয়া বলিলেন, "উহার কথা শুনিয়া অনুমান হয়—স্মিথ নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিয়া এতক্ষণ বাড়ীর দিকে ফিরিয়াছে।"

জিনি বলিল, "সেই রকমই মনে হইতেছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে তাহার প্রতীক্ষায় এখানে বিলম্ব কবা নিষ্ফল। বিনাগঞ্জের কুঠীতে গিয়া জেমিসন কিরূপ যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছে তাহা দেখিবার জন্য আগ্রহ হইয়াছে; এখন আমাদের সেই স্থানেই গমন করা কর্ত্তব্য।"

আমেলিয়া বলিল, "চলুন, বিনাগঞ্জে যাই; আপনি আমাদিগকে সাহায্য করিবেন ত?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কথা ত তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি ; তোমাদের দলের নেতৃত্ব-ভার আমিই গ্রহণ করিব।"

মিঃ ব্লেক, আমেলিয়া ও তাহার অনুচরবর্গের সহিত পাহাড়ের ঊর্দ্ধদেশে আসিয়া রিচার্ডস্‌কে বিদায় দান করিলেন। সে পদব্রজে প্রস্থান করিলে মিঃ ব্লেক সমতল প্রান্তর অতিক্রম করিয়া বিনাগঙ্গ অভিমুখে ধাবিত হইলেন। আমেলিয়া ও তাহার অনুচরেরা তাঁহার অনুসরণ করিল। জিনি তাহাদের সঙ্গে চলিতে চলিতে মাঠের এক স্থানে আসিয়া হঠাৎ থামিল, এবং দূরে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "বাঁ-দিকে চাহিয়া দেখুন, এক দল অশ্বারোহী এই দিকেই আসিতেছে, উহারা জেমিসনেরই অনুচর বলিয়া মনে হইতেছে। ঐ সকল অশ্বারোহী বোধ হয় জেমিসনের অনুরোধে বিনাগঙ্গের কুঠী দখল করিতে যাইতেছে।"

মিঃ ব্লেক অশ্বের গতিরোধ করিয়া সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, দূরবর্ত্তী অশ্বারোহীদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঐ দলে এগার জন অশ্বারোহী আছে দেখিতেছি।"

আমেলিয়া বলিল, "হাঁ, এগার জনই বটে ; উহারা বোধ হয় জেমিসনের অনুচর।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "জেমিসনের অনুচর?—না, আমার ত সেরূপ মনে হইতেছে না ; আমার বিশ্বাস, উহা আমার বন্ধু ক্যাম্বেলের দল। ঐ যে দেখিতেছ—সাদা ঘোড়া ; উহার আরোহী ক্যাম্বেল ভিন্ন অন্য কেহ নহে। এতদূর হইতে উহাকে চিনিতে না পারিলেও মনে হইতেছে—ঐ অশ্বারোহী আমার বন্ধু ক্যাম্বেল।"

জিনি বলিল, "আপনার অনুমান সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে। আমি জানি মিঃ ক্যাম্বেলই একটা সাদা ঘোড়ায় চড়িয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ান। এ অঞ্চলে তাঁহার ভিন্ন অন্য কাহারও সাদা ঘোড়া নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তবে চল, উহাদের সঙ্গে যোগদান করিতে হইবে। যদি জেমিসন সদলে বিনাগঙ্গের কুঠী আক্রমণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ক্যাম্বেলের সাহায্য পাইলে আমাদের উপকার হইবে।"

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ বাম দিকে অশ্ব পরিচালিত করিলেন; আমেলিয়া ও তাহার অনুচরেরাও তাঁহার অনুসরণ করিল। পূর্ব্বোক্ত অশ্বারোহীগণ অন্য একদল অশ্বারোহীকে তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া সেই দিকেই আসিতে লাগিলেন। কয়েক মিনিট পরে মিঃ ব্লেক সাদা ঘোড়ার আরোহীকে চিনিতে পারিলেন; সত্যই তিনি তাঁহার বন্ধু কাপ্তেন ক্যাম্বেল।

কাপ্তেন ক্যাম্বেল মিঃ ব্লেককে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "ব্যাপার কি বন্ধু! কোথায় চলিয়াছ? সঙ্গে উহারা কে? এবং—"কাপ্তেন ক্যাম্বেল বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে শ্রীমতী আমেলিয়াসুন্দরীর মাধুর্য্যপূর্ণ সহাস্য মুখের দিকে চাহিলেন।

মিঃ ব্লেক কাপ্তেন ক্যাম্বেলের পাশে গিয়া সকল কথা বলিলেন। জেমিসন কিরূপ ইতর ও ধূর্ত্ত, তাহার পরিচয় পূর্ব্ব হইতেই কাপ্তেন ক্যাম্বেলের সুবিদিত ছিল। তাহার বিশ্বাসঘাতকতা ও শঠতার কথা শুনিয়া কাপ্তেন ক্যাম্বেলের মুখ-মণ্ডল ক্রোধে ও ঘৃণায় আরক্তিম হইল। তিনি মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "এখন কি করিতে চাও?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "জেমিসনের মত দাম্ভিক প্রতারককে তাহার সঙ্কল্প হইতে বিচলিত করা সহজ হইবে না; যুক্তি তর্কে তাহাকে বশীভূত করিতে না পারিলে হয় ত তাহার সহিত বিরোধ অপরিহার্য্য হইবে। প্রয়োজন হইলে তুমি কি সদলে আমাদিগকে সাহায্য করিবে না?"

ক্যাম্বেল বলিলেন, "তুমি আমার বন্ধু, অতিথি; প্রয়োজন হইলে নিশ্চয়ই তোমাকে সাহায্য করিব। অষ্ট্রেলিয়ার এই সকল বুনো তালুকদারদের বিরোধে এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া অপর পক্ষের সহিত যুদ্ধ করা বড়ই অপ্রীতিকর ব্যাপার, তথাপি প্রয়োজন হইলে ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করাই উচিত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই বিরোধের জন্য কে দায়ী, তাহা কি আমার কথা শুনিয়া বুঝিতে পার নাই?"

ক্যাম্বেল বলিলেন, "হাঁ মনে হইতেছে প্রতারক জেমিসনই এই বিরোধের জন্য দায়ী। চল, আমরা তোমার অনুসরণ করিতেছি।"

মিঃ ব্লেক তাঁহাকে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন, কাপ্তেন ক্যাম্বেল সদলে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। আমেলিয়া ব্লেকের পাশে পাশে চলিতে লাগিল। প্রায় দশ মিনিট পরে অশ্বারোহীদল বিনাগঙ্গের কুঠীর সম্মুখবর্ত্তী প্রান্তরে উপস্থিত হইল। সেই সময় কুঠীর দিক হইতে সুগম্ভীর বন্দুক-নির্ঘোষ অশ্বারোহীগণের কর্ণগোচর হইল।

আমেলিয়া বলিল, "জেমিসনের কথা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। সে সদলে বিনাগঙ্গের কুঠী আক্রমণ করিয়াছে; বাহুবলে সে তাহা অধিকার করিবে। মিঃ f ট্রিহারণ এখনও তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করেন নাই, এজন্য জেমিসন্ কুঠীর উপর গুলী বর্ষণ করিতেছে।"

মিঃ ব্লেক কোন কথা না বলিয়া পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিলেন, এবং তাহা উদ্যত করিয়া জেমিসনের দলের দিকে অগ্রসর হইলেন; তাঁহার অনুচরেরা এবং কাপ্তেন ক্যাম্বেল সদলে এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলেন। তাঁহারা কুঠীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন—কুঠীর বিভিন্ন গবাক্ষের সম্মুখভাগ বারুদের ধূমে সমাচ্ছন্ন! তখনও জেমিসনের অনুচরবর্গ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে কুঠীর সম্মুখস্থিত প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান ছিল।

মিঃ ব্লেক সদলে তাহাদের নিকট অগ্রসর হইলে তাহারা গুলী-বর্ষণে বিরত হইল। তাহাদিগকে যুদ্ধে নিবৃত্ত দেখিয়া কুঠীর ভিতর হইতেও আর গুলী বর্ষিত হইল না। কি কারণে তাহাদের যুদ্ধ বন্ধ হইল—মিঃ ব্লেক তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সদলে একটা বাবলা গাছের কাছে দাঁড়াইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া এডওয়ার্ড জেমিসন অশ্বারোহণে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইল।

জেমিসন মিঃ ব্লেক ও কাপ্তেন ক্যাম্বেলকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল; সে অঙ্গুলীদ্বারা ললাট হইতে ঘর্ম্মধারা অপসারিত করিয়া সোৎসাহে বলিল, "কি সৌভাগ্য! আপনারা আমার ঠিক দরকারের সময়টিতেই এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এতক্ষণ আমি আপনাদের অভাব অনুভব করিতেছিলাম। আমি ত্রিশজন অনুচর সঙ্গে লইয়া এই কুঠী দখল করিতে আসিয়াছি—কিন্তু এতক্ষণ ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও—"

সে কথা শেষ না করিয়াই ক্রূর দৃষ্টিতে আমেলিয়া ও তাহার অনুচর-চতুষ্টয়ের মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর ভ্রূভঙ্গি করিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "উহারা আপনাদের সঙ্গে কেন ?"

মিঃ ব্লেক অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "আমি উহাদিগকে কয়েদ করিয়া আনিয়াছি ; কিন্তু মিঃ জেমিসন, আপনি-সদলে এই কুঠী আক্রমণ করিয়া গুলী বর্ষণ করিতে-ছিলেন কেন, তাহাই আগে জানিতে চাই।"

জেমিসন তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহা পাঠ করিল ; ইহা মিঃ ট্রিহার্ণের স্বাক্ষরিত পূর্ব্বোক্ত একরারনামা। জুয়ায় হারিয়া তিনি এই একরারনামা লিখিয়া দিয়াছিলেন।

একরারনামাখানি পাঠ করিয়া জেমিসন বলিল, "এই একরারনামার সর্ত্তানুসারে কুঠীর দখল না পাওয়াতেই আমাকে অগত্যা এই কঠোর উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। আমি এই অঞ্চলের পঞ্চায়েৎ। আমি যে সম্পত্তিতে স্বত্ববান হইয়াছি, তাহা দখল করিবার আমার অধিকার আছে। আমি উহাদিগকে কুঠী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছিলাম, আমার আদেশ পালনের জন্য যথেষ্ট সময়ও দিয়াছিলাম ; কিন্তু উহারা আমার আদেশ পালন করে নাই। এই জন্য আমি বলপূর্ব্বক কুঠী দখল করিতে আসিয়াছি। আমি আমার অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার দলের কেহ আহত হইয়াছে কি ?"

জেমিসন বলিল, "হাঁ, পাঁচজন আহত হইয়াছে ; তন্মধ্যে দুইজনের আঘাত সাংঘাতিক।"

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "মিঃ জেমিসন, এই যুদ্ধে জনক্ষয় অপরিহার্য্য। যদি আমি উহাদিগকে বুঝাইয়া আপনাকে এই কুঠীর দখল দেওয়াইতে পারি—তাহা হইলে আপনি যুদ্ধে বিরত হইতে সম্মত আছেন কি ?"

জেমিসন বলিল, "নিশ্চয়ই ; আমার সম্পত্তিতে আমি দখল পাইলে অনর্থক যুদ্ধের প্রয়োজন কি ?"

মিঃ ব্লেক আমেলিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি আমাকে এই বিরোধ-নিষ্পত্তির ভার দিতে সম্মত আছ ?"

আমেলিয়া বলিল, "আপনি উভয় পক্ষের সালিশ হইয়া যে ভাবে বিরোধের নিষ্পত্তি করিবেন—তাহাতেই আমি সম্মত।"

জেমিসন উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আপনার মীমাংসায় আমারও আপত্তি নাই বটে, কিন্তু সেই বদমায়েসের ধাড়ী, চোর ট্রিহার্ণকে আমার হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। আমি পঞ্চায়েৎ, তাহাকে যদি তাহার অপরাধের শাস্তি না দিই, তাহা হইলে আমার কর্ত্তব্য অসম্পন্ন রহিয়া যাইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যদি তাহার অপরাধ সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে সে আইন অনুসারে নিশ্চয়ই দণ্ডিত হইবে; কিন্তু বিরোধ-নিষ্পত্তির পূর্ব্বে সে আপনার হস্তে আত্মসমর্পণ করিবে—এরূপ প্রত্যাশা করিবেন না। আমার নিরপেক্ষ মীমাংসা শেষ হইলে সে কুঠীর দখল ত্যাগ করিবে। আমার এই অঙ্গীকারে নির্ভর করিয়া আমাকে সালিশের ভার দিতে আপনি সম্মত আছেন কি ?"

জেমিসন বলিল, "হঁা, আছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন, আমি ট্রিহার্ণের সঙ্গে দেখা করিয়া আসি। মাদমইসেলকেও আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।"

মিঃ ব্লেক আমেলিয়াকে সঙ্গে লইয়া কুঠীর দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন; মিঃ ট্রিহারণ্ একটি বাতায়নের খড়খড়ি তুলিয়া বিপক্ষ দলের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলেন। মিঃ ব্লেক গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে গ্রেভিস্ দ্বার খুলিয়া দিল; তাহার এক হাতে পিস্তল, অন্য হাতে একটি অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেট।

মিঃ ব্লেক গৃহদ্বারে পদার্পণ করিবামাত্র গ্রেভিস্ বলিল, "আপনাকে দেখিয়া সুখী হইলাম; কিন্তু সর্ব্বাগ্রে জানিতে চাই আপনি বন্ধুভাবে আসিতেছেন, না শত্রুপক্ষের প্রতিনিধি রূপে?"

মিঃ ব্লেক আমেলিয়ার হাত ধরিয়া বলিলেন, "বন্ধুভাবে।"

গ্রেভিস্ তৎক্ষণাৎ দ্বার হইতে সরিয়া দাঁড়াইল, তাঁহারা উভয়ে সেই কক্ষে

প্রবেশ করিলেন। আমেলিয়া মিঃ ট্রিহার্ণকে মিঃ ব্লেকের সহিত পরিচিত করিলেন। মিঃ ব্লেক ট্রিহার্ণের মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন—আমেলিয়া তাঁহাকে ট্রিহারণ্ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছিল—তাহা অতিরঞ্জিত নহে, এবং তাঁহার পক্ষাবলম্বন করা আমেলিয়ার অসঙ্গত হয় নাই। মিঃ ব্লেক জানিতেন—আমেলিয়া মানুষ চেনে।

গ্রেভিস্ একটি সিগারেট বাহির করিয়া মিঃ ব্লেকের সম্মুখে ধরিল; মিঃ ব্লেক তাহা লইয়া বলিলেন, "মাতুল, তোমাদের দলের কেহ গুলী খাইয়াছে কি?"

গ্রেভিস্ সোৎসাহে বলিল, "উহাদের সাধ্য কি আমাদের কাহাকেও গুলী করে? উহাদের একটী গুলীও আমাদের অঙ্গ স্পর্শ করে নাই। উহারা আধ ঘণ্টা ধরিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী ছাড়িয়াছে। আমরা সুযোগ বুঝিয়া দুই চারিটা 'ফায়ার' করিয়াছি, তাহাতেই উহাদের কয়েক জনকে মাটী লইতে হইয়াছে।"

আমেলিয়া হাসিয়া বলিল, "হাঁ মামা, বেশ দক্ষতার সঙ্গেই আত্মরক্ষা করিয়াছ; প্রাচীরের অন্তরালে থাকিয়া যে যুদ্ধ করিয়াছ—তাহাতে উহাদের পাঁচজন ধরাশায়ী হইয়াছে।"

গ্রেভিস বলিল, "উহারাই প্রথমে গুলী চালাইয়াছিল। আমাদিগকে হত্যা করিবার চেষ্টারও ত্রুটি করে নাই; কিন্তু আমরা অদৃশ্য ছিলাম। এখন উহারা যুদ্ধ বন্ধ করিয়াছে, উহাদের মতলব কি? তোমাদের কি বলিতেছিল?"

আমেলিয়া গ্রেভিস্‌কে সকল কথা বলিলে গ্রেভিস্ বলিল, "মিঃ ব্লেকের মধ্যস্থতায় উহাদের আপত্তি না থাকিলে আমাদের আপত্তির কোন কারণ নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মিঃ ট্রিহার্ণের কি মত?"

মিঃ ট্রিহারণ্ বলিলেন, "মাদমইসেল আমার সকল ভার গ্রহণ করিয়াছেন, উহার সকল ব্যবস্থাতেই আমি রাজী।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমরা যখন আমার উপর মীমাংসার ভার দিলে তখন আমি জেমিসনকে এখানে ডাকিতে পারি?"

গ্রেভিস্ বলিল, "সে যদি একাকী আসে, তাহা হইলে তাহাতে আপত্তির

কোন কারণ দেখি না; কিন্তু সে যদি এই সুযোগে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহা হইলে?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সে দায়িত্ব আমার।”

তিনি জানালা খুলিয়া জেমিসনকে আহ্বান করিলেন।

জেমিসন জানালার বাহিরে আসিলে মিঃ ব্লেক তাহাকে বলিলেন, “আমি যেরূপ মীমাংসা করিব, তাহাতেই ইহারা রাজী।—আমি আপনাদের বিরোধের নিষ্পত্তি করিব; নিরপেক্ষ বিচারের ত্রুটি হইবে না। আপনি ঘরের ভিতর আসিতে পারেন।”

জেমিসন তাহার ঘোড়ার পিঠে লাগাম ফেলিয়া নামিয়া আসিল, এবং উৎসাহ-ভরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

মিঃ ব্লেক জেমিসনকে বলিলেন, “আপনি ঐ চেয়ারে বসুন, আমরাও বসিতেছি। উভয় পক্ষের সকল কথা শুনিয়া আপনাদের বিরোধের মীংমাসা করিতে হইবে; এজন্য একটু সময় লাগিবে।”

সকলে উপবেশন করিলে মিঃ ব্লেক জেমিসনকে বলিলেন “মিঃ জেমিসন, মিঃ ট্রিহার্ণের বিপদে আপনি উঁহাকে যে ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা আমার অজ্ঞাত নহে, আমি সকল কথাই শুনিয়াছি। আপনার দাবী কি, তাহাও আমি জানি। আমার কাছেই সে সকল কথা শুনুন; যদি কোন বিষয়ে আমার ভ্রম হয় তাহা হইলে আপনি সেই ভ্রম সংশোধন করিবেন।”

জেমিসন গম্ভীর ভাবে বলিল, “উত্তম প্রস্তাব। আমি রাজী।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আপনি মিঃ ট্রিহার্ণকে অর্থাভাবে বিব্রত দেখিয়া উঁহাকে অনেক টাকা ধার দিয়াছিলেন; সে জন্য মিঃ ট্রিহারণ তাঁহার সমুদয় মেষ আপনার নিকট বন্দক রাখিয়াছিলেন।”

জেমিসন বলিল, “হাঁ, ঠিক।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাহার পর মিঃ ট্রিহার্ণের আরও অধিক অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় তিনি বিনাগঙ্গ কুঠী আপনার নিকট রেহানে (mortgage) আবদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলেন।”

জেমিসন বলিল, "ঠিক কথা।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার পর মিঃ ট্রিহারণ্ আপনাকে একরারনামা লিখিয়া দিয়াছিলেন,—সেই একরারনামার বলে এই সম্পত্তিতে আপনার অধিকার বর্ত্তিয়াছে।"

জেমিনন বলিল, "আপনি সত্য কথাই বলিয়াছেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার পর ট্রিহারণ, যে উপায়েই হউক, টাকাগুলি সংগ্রহ করিয়া রেহানে আবদ্ধ উক্ত সম্পত্তি উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।"

জেমিসন বলিল, "হাঁ, টাকা লইয়া ঋণ পরিশোধ করিতে গিয়াছিল;—বন্দকী সম্পত্তি ফেরত চাহিয়াছিল।—আপনি ঠিকই শুনিয়াছেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি আরও শুনিয়াছি—আপনি উঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছিলেন উঁহার স্বাক্ষরিত একরারনামার সর্ত্তানুসারে আপনি ঐ সম্পত্তি উঁহাকে প্রত্যার্পণ করিতে বাধ্য নহেন। সুদ সহ ঋণের টাকা প্রত্যাখ্যান করিয়া উঁহাকে আপনার কুঠী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।"

জেমিসন উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আলবৎ; (certainly.) ট্রিহারণ্ স্বেচ্ছায় একরারনামা লিখিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিল ভবিষ্যতে ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য হইলেও এই সম্পত্তি আর ফেরত লইতে পারিবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার পর মিঃ ট্রিহারণ্ উক্ত সম্পত্তি এই মহিলার নিকট (আমেলিয়াকে দেখাইয়া) বিক্রয় করিয়াছিলেন। ইনি এই সম্পত্তি-সংক্রান্ত সকল দায়িত্ব (all liabilities in connection with it.) স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

জেমিসন মুখ ভার করিয়া বলিল, "হাঁ, ঐ রকমই শুনিয়াছিলাম বটে; কিন্তু ইহা আইন অনুসারে অগ্রাহ্য। যে সম্পত্তিতে আমার অধিকার বর্ত্তিয়াছে, তাহা ঐ মেয়েটি অন্তের নিকট ক্রয় করিতে পারে না। এই জন্য এই সম্পত্তিতে উঁহার দাবী অচল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই তর্কের মীমাংসা পরে হইবে। আপনি অতঃপর

আদেশ করিয়াছিলেন—কোন নির্দ্দিষ্ট সময়মধ্যে (within a specific time) উনি এই সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন।”

জেমিসন বলিল, “হাঁ, ঐ মর্ম্মে আমি নুটিস্ (notice) দিয়াছিলাম।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আপনি উঁহাকে আরও জানাইয়াছিলেন, আপনার সেই আদেশ অগ্রাহ্য হইলে আপনি বলপূর্ব্বক এই সম্পত্তি অধিকার করিবেন।”

জেমিসন বলিল, “হাঁ।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “উঁহারা দখল ছাড়িতে অসম্মত হওয়ায় আপনি উঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক উচ্ছেদ করিয়া এই সম্পত্তি দখল করিতে আসিয়াছেন?”

জেমিসন বলিল, “হাঁ আসিয়াছি, তাহা দেখিতেই পাইতেছেন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ইহা ব্যতীত, আপনার অভিযোগ এই যে, মিঃ ট্রিহারণ্ আপনার ভ্যাড়ার পাল চুরি করিয়াছেন, এবং আপনার একজন রাখালকে ধরিয়া গুম্ করিয়া রাখিয়াছেন?”

জেমিসন বলিল, “হাঁ; আমি পঞ্চায়েৎ বলিয়া এই অপরাধে উঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে চাহিয়াছি।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ মিঃ জেমিসন, আপনি উঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন; আপনি যাহাদিগকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন, তাহারাই আপনার ভ্যাড়া চুরি করিয়াছে। আমি স্বয়ং সেই সকল ভ্যাড়া দেখিয়া আসিয়াছি।”

জেমিসন সবিস্ময়ে ব্যাকুল স্বরে বলিল, “আপনি স্বচক্ষে আমার ভ্যাড়ার পাল দেখিয়া আসিয়াছেন? সেই সকল ভ্যাড়া উহারা কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে?”

মিঃ ট্রিহারণ্ মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া কাতর দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন; তাঁহার বিশ্বাস হইল—লোকটা বিশ্বাসঘাতক, নিরপেক্ষ বিচারের ভার গ্রহণ করিয়া শত্রুর পক্ষাবলম্বন করিয়াছে; তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনই তাহার উদ্দেশ্য। তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইল। ভয়ে তিনি অভিভূত হইলেন; কিন্তু তাঁহার

ভাবভঙ্গি দেখিবার আমেলিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসিল। গ্রেভিস্ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিল।

মিঃ ব্লেক তাঁহাদের ভাবান্তর লক্ষ্য না করিয়া জেমিসনকে বলিলেন, "আপনার সেই সকল মেষ এই তালুকের এলাকার মধ্যেই আছে। আমি আপনার একজন ভাল সাক্ষী। (a good witness.) যাহা হউক, মিঃ জেমিসন, আপনার অনুকূলে যাহা যাহা বলিবার ছিল সকলই ত শুনিলেন। এখন আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব—আপনি ঠিক উত্তর দিবেন।"

জেমিসন খুসী হইয়া বলিল, "অনায়াসে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। আপনি নিরপেক্ষ ভাবে এই বিরোধের মীমাংসা করিবেন—এ বিষয়ে আমার একবিন্দুও সন্দেহ নাই। আপনার যুক্তিগুলি অকাট্য, আপনি দ্বিতীয় দানিয়েল!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু আমি এখনও আপনাদের বিরোধের মীমাংসা শেষ করিতে পারি নাই। নিরপেক্ষ মীমাংসার জন্য আমার আরও কয়েকটি কথা জানিবার প্রয়োজন। আমার প্রথম প্রশ্ন এই যে, মিঃ ট্রিহারণ্ যে একরারনামা লিখিয়া বিনাগঙ্গের স্বত্ব আপনাকে অর্পণ করিয়াছিলেন, উঁহার সেই একরারনামা লিখিবার কারণ কি?"

জেমিসন বলিল, "ট্রিহারণ্ তাহা লিখিয়া দিয়াছিল, এ কথা ত মিথ্যা নহে। সেই একরারনামা আমার কাছেই আছে; ট্রিহারণ্ও সেই একরারনামা অস্বীকার করিতেছে না। ইহাই কি আমার অধিকারের যথেষ্ট প্রমাণ নহে? ট্রিহারণ্ উহা কি কারণে লিখিয়া দিয়াছে—তাহা জানিবার জন্য আপনি কেন আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা আমাকে জানিতেই হইবে। উভয় পক্ষের সকল কথা জানিতে না পারিলে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করা আমার অসাধ্য।"

জেমিসন অনিচ্ছার সহিত বলিল, "দেখুন মিঃ ব্লেক, ট্রিহারণ্ আমার প্রতিবেশী ও বন্ধু, এই সূত্রে উহার কুঠীতে আসিয়া খেলা-ধূলা করিতাম। এক রাত্রে আমরা বাজি রাখিয়া তাস খেলিতে বসিলাম; কয়েক বাজি খেলিয়া ট্রিহারণ্ অনেক টাকা জিতিয়া লইল। সে জয় লাভ করায় আমি অসন্তুষ্ট হই নাই। তাহার পরও

খেলা চলিতে লাগিল; অবশেষে বাজি ধরা হইল—যদি সে সেই বাজি জিতিতে পারে তাহা হইলে তাহার নিকট আমার যত টাকা পাওনা আছে—তাহা আমাকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে না, তাহার সম্পত্তি সে ফেরত পাইবে, বন্দকী দলিল আমি তাহাকে ফেরত দিব; কিন্তু যদি তাহার পরাজয় হয়, অর্থাৎ বাজিটা আমিই জিতিতে পারি, তাহা হইলে সে এই মর্ম্মে একরারনামা লিখিয়া দিবে যে, তাহার সম্পত্তিতে আর তাহার অধিকার থাকিবে না, এবং ভবিষ্যতে তাহার ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য হইলেও ঐ সম্পত্তি খালাস করিয়া লইতে পারিবে না; আমিই তাহার সম্পত্তির মালিক হইব। ট্রিহারণ্ সেই বাজি হারিয়াছিল বলিয়াই আমি এখন সেই একরারনামার বলে এই সম্পত্তির মালিক। ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য হইলেও এখন ঐ সম্পত্তি ফেরত লইবার উহার অধিকার নাই। ট্রিহারণ্ স্বেচ্ছায় এই একরারনামা লিখিয়া দিয়াছিল, যদি সে সেই বাজি জিতিতে পারিত, তাহা হইলে আমার সমস্ত টাকাই ত জলে পড়িত; ঋণ পরিশোধ না করিয়াই সমগ্র সম্পত্তি সে ফেরত পাইত! সুতরাং ভাবিয়া দেখুন—কত বড় দায়িত্ব ঘাড়ে লইয়া আমি বাজি ধরিয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "ঐ সর্ত্তে বাজি ধরিয়া আপনি যথেষ্ট দয়ার পরিচয় দিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। মিঃ ট্রিহারণ দুর্ভাগ্যবশতঃই শেষ বাজি হারিয়াছেন। আপনার দাবিই অকাট্য বলিয়া মনে হইতেছে; মিঃ ট্রিহার্ণের পক্ষ সমর্থনের কোন উপায় দেখিতেছি না।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া জেমিসন দাঁত বাহির করিয়া হাসিল, এবং অবজ্ঞাভরে মিঃ ট্রিহার্ণের মুখের দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িল। সে মিঃ ট্রিহার্ণকে জুয়ায় হারাইয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দখল করিবার দুরভিসন্ধিতে যে একরারনামা লিখাইয়া লইয়াছিল, সে কথা চাপিয়া যাইবার জন্যই তাহার আগ্রহ হইয়াছিল; কিন্তু মিঃ ব্লেকের প্রশ্নের উত্তরে সে যাহা বলিল, তাহা শুনিয়াই মিঃ ব্লেক সন্তুষ্ট হইয়াছেন ভাবিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল। মিঃ ট্রিহারণ্ বিবর্ণ মুখে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

মিঃ ব্লেক হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং আমেলিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া

বলিলেন, "মাদমইসেল, আপনি দয়া করিয়া আমাকে এক 'প্যাক্' কাগজ আনিয়া দিবেন কি ?"

আমেলিয়া উঠিয়া অন্য কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং এক প্যাক কাগজ আনিয়া তাহা মিঃ ব্লেকের সম্মুখে রাখিল। মিঃ ব্লেক সেই কাগজগুলি লইয়া বলিলেন, "আপনাদের উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আমি এখন রায় লিখিব।" (deliver my judgment.)

মিঃ ব্লেকের এই প্রস্তাবে কোন পক্ষ হইতে আপত্তি উত্থাপিত হইল না। তখন মিঃ ব্লেক কাগজ কলম হাতে লইয়া জেমিসনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনাদের উভয় পক্ষের বিরোধের নিস্পত্তির জন্য আমি এই রায় দিতেছি যে, প্রথমতঃ, বিনাগঙ্গের এলাকায় যে সকল ভ্যাড়া লুকাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহা অবিলম্বে বিনা-আপত্তিতে মিঃ এডওয়ার্ড জেমিসনকে অর্পণ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, বিনাগঙ্গের কুঠী এবং এই তালুক মিঃ এডওয়ার্ড জেমিসনের অধিকার-ভুক্ত হইবে, এবং ইহার মালেকান স্বত্ব যথারীতি রেজিষ্ট্রী করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, মিঃ জন ট্রিহারণ্ ও তাঁহার যে সকল অতিথি বিনাগঙ্গ-কুঠীতে বাসসূত্রে ভ্যাড়া-চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের অপরাধের বিচারের জন্য তাঁহাদিগকে বিনা-প্রতিবাদে এই অঞ্চলের পঞ্চায়েৎ মিঃ এডওয়ার্ড জেমিসনের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে।"

মিঃ ব্লেকের 'রায়' শুনিয়া জেমিসন আনন্দে 'বে-সামাল' হইয়া উঠিল, এবং সে উচ্ছ্বাসভরে বলিয়া উঠিল, "দানিয়েল, দানিয়েল! সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতার আমাদের বিরোধের মধ্যস্থতা করিবার ভার লইয়াছেন। অতি নিরপেক্ষ ভাবে এই বিচার শেষ হইয়াছে।"

গ্রেভিস্ কোন কথা না বলিয়া নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট টানিতে লাগিল; আমেলিয়া সেই কক্ষের মেঝের দিকে নতমস্তকে চাহিয়া রহিল। মিঃ ট্রিহারণ্ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া হতাশভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্ত কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "বিনাগঙ্গ-কুঠীর বর্ত্তমান অধিবাসীগণকে এই সকল সর্ত্ত বিনা-প্রতিবাদ পালন করিতে হইবে—যদি মিঃ

এডওয়ার্ড জেমিসন নিম্নলিখিত দুইটি সর্ত্ত পালন করেন। প্রথম সর্ত্ত এই যে, তিনি তাঁহার অনুচরবর্গকে অবিলম্বে স্থানান্তরিত করিবেন ; তাহারা বলপূর্ব্বক এই কুঠী অধিকারের চেষ্টা করিবে না এবং—”

জেমিসন বাধা দিয়া বলিল, “নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই ; আমি অবিলম্বে এই সর্ত্ত পালন করিব।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “দ্বিতীয় সর্ত্ত এই যে, তিনি আমাকে এই বিষয়টি সন্তোষ-জনকরূপে বুঝাইয়া দিবেন।”

এই কথা বলিয়াই তিনি আমেলিয়া-প্রদত্ত কাগজের ‘প্যাক্’ উল্টাইয়া-ফেলিয়া তাহার ভিতর হইতে এক ‘প্যাক্’ তাস বাহির করিলেন। বলা বাহুল্য, আমেলিয়া তাঁহার পূর্ব্ব-উপদেশ অনুসারে সেই তাসের প্যাক্‌টি কাগজের প্যাকের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছিল। যে সকল চিহ্নিত তাসের সাহায্যে জেমিসন মিঃ ট্রিহার্ণকে প্রতারিত করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়াছিল, ইহা সেই তাসের বাণ্ডিল। আমেলিয়া তাহা পূর্ব্বেই সংগৃহীত করিয়া রাখিয়াছিল, ইহা পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে।

মিঃ ব্লেক সেই তাসগুলি হাতে লইয়া তাহা জেমিসনের সম্মুখে ধরিলেন।

জেমিসন বিস্ফারিত নেত্রে সেই তাসগুলির দিকে চাহিয়া জড়িত স্বরে বলিল, “এ আবার কি ব্যাপার ? আপনার মতলব ত আমি বুঝিতে পারিতেছি না !” —তাহার মুখ মলিন ও চক্ষুতে আতঙ্কের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল।

মিঃ ব্লেক অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, “মিঃ জন ট্রিহারণ্ যে সকল তাসের খেলায় বাজি হারিয়া তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব আপনাকে দিয়াছিলেন, এগুলি সেই তাস। এই সকল তাস পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারা গিয়াছে—এগুলি চিহ্নিত তাস। (marked cards.) মিঃ জেমিসন, মিঃ ট্রিহারণ্ বলিয়াছেন—এই তাসগুলি আপনিই সংগ্রহ করিয়া আনিয়া জুয়ায় তাঁহাকে হারাইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে আপনার কি বক্তব্য আছে, শুনিতে চাই। বিচারকের ইহা জানিবার অধিকার আছে। বিচারক উভয় পক্ষেরই অভিযোগ শুনিতে বাধ্য।”

জেমিসন ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিল, “এ তাস আমি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া-

ছিলাম ? যে এ কথা বলিয়াছে, সে মিথ্যাবাদী। আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ মিথ্যা।”

মিঃ ব্লেক আমেলিয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “মাদমইসেল, আপনি কি শপথ করিয়া বলিতে পারেন—আপনি এই কুঠীতে আসিয়া খেলার অব্যবহিত পরেই মিঃ ট্রিহার্ণের উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া এই তাসগুলি সেখানে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন ?”

আমেলিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, “হাঁ, সেই কক্ষের টেবিলের নীচে ও মেঝের উপর তাসগুলি এলোমেলো হইয়া পড়িয়া ছিল।”

মিঃ ব্লেক গ্রেভিসের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “খেলা শেষ হইবার কিছু কাল পরে আপনিও সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া এই তাসগুলিই কি দেখিতে পাইয়াছিলেন ?”

গ্রেভিস দাড়ি নাড়িয়া বলিল, “হাঁ, ঐ তাসগুলিই দেখিয়াছিলাম।”

মিঃ ব্লেক জেমিসনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “মিঃ জেমিসন, আপনি বলিতেছেন—এই তাসগুলি আপনি সংগ্রহ করিয়া আনেন নাই। আপনি না আনিলে মিঃ ট্রিহারণ্ই এগুলি খেলিবার জন্য আপনাকে দিয়াছিলেন, এবং এই তাসের সাহায্যেই আপনি ট্রিহার্ণকে জুয়ায় পরাজিত করিয়াছিলেন। এখন কথা এই যে, যে চিহ্নিত তাসের সাহায্যে ট্রিহার্ণকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল, সেই তাসগুলি তিনি নিজের সর্ব্বনাশের জন্য চিহ্নিত করিয়া রাখিয়া খেলায় আপনার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন, এ কথা কি আপনি আমাকে বিশ্বাস করিতে বলেন ? আপনার বিরুদ্ধে মিঃ ট্রিহার্ণের প্রতারণার অভিযোগ সত্য কি না তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য আমি আপনাদের উভয়কে বিচারালয়ে প্রেরণ করিব। কাহার চাতুরীতে মিঃ ট্রিহার্ণকে জুয়ায় হারিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে, আদালত তাহার বিচার করিবেন।”

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া জেমিসনের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল; সে আড়ষ্ট ভাবে বসিয়া সভয় দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ধারণা হইল—মিঃ ব্লেক তাহার পক্ষাবলম্বন করিয়া পূর্ব্বে যে সকল কথা বলিয়া-

ছিলেন তাহা সুবিচারের অভিনয় মাত্র ; তিনি যে সাংঘাতিক অস্ত্রে তাহাকে চূর্ণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন তাহা তিনি সকলের শেষে ঝুলি হইতে বাহির করিয়া তাহার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন ! এ অব্যর্থ অস্ত্র, আর তাহার জয়ের আশা নাই। এই এক অস্ত্রের আঘাতেই তাহার অনুকূল সর্ত্তগুলি বিফল হইল।

জেমিসন পিঞ্জরাবদ্ধ আহত সিংহের ন্যায় ক্রোধে ফুলিতে লাগিল ; অথচ মিঃ ব্লেক বিচারে তাহার শত্রুগণের পক্ষপাতিত্ব করিতেছেন—এ কথা বলিতেও তাহার সাহস হইল না। কারণ কে প্রতারক, তাহা নিরূপণের ভার তিনি বিচারালয়ে সমর্পণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে তাহাকে কিরূপ অপদস্থ, লাঞ্ছিত ও কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে—ইহা বুঝিতে পারিয়া সে আতঙ্কে অভিভূত হইল।

মিঃ ব্লেক তাহাকে নীরব দেখিয়া বলিলেন, "কে প্রতারক, আদালতই তাহার বিচার করিয়া অপরাধীকে যথাযোগ্য শাস্তি দান করিবেন। আদালতে আপনারা স্ব স্ব পক্ষ সমর্থন করিতে পারেন।"

জেমিসন বলিল, "আদালতের সাহায্য গ্রহণ আমি প্রয়োজনীয় মনে করি না। আমার সম্পত্তিতে দখল লইবার জন্য যে সকল দলিলের প্রয়োজন তাহা আমার কাছেই আছে, এবং তাহাই যথেষ্ট মনে করি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উত্তম। আমি আপনাদের উভয় পক্ষের বিরোধের মীমাংসার জন্য মধ্যস্থতার ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম ; এবং নিরপেক্ষ ভাবে বিচারের জন্য উভয় পক্ষেরই সকল কথা শুনিয়াছিলাম। এই চিহ্নিত তাসগুলি এই বিচারের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ ; ইহা উপেক্ষা করিয়া রায় দেওয়া আমার সাধ্যাতীত।"

জেমিসন কোন কথা বলিল না, অবনত মস্তকে বসিয়া রহিল।

মিঃ ব্লেক তাহাকে নীরব দেখিয়া বলিলেন, "এই চিহ্নিত তাস লইয়া আপনারা জুয়া খেলিয়াছিলেন, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। মিঃ জেমিসন, আপনি বলিতেছেন—এই তাসগুলি আপনার নহে ; মিঃ ট্রিহারণ্ বলিয়াছেন এ তাস তাঁহার নহে। কিন্তু এ তাস জোড়াটা ভূতে আপনাদের খেলার টেবিলে রাখিয়া

যায় নাই ; আপনাদের একজন ইহা আনিয়াছিলেন। এই তাসের প্রকৃত মালিক কে, আদালতে তাহা নির্ণীত হইবে। এইরূপ চিহ্নিত তাসের সাহায্যে জুয়ায় প্রতারিত করা আইন অনুসারে দণ্ডনীয় ; সেই দণ্ড অত্যন্ত কঠোর। কিন্তু বিনাগঞ্জ তালুকের ন্যায় মূল্যবান সম্পত্তির অধিকার এই চিহ্নিত তাসের সাহায্যে জুয়াখেলার উপর নির্ভর করিতেছে ; সুতরাং কাহার প্রবঞ্চনামূলক ব্যবহারে এই সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইতেছে, আদালত হইতেই তাহার মীমাংসা হওয়া উচিত।"

জেমিসন নির্ব্বাক, নিস্পন্দ।

মিঃ ব্লেক বলিতে লাগিলেন, "আপনাদের উভয় পক্ষ আমাকে মধ্যস্থ মানিয়াছেন ; আমাকে আপনাদের উভয় পক্ষেরই স্বার্থ দেখিতে হইবে। এই চিহ্নিত তাস আদালতে প্রেরিত হইলে আপনাদের এক পক্ষের অপরাধ সপ্রমাণ হইবে ; বিচারক যাহাকে অপরাধী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন—তাহাকে কঠোর দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। এ অবস্থায় এই মামলা আমি বিচারালয়ে না পাঠাইয়া যদি আপোষে নিষ্পত্তি করি—তাহা হইলে তাহা আপনাদের উভয় পক্ষেরই কল্যাণপ্রদ হইতে পারে।"

জেমিসন বলিল, "আপনি কি ভাবে আপোষে নিষ্পত্তি করিতে চাহেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মিঃ ট্রিহারণই হউন, বা অন্য কেহই হউন—বিনাগঞ্জ তালুকের যিনি বর্ত্তমান মালিক, তিনি মিঃ জেমিসনের প্রাপ্য সমস্ত টাকা সুদে আসলে তাঁহাকে প্রদান করিবেন। মিঃ জেমিসন সেই টাকা গ্রহণ করিয়া সম্পত্তির সমস্ত দাবী ত্যাগ করিবেন ; তাহা হইলে এই প্রবঞ্চনামূলক খেলার প্রসঙ্গ পরিত্যক্ত হইতে পারে ; কোন পক্ষকেই সে জন্য বিচারালয়ের সাহায্যপ্রার্থী হইতে হইবে না। এতদ্ভিন্ন আমার প্রস্তাব এই যে, মিঃ ট্রিহারণ মিঃ জেমিসনকে এই চিহ্নিত তাসগুলি প্রত্যার্পণ করিবেন, ইহার বিনিময়ে মিঃ জেমিসন মিঃ ট্রিহার্ণকে তাঁহার স্বাক্ষরিত একবারনামাখানি ফেরত দিবেন। এরূপ করিলে প্রতারণামূলক জুয়া খেলিবার পূর্ব্বে উভয়ের সম্বন্ধ যেরূপ ছিল, সেইরূপই দাঁড়াইবে। ইহাতে কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না। অবশ্য, এই ব্যবস্থায় মিঃ জেমিসনকে বিনাগঞ্জ অধিকারের আশা ত্যাগ করিতে হইবে ; কিন্তু পক্ষান্তরে ইহাতে তাঁহার অন্য

প্রকার ক্ষতির আশঙ্কা বিলুপ্ত হইবে। আদালতের বিচারে প্রতারণার অভিযোগে যদি দণ্ড ভোগ করিতে হয়—সেই দণ্ডের পরিমাণ সামান্ত হইবে না; সেই দণ্ডের বিনিময়ে পরস্বাধিকারের লোভ সংবরণ করা কর্ত্তব্য কি না তাহা বিবেচনা-সাপেক্ষ। উভয় পক্ষের মঙ্গলের জন্ত আমি এই ভাবে আপোষ-নিষ্পত্তির পক্ষপাতী; আমার প্রস্তাব গ্রাহ্ করা না করা আপনাদের ইচ্ছা।"

মিঃ ব্লেক নীরব হইয়া একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিলেন। আমেলিয়ার সহাস্ত নেত্রে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। গ্রেভিস্ তখনও গম্ভীর ভাবে ধূমপান করিতেছিল। জেমিসন বিফল আক্রোশে মিঃ ট্রিহার্ণের মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে তাঁহাকে অভিসম্পাত করিতে লাগিল; কিন্তু মিঃ ট্রিহারণ্ যেন অকূল সমুদ্রে কূল পাইলেন।

জেমিসনকে নীরব দেখিয়া আমেলিয়া বলিল, "মিঃ ব্লেকের প্রস্তাব সম্বন্ধে আপনার কি বক্তব্য আছে বলুন। আপনি চিহ্নিত তাসগুলি লইয়া একরার-নামাখানি কি মিঃ ট্রিহার্ণকে ফেরত দিবেন, না আদালতেই প্রতারণার বিচার হইবে?"

জেমিসন আবেগভরে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর পকেট হইতে একরারনামা খানি বাহির করিয়া সবেগে টেবিলের উপর নিক্ষেপ করিল, এবং বিকৃত স্বরে বলিল, "তাসগুলি আমাকে ফেরত দাও।"

'ফেরত দাও'—এই কথাটিই তাহার অপরাধের অকাট্য প্রমাণ। কিন্তু আমেলিয়া সে সম্বন্ধে উচ্চ বাচ্য না করিয়া টেবিলের দেরাজ হইতে আর কতক-গুলি চিহ্নিত তাস বাহির করিল, এবং মিঃ ব্লেকের নিকট হইতে অবশিষ্ট তাসগুলি লইয়া তাসের প্যাকটি জেমিসনের সম্মুখে রাখিল।

জেমিসন তাসের প্যাকটি পকেটে ফেলিয়া মিঃ ট্রিহার্ণকে বলিল, "তুমি চাতুর্য্যের সাহায্যে আমাকে পরাস্ত করিলে, আমার সকল আশা বিফল করিলে! উত্তম্; কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি সুদে আসলে আমার সমুদয় ঋণ পরিশোধ না কর, তাহা হইলে তোমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক করিব। নিলামে আমিই তাহা ডাকিয়া লইব।"

আমেলিয়া হাসিয়া বলিল,"মিঃ জেমিসন, আপনি রাগের বশে কাহাকে ও কথা বলিতেছেন ? মিঃ টি্হারণ এখন এ সম্পত্তির মালিক নহেন ; আমিই বিনাগঙ্গ তালুকের বর্ত্তমান মালিক। একথা ত আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সম্পত্তি আপনার নিকট রেহানে আবদ্ধ আছে ; সেই দলিল যদি আপনার কাছে থাকে তাহা বাহির করুন, এই মুহূর্ত্তে আপনার প্রাপ্য টাকা সুদে আসলে ফেলিয়া দিতেছি।"

জেমিসন সক্রোধে বলিল, "কে তুমি ? টাকা সঙ্গে লইয়া অষ্ট্রেলিয়ায় জমিদারী কিনিতে আসিয়াছ না কি ?"

আমেলিয়া বিদ্রূপভরে বলিল, "হাঁ, তোমার ওয়ালাবালা তালুক বিক্রয় হইলে তাহাও কিনিতে প্রস্তুত আছি।"

জেমিসন বলিল,"তুমি এত টাকার মালিক, তবে ভ্যাড়া চুরি করিতে আসিয়াছিলে কেন ?"

আমেলিয়া বলিল, "বিশ্বাসঘাতক প্রবঞ্চককে একটু শিক্ষা দিতে।"

—তাহার পর সে দেরাজ হইতে একতাড়া নোট বাহির করিয়া তাহা মিঃ ব্লেকের সম্মুখে রাখিল, তাঁহাকে বলিল, "মিঃ ব্লেক, দলিল লইয়া উহার প্রাপ্য টাকা মিটাইয়া দিন। ভ্যাড়া বিক্রয়ের টাকার জোরে আমার পৈতৃক সম্পত্তি গ্রাস করিবার জন্য উহার লোভ হইয়াছিল ! কি স্পর্দ্ধা !"

মিঃ ব্লেক নোটের তাড়াটি হাতে লইয়া বলিলেন,"জমিদারী বন্দকের টাকা, না, ভ্যাড়ার পাল বন্দকের টাকা ?"

আমেলিয়া বলিল, "উহার নিকট মিঃ টি্হারণ্ বিভিন্ন দফায় যত টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলেন, তাহা সুদে আসলে পরিশোধ করিয়াও অনেক টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। ভ্যাড়ার পাল আর উহাকে ঘরে লইয়া যাইতে হইবে না।"

দশ মিনিটের মধ্যেই দেনা পাওনা মিটিয়া গেল ! আমেলিয়া রসিদ দিয়া দলিল গ্রহণ করিল। রসিদে আমেলিয়া পূর্ণ নাম স্বাক্ষরিত করিল, তাহা দেখিয়া জেমিসন সবিস্ময়ে বলিল, "কার্টার। আমেলিয়া কার্টার ?—তুমি কি—"

আমেলিয়া বাধা দিয়া বলিল, "বিনাগঙ্গ তালুকের ভূতপূর্ব্ব স্বত্বাধিকারীর কন্যা। তোমার পিতা বহুদিন আমার পিতার রাখাল ছিল। ওয়ালাবালার মালিক হইয়া সে কথা ভুলিয়া গিয়াছ! ছোট লোকের টাকা হইলে তাহার এইরূপ আত্মবিস্মৃতি স্বাভাবিক।"

জেমিসন সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তুমি আমার অপমান করিলে, ভবিষ্যতে ইহার প্রতিফল পাইবে। দেখিব তুমি কেমন মেয়ে।"

আমেলিয়া সুস্পষ্ট ঘৃণার স্বরে বলিল, "তোমার পিতা আমার পিতার যে সকল বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীর মোট বহিয়াছিল, তাহারা লক্ষপতি হইয়া আমাকে দেখিয়াছে, তুমিও দেখিবে। আমার কাছে তোমার জুয়ারিগিরি খাটিবে না। টাকা পাইয়াছ, এখন সরিয়া পড়।"

জেমিসন নোটগুলি পকেটে ফেলিয়া বিনাগঙ্গ-কুঠী হইতে প্রস্থান করিল। জেমিসন সদলে বিনাগঙ্গ-কুঠী পরিত্যাগ করিলে আমেলিয়া মিঃ ব্লেকের পাশে বসিয়া তাঁহার সহিত গল্প আরম্ভ করিল। মিঃ ব্লেক বাতায়ন-পথে আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। গগন-মণ্ডল গাঢ় মেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া মুষলধারে বর্ষণের সম্ভাবনা জ্ঞাপন করিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক তখন পর্য্যন্ত স্মিথের সন্ধান না পাইয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন, এবং পুনঃ পুনঃ বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। টাইগার তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া ব্যাকুল ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমেলিয়া টাইগারের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে মিঃ ব্লেককে বলিল, "মিঃ ব্লেক, আপনি চিরদিনই আমার প্রতি সদয়; আপনার উপকার কখন ভুলিতে পারিব না!"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "তাহা জানি।"

আমেলিয়া বলিল, "আপনাকে বড় অন্যমনস্ক দেখিতেছি; বোধ হয় স্মিথের জন্ম আপনার অত্যন্ত দুশ্চিন্তা হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার সন্ধান নাই, দুশ্চিন্তা হইবে না?"

আমেলিয়া বলিল, "তাহাকে খুঁজিতে যাইবেন কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, যাইতেই হইবে।"

আমেলিয়া বলিল, "আমি আমার অনুচরদের সঙ্গে লইয়া আপনাকে সাহায্য করিতে যাইব কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপত্তি কি ?—চল।"

আমেলিয়া বলিল, "আপনি কি ভাবে তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিবেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "টাইগারকেও সঙ্গে লওয়া সঙ্গত মনে হইতেছে। স্মিথকে যে কুটীরে কয়েদ করিয়া রাখা হইয়াছিল, প্রথমে সেই কুটীরে যাইব। টাইগার সেখান হইতে তাহার গন্ধের অনুসরণ করিবে; তাহা হইলে স্মিথের সন্ধান হইতে পারে।"

আমেলিয়া বলিল, "এই যুক্তিই ভাল; আমি জিনিকে তাহার সঙ্গীদের লইয়া আসিতে বলি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কাপ্তেন ক্যাম্বেলকেও আমাদের সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিব।"

মুহূর্ত্ত পরে কাপ্তেন ক্যাম্বেল সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মিঃ ব্লেক তাঁহাকে সংক্ষেপে সকল কথা বলিয়া, তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ক্যাম্বেল তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

দশ মিনিট পরে মিঃ ব্লেক স্মিথের সন্ধানে সদলে মরণ-উপত্যকা অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহাদের অশ্বের ক্ষুরধ্বনিতে সুপ্রশস্ত প্রান্তর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আমেলিয়া অশ্বারোহণে মিঃ ব্লেকের পাশে পাশে চলিল। তাঁহাদের পশ্চাতে টাইগার।

সকলে পাহাড় অতিক্রম করিয়া তাহার সানুদেশস্থিত গলির নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন জিনি তাঁহাদিগকে পথ-প্রদর্শন করিয়া কুটীরের দিকে লইয়া চলিল। কুটীরের সম্মুখে আসিয়া মিঃ ব্লেক টাইগারকে বলিলেন, "স্মিথ কোথায় গিয়াছে—সেই স্থানে চল, টাইগার!"

টাইগার তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দুই একবার লেজ নাড়িল; সে তাঁহার কথা বুঝিতে পারিয়াছিল। স্মিথকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য তাহারও আগ্রহের অভাব ছিল না। স্মিথ গলির ভিতর দিয়া যে পথে গিয়াছিল, টাইগার

মাটী শুঁকিতে শুঁকিতে সেই দিকে চলিল। মিঃ ব্লেক অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সঙ্গীগণ সহ পদব্রজে টাইগারের অনুসরণ করিলেন। আমেলিয়ার কোন কোন অনুচর তাঁহাদের ঘোড়াগুলির পাহারায় থাকিল।

টাইগার চলিতে চলিতে একই স্থানে দুই তিনবার ফিরিয়া আসিল; তাহা দেখিয়া মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন স্মিথ ঘুরিতে ঘুরিতে একাধিক বার সেই সকল স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। পাহাড়ের অত্যন্ত দুর্গম অংশ দিয়া তাঁহাদিগকে চলিতে হইল। এইভাবে এক ঘণ্টা চলিয়া গেল, কিন্তু টাইগার একবারও থামিল না; তখন পর্য্যন্ত স্মিথেরও সন্ধান হইল না।

অবশেষে তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত নরকঙ্কাল দ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন; তাহার অদূরে গিরি-গুহা, সেই গুহাদ্বারে স্মিথ স্বর্ণপূর্ণ কাঠের বাক্স খুলিয়াছিল। দুই একখানি তক্তা এবং বাঁটালি ও হাতুড়ী সেখানে পড়িয়া ছিল। স্মিথ সেই গুহায় প্রবেশ করিয়াছে মনে করিয়া মিঃ ব্লেক উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু সে বহু পূর্ব্বেই সেই স্থান ত্যাগ করিয়াছিল। মিঃ ব্লেক তাহার সাড়া পাইলেন না, সেই বিজন পার্ব্বত্য প্রদেশে তাঁহার কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি মাত্র শুনিতে পাইলেন।

অতঃপর আমেলিয়া জিনিকে গুহা মধ্যে নামাইয়া দিল। জিনি গুহায় প্রবেশ করিয়া পদপ্রান্তে একটি বাক্স দেখিয়া তাহা টানিযা তুলিল। স্মিথ পূর্ব্বেই সেই বাক্স খুলিয়াছিল; আমেলিয়া তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিল—তাহা সোনার পুরু পুরু পাতে পরিপূর্ণ!

জিনি বলিল, "গুহার মধ্যে অন্ধকার, কিছুই দেখিতে পাইতেছি না; আর একটা বাক্সও পায়ে ঠেকিয়াছে! বোধ হয় এ রকম অনেক বাক্স এই গুহার মধ্যে পাওয়া যাইবে।"

আমেলিয়া বলিল, "বাক্সগুলি খাঁটি সোনায় পূর্ণ! এগুলি কিরূপে এখানে আসিল জানি না; কিন্তু এখন এদিকে লক্ষ্য করিলে চলিবে না, বাক্সগুলি যেখানে আছে—সেইখানেই থাক; (for the present it must wait.) স্মিথকে আগে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।"

গুহা মধ্যে স্মিথের সন্ধান হইল না; জিনি গুহার বাহিরে আসিল। টাইগার গলার শিকল টানিয়া অধীরতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "টাইগার বুঝিয়াছে—স্মিথ এখান হইতে অন্য দিকে গিয়াছে, চল আমরা উহার অনুসরণ করি।"

টাইগার পুনর্ব্বার চলিতে লাগিল; অবশেষে সে একটি গভীর খদের ধারে আসিয়া অবনত মস্তকে সেই খদের নীচের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার সেই গর্জ্জন অত্যন্ত অস্বাভাবিক, যেন কি গভীর ক্ষোভে ও দুঃখে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল! তাহার সেই চিৎকার শুনিয়া মিঃ ব্লেকের মুখ বিবর্ণ হইল, তাঁহার চক্ষুতে দুশ্চিন্তা ঘনাইয়া আসিল। তিনি বুঝিলেন স্মিথ সেই খদ লাফাইয়া পার হইতে গিয়া খদের ভিতর নিক্ষিপ্ত হইয়াছে! তিনি তৎক্ষণাৎ খদের পাশে উপুড় হইয়া পড়িয়া খদের ভিতর দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার মনে হইল সেই খদ হাজার ফিট গভীর! স্মিথ যদি তাহার ভিতর নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে—তাহা হইলে আর তাহার উদ্ধারের আশা নাই। সেই খদেই তাহার ইহজীবনের অবসান হইয়াছে।

মিঃ ব্লেক এই সকল চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিলেন; তিনি খদের দিকে আরও একটু সরিয়া গিয়া, দুই হাতে তাহার কিনারার প্রস্তর চাপিয়া ধরিয়া খদের ভিতর মাথা নামাইয়া দিলেন। তখন ঊর্দ্ধাকাশ হইতে সূর্য্যের কিরণ খদের ভিতর প্রবেশ করায় অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল। সেই আলোকে মিঃ ব্লেক প্রায় ত্রিশ ফিট নীচে একটি ঝোপ দেখিতে পাইলেন। কয়েকটি বৃক্ষের শাখা প্রশাখা সেই খদের ভিতর প্রসারিত ছিল।

মিঃ ব্লেক সেই বৃক্ষের শাখা প্রশাখার মধ্যে শুভ্র পরিচ্ছদ-পরিহিত একটি মনুষ্য-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মনে হইল—স্মিথই গাছের ডালে বাধিয়া আছে! তিনি বুঝিতে পারিলেন যদি কোন কারণে সেই বৃক্ষশাখা আন্দোলিত হয়—তাহা হইলে স্মিথের দেহ বৃক্ষশাখা হইতে স্খলিত হইয়া খদের অতলস্পর্শ গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইবে। মিঃ ব্লেক ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি খদের ধারে ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন, তাহার পর তাঁহার সঙ্গীগণের মুখের দিকে চাহিয়া

আর্ত্তস্বরে বলিলেন, "কোমরবন্দ, চাবুক, ঘোড়ার লাগাম—যাহা কিছু সংগ্রহ হইতে পারে, শীঘ্র লইয়া এস।"

তাঁহার কথা শুনিয়া আমেলিয়া খদের ধারে সরিয়া গেল, এবং নীচের দিকে চাহিয়া বৃক্ষশাখাশায়ী স্মিথকে দেখিতে পাইল; সে দুই হাত বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিল, "দড়ি দড়া যেখানে যা পাওয়া যায়—শীঘ্র আন। স্মিথ খদের ভিতর গাছে বাধিয়া আছে, যদি কোন কারণে সরিয়া গিয়া নীচে পড়ে, তাহা হইলে উহার সর্ব্বাঙ্গ গুঁড়া হইয়া যাইবে, উহার সন্ধান পর্য্যন্ত হইবে না।"

আমেলিয়ার ও মিঃ ব্লেকের সঙ্গীরা স্ব স্ব কোমরবন্দ খুলিয়া দিল, জিনি ঘোড়াগুলার নিকট দৌড়াইয়া গিয়া প্রত্যেক অশ্বের লাগাম খুলিয়া আনিল। এই সকল উদ্যোগ আয়োজনেই প্রায় আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল।

অনন্তর ঐ সকল সামগ্রী একত্র জোড়া দিয়া তাহা সুদৃঢ় রজ্জুতে পরিণত করা হইল। (twisted the pieces together into a strong rope) আমেলিয়া ও ব্লেকের প্রত্যেক সঙ্গী সেই রজ্জু অবলম্বন করিয়া খদের ভিতর নামিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল; কিন্তু মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, ও কোন কাজের কথা নয়। তোমাদের সাহস প্রশংসনীয় হইলেও আমি তোমাদের কাহারও সতর্কতায় নির্ভর করিতে পারি না; যৎসামান্য ত্রুটি হইলেই স্মিথকে হারাইব। তোমরা উপরে থাক—আমিই নীচে নামিতেছি। ও কাজ আমারই।"

মিঃ ব্লেক সেই রজ্জুর একপ্রান্ত উভয় হস্তে জড়াইয়া ধরিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গীদের বলিলেন, "তোমরা এই রজ্জু ধরিয়া আমাকে ধীরে ধীরে নামাইয়া দাও। (lower me slowly.) খদের ধারে যেন ইহা বাধিয়া না যায়।"

মিঃ ব্লেক সেই রজ্জুর একপ্রান্ত দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া খদের ধারে বসিলেন, এবং নীচের দিকে দুই পা ঝুলাইয়া দিলেন। মুহূর্ত্ত পরে তিনি সেই দড়ি ধরিয়া খদের মধ্যে ঝুলিয়া পড়িলেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল আতঙ্কে ও উৎকণ্ঠায় দুরু-দুরু করিতেছিল, কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র অধীরতা প্রকাশ করিলেন না।

আমেলিয়া পুনর্ব্বার খদের ধারে সরিয়া গিয়া নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিল, মিঃ ব্লেকও ঝুলিতে ঝুলিতে উর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিলেন। আমেলিয়ার সহিত তাঁহার

দৃষ্টি-বিনিময় হইল। আমেলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। মিঃ ব্লেক কিরূপ বিপদ বরণ করিয়া সেই মৃত্যু-গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছেন—ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমেলিয়ার নারীহৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল, এবং মিঃ ব্লেকের প্রতি যে অনুরাগ তাহার হৃদয়ের নিভৃত অন্তস্তলে সংগুপ্ত ছিল, তাহা মুহূর্ত্তমধ্যে হৃদয় হইতে সবেগে উৎসারিত হইয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। মিঃ ব্লেকও সতৃষ্ণনয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, তাঁহার চক্ষুও শুষ্ক রহিল না; যেন তাহা নীরবে আমেলিয়ার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিল। কিন্তু মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া নীচের দিকে চাহিলেন, এবং তাঁহাকে আরও কিছু নিম্নে নামাইয়া দেওয়ার জন্য দড়ি নাড়িয়া ইঙ্গিত করিলেন।

অবশেষে তাঁহার পদদ্বয় সেই বৃক্ষের অগ্রভাগ স্পর্শ করিল। তিনি আরও কয়েক ফিট নামিয়া, স্মিথ যে শাখায় বাধিয়া ছিল, সেই শাখার ঠিক পাশে ঝুলিতে লাগিলেন। কিন্তু পাছে তাঁহার করস্পর্শে সেই শাখা আন্দোলিত হয় এবং স্মিথ শাখাভ্রষ্ট হইয়া নীচে পড়িয়া যায়, এই ভয়ে তিনি শাখায় হাত দিলেন না। তিনি এক হাতে সেই দড়ি ধরিয়া, অন্য হাতে স্মিথকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁধে ফেলিলেন, তাহার পর স্মিথের দেহ উভয় বাহুদ্বারা বক্ষঃস্থলে আবদ্ধ করিয়া, উভয় হস্তের মুষ্টি-দ্বারা রজ্জু আঁকড়িয়া ধরিলেন।

আমেলিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে অবনত নেত্রে মিঃ ব্লেকের এই অসমসাহসের কার্য্য দেখিতে লাগিল। তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। স্মিথ বৃক্ষশাখা হইতে অপসারিত হইবামাত্র শাখাগুলি আন্দোলিত হইল। মিঃ ব্লেক স্মিথকে কাঁধে ফেলিয়া দুই হাতে দড়িতে ঝুলিতে লাগিলেন; তাহা দেখিয়া আমেলিয়া অধীর স্বরে বলিল, "টানো, টানো! শীঘ্র উহাদিগকে উপরে তুলিয়া লও। বিলম্বে সর্ব্বনাশ হইবে।"—ভয়ে উদ্বেগে আমেলিয়ার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মধারায় সিক্ত হইল।

আমেলিয়ার অনুচরেরা ধীরে ধীরে সতর্কভাবে মিঃ ব্লেককে টানিয়া তুলিতে লাগিল; অবশেষে তাঁহার মস্তক খদের উর্দ্ধে উঠিল। তখন চারি পাঁচজন লোক

হাত বাড়াইয়া তাঁহার কাঁধের উপর হইতে স্মিথকে টানিয়া লইল। আমেলিয়া সেই মুহূর্ত্তে দুই হাত বাড়াইয়া মিঃ ব্লেকের হাত ধরিল, এবং তাহার অনুচরবর্গের সাহায্যে তাঁহাকে খদের ঊর্দ্ধে তুলিয়া, সকলের সাক্ষাতে দুই হাতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। সে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া যেন তাঁহাকে চুম্বন করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে বুঝিতে পারিল—তাহার সঙ্গীরা বিস্ময়পূর্ণ নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। তখন সে মিঃ ব্লেককে ছাড়িয়া দিয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু আর স্থির ভাবে দাঁড়াইতে না পারিয়া অবসন্ন দেহে শিলাসনে বসিয়া পড়িল।

কাপ্তেন ক্যাম্বেল তখন স্মিথের মূর্চ্ছাভঙ্গের চেষ্টা করিতে ছিলেন। তিনি ব্র্যাণ্ডির ফ্লাস্কটা খুলিয়া-লইয়া স্মিথের মুখে অল্প পরিমাণে ব্র্যাণ্ডি ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। কয়েক মিনিট পরে স্মিথ চক্ষু মেলিয়া চারি দিকে চাহিল। ক্রমে তাহার চেতনাসঞ্চার হইল; কিন্তু দুর্ব্বলতাবশতঃ সে তখন উঠিয়া বসিতে পারিল না।

স্মিথ কয়েক মিনিট চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া রহিল, বোধ হয় সকল কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে সে ক্ষীণস্বরে বলিল, "খদটা লাফাইয়া পার হইতে গিয়া আমি খদের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিলাম; কত নীচে পড়িয়া ছিলাম, জানি না। সেই গভীর গহ্বর হইতে আমাকে কিরূপে উপরে তুলিলেন? আমার ত প্রাণরক্ষার কোন আশা ছিল না।"

কাপ্তেন ক্যাম্বেল বলিলেন, "মিঃ ব্লেক নিজের জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া খদের ভিতর হইতে তোমাকে উদ্ধার করিয়াছেন।"

স্মিথ কোন কথা বলিতে পারিল না; সে দুই হাতে মিঃ ব্লেকের হাত ধরিয়া চক্ষু নিমীলিত করিল। অশ্রুধারায় তাহার দুই গাল ভাসিয়া গেল। মিঃ ব্লেকের চক্ষুও শুষ্ক রহিল না। কেহ একটি কথাও বলিতে পারিলেন না।

কয়েক মিনিট পরে স্মিথ খান-দুই স্যাণ্ডউইচ (a couple of sandwiches) আহার করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল। তখন সে ধীরে ধীরে তাহার পলায়ন-কাহিনী বিবৃত করিল। সে অদূরবর্ত্তী গিরিগুহায় যে সকল বাক্স [illegible]

পাইয়াছিল, তাহা হইতে দুইটি বাক্স উপরে তুলিয়া কি কৌশলে খুলিয়াছিল— তাহাও বলিল।

আমেলিয়ার আদেশে তাহার অনুচরবর্গ পূর্ব্বোক্ত গুহা হইতে স্বর্ণপূর্ণ কুড়িটি বাক্সই তাহার নিকট লইয়া আসিল। সেই সকল বাক্স সেই স্থানেই খুলিয়া দেখা হইল। মিঃ ব্লেক অনুমান করিলেন, প্রত্যেক বাক্সে প্রায় তিন হাজার পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ সঞ্চিত ছিল। কুড়িটা বাক্সে ন্যূনকল্পে ষাঠ হাজার পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ ছিল—এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না। আমেলিয়ার অনুচরবর্গ ও কাপ্তেন ক্যাম্বেলের সঙ্গীরা সেই সকল বাক্স বহিয়া লইয়া চলিল। টাইগার মুহূর্ত্তের জন্য স্মিথের সঙ্গ ছাড়িল না, স্মিথের জীবন কি ভাবে বিপন্ন হইয়াছিল—তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল।

আমেলিয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া বিনাগঞ্জের কুঠীতে উপস্থিত হইল। আমেলিয়া সেই বিপুল স্বর্ণরাশি আবিষ্কারের সংবাদ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিয়া, তাহার যে অংশ আবিষ্কারকের প্রাপ্য—তাহা গ্রহণ করিবার জন্য স্মিথকে অনুরোধ করিল, কিন্তু স্মিথ তাহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইল। সে বলিল, তাহা আমেলিয়ারই প্রাপ্য, কারণ তাহার পিতাই বিনাগঞ্জ তালুকের ভূতপূর্ব্ব ভূস্বামী ছিলেন।

আমেলিয়া বিনাগঞ্জ তালুক ক্রয় করিলেও তাহার অর্দ্ধাংশ ট্রিহার্ণকে দান করিল, এবং তালুকের পরিচালনভার তাঁহার হস্তেই অর্পণ করিল। তিনি ও তাহার অনুচরবর্গ মেষপাল রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাইল। ক্যাম্বেল সদলে তাঁহার কুঠীতে প্রত্যাগমন করিলেন, স্মিথও তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। গ্রেভিস্ মিঃ ট্রিহার্ণের সহিত কুঠির বারান্দায় বসিয়া গল্প আরম্ভ করিল। মিঃ ব্লেক অশ্বে আরোহণ করিয়া কাপ্তেন ক্যাম্বেলের কুঠীতে যাত্রা করিবেন, সেই সময় আমেলিয়া তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল, "আপনি কি শীঘ্রই এদেশ ত্যাগ করিবেন?"—সঙ্গে সঙ্গে সে তাঁহার হাতখানি ধরিয়া করতল চুম্বন করিল।

মিঃ ব্লেক তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "হাঁ, কালই মেলবোর্ণে যাত্রা করিব।"

আমেলিয়া বলিল, "আর কি আপনাকে দেখিতে পাইব না ?"

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "এখানে ত নয় ?"

আমেলিয়া বলিল, "আবার কোথায় দেখা হইবে ?"

"পরমেশ্বর জানেন"—বলিয়া মিঃ ব্লেক ঘোড়ায় উঠিয়া বিনাগঙ্গ ত্যাগ করিলেন আমেলিয়া প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় সেই স্থানে দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল মিঃ ব্লেক অদৃশ্য হইলে সে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অশ্রু মুছিল।

সম্পূর্ণ

প্রকাশকের কৈফিয়ৎ

—•:*:•—

'রহস্য-লহরী' উপন্যাস-মালার বিগত কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের ১৩০ নং এবং ১৩১ নং উপন্যাস অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমেই প্রকাশিত হইবে, এইরূপ স্থির ছিল; রহস্য-লহরীর গ্রাহক ও পাঠক মহোদয়গণকেও এই সংবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছিল।

পূজাবকাশের মধ্যে 'রহস্য-লহরী প্রেস' অক্রূর দত্তের লেন হইতে ২৮ নং শঙ্কর ঘোষের লেনে উঠিয়া আসিয়াছে। যে বাড়ীতে প্রেস সংস্থাপিত ছিল, তাহার মালিক মাসিক ১৬০৲ টাকা ভাড়া লইত, অথচ কতকগুলি কারণে প্রেসের কার্য্য পরিচালনের নানাপ্রকার অসুবিধা হইতেছিল। দীর্ঘকাল যাবৎ পুনঃ পুনঃ নানাপ্রকারে আমাদের বিস্তর ক্ষতি হওয়ায় অগত্যা আমাদিগকে 'স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনং' এই নীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। নূতন বাড়ীতে আসিয়া আমরা মেসিন বসাইয়া, তাহার মোটরের সহিত বিদ্যুৎ-প্রবাহের সংযোগের জন্য কলিকাতার 'ইলেক্‌ট্রিক সপ্লাই কোম্পানী'র নিকট আবেদন করিয়াছিলাম; কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতীত হইলেও কোম্পানীর ঔদাসীন্যে আমাদের কাজ কর্ম্ম বন্ধ রহিল। অবশেষে অনেক সাধ্য সাধনায় সংপ্রতি তাঁহারা কাজ শেষ করিয়া দিয়াছেন। এইজন্য কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণের 'রহস্য-লহরী' প্রকাশে অমার্জ্জনীয় বিলম্ব হইল। 'রহস্য-লহরী'র হিতৈষী গ্রাহক ও পাঠক পাঠিকাগণ দয়া করিয়া আমাদের অনিচ্ছাকৃত ক্রটি মার্জ্জনা করিলে অনুগৃহীত হইব। পুস্তক-প্রকাশে অনুচিত বিলম্ব হওয়ায় অনেক গ্রাহক অসহিষ্ণু হইয়া পুস্তকের জন্য তাগিদ দিয়াছেন, অনেকে তীব্র তিরস্কার করিয়া কৈফিয়ৎ চাহিয়াছেন; তাঁহাদের প্রত্যেকের পত্রের স্বতন্ত্র উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। এই ক্রটির জন্যও

আমরা তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। পুস্তক-প্রকাশে এইরূপ বি... নিবন্ধন তাঁহাদের ক্রোধ ও বিরক্তি, 'রহস্য-লহরী'র প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ ও স্নেহেরই নিদর্শন। তাঁহাদের তিরস্কারই আমাদের পুরস্কার।

আশা করি 'রহস্য-লহরী' অতঃপর যথানিয়মেই প্রকাশিত হইবে; এবং পৌষ ও মাঘের সংখ্যাদ্বয় আমরা মাঘ মাসের শেষ ভাগেই প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে পারিব। পৌষ মাসের ১৩২ নং রহস্য-লহরী 'শকটে শয়তানী'র ছাপা আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, অসাধারণ কূটবুদ্ধি সুচতুর ধড়িবাজ পল সাইমনের ভীষণ প্রতিহিংসার এই তৃতীয় আখ্যায়িকা প্রথম দুইখানির অপেক্ষা বৈচিত্র্যপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক হইবে। বস্তুতঃ, বঙ্গসাহিত্যে এরূপ মনোজ্ঞ ডিটেক্‌টিভ-কাহিনী পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, একথা যে অত্যুক্তি নহে, রসজ্ঞ পাঠকগণ পুস্তকখানি পাঠ করিয়া ইহা বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না।

কলিকাতা।
২৫ পৌষ, ১৩৩৫।